অবশেষে মিলন

কাসেম বিন আবুবাকার

নুর-কাসেম পাবলিশার্স

(১) "তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন তোমাদের কোনো কাজে আসবে না।" আল-কুরআন, সূরা-মুনতাহিনাহ, আয়াত-৩, পারা-২৮

(২) "অহঙ্কার এমন এক আবরণ যা মানুষের সকল মহত্ত্ব আবৃত করিয়া ফেলে।" যাহাবী

(৩) "যে ব্যক্তি শুধু নিজের বুদ্ধি-বিবেচনাকেই নির্ভুল মনে করে, সে পদে পদেই হোঁচট খাইয়া থাকে।" আসমায়ী

কর্মব্যস্ত মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার একটা ওয়ার্কশপ। ওয়ার্কশপটা অনেকখানি জায়গা নিয়ে। গেট দিয়ে ঢুকলে সামনের অংশে পড়বে গাড়ি মেরামত করার গ্যারেজ। তার পিছনের অংশে গাড়ি রিকন্ডিসনের বিরাট ওয়ার্কশপ। এর ভিতরে আবার গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরীর কারখানা। গেট থেকে কংক্রিটের ঢালাই করা রাস্তা কারখানা পর্যন্ত। রাস্তার এক পাশে গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপ। অন্য পাশে বারান্দাসহ দুই কামরা. অফিস রুম। প্রথম রুমটায় দু'জন লোক কাজ করে। দ্বিতীয় রুমটা ম্যানেজারের। এখানে নতুন ও পুরান গাড়ি ক্রয়-বিক্রয় হয়। দিলকুশায় শো-রুম।

ওয়ার্কশপের হেড মেকানিক্স নাসির উদ্দিন। পঞ্চাশের মতো বয়স। তার আচার ব্যবহারে ওয়ার্কশপের সবাই সন্তুষ্ট। তাই সকলেই তাকে নাসির ভাই বলে ডাকে। বর্তমানে মনিরুল ম্যানেজার ও সমস্ত ওয়ার্কশপের ওভারসিয়ার। সব কাজেই সে পারদর্শী। সময় অসময়ে তাকে ওয়ার্কশপেও কাজ করতে হয়। নাসির ভাই হেড মেকানিক্স হলেও সকলেই জানে তার থেকে মনিরুল অনেক বড় মেকানিক্স। কারণ অনেক সময় নাসির ভাই যে কাজ পারে না, মনিরুল তা অতি সহজে করে ফেলে। সবাই তাকে স্যার বলে ডাকে।

আজ স্প্রেম্যান আসে নি। অথচ কাজটা জরুরী। তাই মনিরুল একটা রিকন্ডিশন গাড়ি স্প্রে করছিল। তার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় বসির নামে একটা চৌদ্দ পনের বছরের হেলপার এসে বলল, স্যার, একটা আপটুডেট মেম সাহেবের গাড়ি খারাপ হইছে। নাসির ভাই মেলাক্ষণ ধইরা কিছু করবার পারতাছে না। আপনারে অক্ষনি যাইবার কইছে। আপটুডেট মেম সাহেব চিল্লাবার লাগছে।

বসিরের মুখে আপটুডেট মেম সাহেব ও ঢাকাইয়া কথা শুনে মনিরুলের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বলল, তোমাকে বলেছি না, হয় মেম সাহেব বলবে, নচেৎ ভদ্রমহিলা বলবে? কথাটা মনে থাকে না কেন? যাও, একটু পরে আসছি।

বসির বলল, আপনি অক্ষনি আহেন। বাবারে বাবা, আপটুডেট, থুড়ি মেম সাহেব যা রাইগ্যা আছে, তার কাছে যাইবার আমার ডর করে।

মনিরুলের কাজটা শেষ করতে দু'মিনিট দেরি হল। তারপর বসিরকে সঙ্গে করে আসবার সময় মেয়েটার দিকে তাকিয়ে দেখল, সালওয়ার কামিজ পরা টকটকে ফর্সা অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী। মাথার চুল ফিতে দিয়ে বাঁধা। গায়ে ওড়না নেই। তার যৌবন পুষ্ট উন্নত বক্ষের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিল। তারপর গাড়ির কাছে এসে নাসিরকে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার?

নাসির বলল, কিছু বুঝতে পারছি না স্যার। ইঞ্জিনে কোনো গোলমাল পাচ্ছি না, অথচ গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে না।

মনিকা কালি-ঝুলি ও রংমাখা পোশাকে পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের মনিরুলকে দেখে নাক সিটকে নাসিরকে উদ্দেশ্য করে বলল, আপনি কাকে ডেকে আনালেন? এগাড়ির কি বোঝে? এত বড় ওয়ার্কশপে একজন ভালো মেকানিক্স নেই?

মনিরুল মেয়েটার দিকে আর এক পলক তাকিয়ে ইঞ্জিনের কাছে এগিয়ে ভালো করে লক্ষ্য করতে দেখতে পেল, ভ্যাকামের জয়েন্টের তার খুলে এমনভাবে রয়েছে, যা কেউ সহজে ধরতে পারবে না। সে নাসিরের কাছ থেকে প্লাসটা নিয়ে তারটা যথাস্থানে ফিট করে দিয়ে বলল, নাসির ভাই, এবার স্টার্ট দিয়ে দেখুন তো!

মনিকা গর্জে উঠল, কি আমার মেকানিক্স রে, ইঞ্জিনে হাত লাগালেই যদি ঠিক হয়ে যেত, তা হলে এক্সপীরিয়েন্স লোকের দরকার হত না।

মনিকার কথা গ্রাহ্য না মনিরুল নাসিরকে আবার বলল, আপনি গাড়িটা একটু ট্রায়েল দিয়ে দেখুন। তারপর মনিকাকে বলল, আসুন ততক্ষণ আমরা একটু গলা ভিজিয়ে নিই। কথা শেষ করে সে অফিস রুমের দিকে এগোল।

মনিকা বেশ রাগের সঙ্গে বলল, এখানে আমি গলা ভেজাতে আসিনি।

মনিরুল ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, সে কথা আমিও জানি। অনেকক্ষণ এসেছেন, আমার লোকেরা গাড়ি সারাতে না পারায় আপনি রেগে গেছেন মনে হচ্ছে। মানুষ রেগে গেলে সাধারণত গলা শুকিয়ে যায়। তাই একটু গলা ভিজিয়ে নিন। তা ছাড়া কাজ করতে করতে আমারও গলা শুকিয়ে গেছে। তারপর বসিরকে তাড়াতাড়ি দুটো কোল্ডড্রিংক আনতে বলে মনিকাকে বলল, আসুন।

অফিস বারান্দায় এসে একটা চেয়ার দেখিয়ে তাকে বসতে বলে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে নিজেও একটায় বসল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনিকা তার সঙ্গে এসে বসার সময় দেখল নাসির গাড়ি চালিয়ে গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর লক্ষ্য করল, এই ছেলেটা ভালোভাবে একবারও তার দিকে তাকাইনি। তার মনে হল, ছেলেটা বেশি লেখাপড়া জানে না। তবে গাড়ির ইঞ্জিনের খুব জ্ঞান রাখে। মনিরুলকে ভালো করে লক্ষ্য করল, বলিষ্ঠ চেহারা, সুঠাম দেহ। গোলগাল ফর্সা মুখে ও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দিয়েছে।

বসির দুটো ফান্টা নিয়ে ফিরে এলে মনিরুল একটা মনিকার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, নিন।

মনিকা বোতলটা নেয়ার সময় তার দিকে চেয়ে দেখল, তখনও সে তার মুখের দিকে না তাকিয়ে তার হাতের দিকে তাকিয়ে বোতলটা বাড়িয়েছে। গাড়ি সারাতে দেরি হতে এমনি রেগে ছিল, তার ওপর মনিরুল তার মুখের দিকে একবারও ভালোভাবে না তাকাতে ভীষণ অপমান বোধ করছিল। এখন আবার তার এইরূপ আচরণে আরো রেগে গিয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, কথাবার্তা শুনে তো মনে হচ্ছে ভদ্রঘরের ছেলে; কিন্তু ভদ্রতা শেখনি। কারো সঙ্গে কথা বলার সময় তার দিকে তাকিয়ে বলতে হয়, সে জ্ঞান বুঝি পাওনি? তা লেখাপড়া কত দূর করেছ?

মনিরুল কথাগুলো গায়ে মাখল না। মৃদু হেসে বলল, ওসব কথা বাদ দিন। এখন এটা খেয়ে ফেলুন তো। অভদ্র লোকদের সব কথা ভদ্রলোকদের জানতে নেই। তারপর রিস্টওয়াচ দেখে বসিরকে বলল, আরজু ভাইকে বল, আই. সি. আই. কোম্পানীর গাড়িটা রেডি করে রাখতে। কাল অফিস টাইমে তাদের লোক ডেলিভারি নিতে আসবে।

বসির খবরটা দিতে চলে গেল। এমন সময় নাসির গাড়ি ট্রায়েল দিয়ে ফিরে এসে অফিসের সামনে পার্ক করল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে মনিকাকে বলল, আমাদের অনভিজ্ঞতার জন্য আপনার অনেক সময় নষ্ট হল, সেজন্যে ক্ষমা চাইছি।

মনিকা কোল্ডড্রিংকের পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে সেটা চেয়ারের পাশে রেখে দাঁড়িয়ে মনিরুলের দিকে তাকিয়ে বলল, কত দিতে হবে?

কিছু দেয়া লাগবে না। গাড়ি তো খারাপ হয়নি। আর আমরাও কিছু কাজ করিনি। বরং আমার লোকের অপটুতার জন্য আপনি অনেক কষ্ট ভোগ করলেন। কিছু না পাওয়াটা ওদের শাস্তি। আর অভিজ্ঞতাটা মজুরি।

মনিরুলের কথা শুনে মনিকা কয়েক সেকেন্ড বুঝবার চেষ্টা করল। তারপর বলল, বা রে! তা কি করে হয়? আপনার লোকেরা তো অনেক্ষণ ধরে ইঞ্জিন পরীক্ষা করেছে।

মনিরুল বলল, তা হলে আপনার যা মন চায় ওনাকে দিয়ে যান। এমনিতে অনেক দেরি করে দিয়েছেন।

মনিকা ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা এক'শ টাকার নোট বের করে নাসিরের হাতে দিয়ে গাড়িতে উঠে মনিরুলের দিকে তাকিয়ে থ্যাংক ইউ বলে গাড়ি ছেড়ে দিল।

মনিকা ইউনিভার্সিটিতে এম. এ. পড়ছে। তার ভালো নাম ফাহমিদা সুলতানা। জন্ম ঢাকাতে। আসল দেশ খুলনা বাগেরহাটে। তার বাবার নাম জহির। জহিররা দু'ভাই। জহির ছোট। বড় ভাই আসিফ। তাদের কোন বোন নেই। জহির ছোট থাকতে তাদের মা-মারা যান। মা বাবা মারা যাওয়ার পর আসিফ দেশের জমি জায়গা বিক্রি করে ঢাকায় এসে মধুবাগে বাসা ভাড়া নিয়ে ইন্টেন্ডিং ব্যবসা শুরু করেন। তখন জহির এস. এস. সি. পরীক্ষা দিয়েছে। আসিফের কোনো ছেলে মেয়ে নেই। স্ত্রী রাহেলা দেওরকে ছেলের মতো মানুষ করেছেন। সেই জন্য জহির তাকে ভাবি বললেও মায়েরমতো জ্ঞান করে। কোনো দিন তার সঙ্গে ইয়ার্কি-ঠাট্টা করে না। আসিফ ব্যবসা করে প্রচুর টাকা রোজগার করেন। পরে আরো কয়েক রকমের ব্যবসা করে উন্নতির চরম শিখরে ওঠেন। জহির এম. কম. পাস করে ভাইয়ের ব্যবসায় নেমে পড়ে। কিছুদিন পরে মধুবাগেই দশকাটা জমি কিনে চারতলা বাড়ি করেছে। রাহেলা নিজের ছোট বোন সুফিয়ার সঙ্গে জহিরের বিয়ে দেন। সুফিয়া খুব গুণবতী ও ধর্মশীলা। সকলে তাকে খুব ভালবাসতেন। তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর প্রেম ছিল। আসিফ সুফিয়াকে ছোট ভাইয়ের বৌ হিসাবে পেয়ে খুব সন্তুষ্ট। প্রথমে সে বিয়েতে রাজি ছিলো না। স্ত্রীর জিদে হয়েছে। পরে সুফিয়ার আচার-ব্যবহারে খুব খুশী । বেশ সুখেই চলছিল তাদের সংসার। সুফিয়া বৌ হয়ে আসার পর তাদের ব্যবসা আরো ফুলে-ফেঁপে ওঠে। বছর তিনেক পর সুফিয়া এক কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার সময় পরপারে পাড়ি দেন। সেই মেয়ে মনিকা। মনিকাকে তার বড় খালা ওরফে চাচি রাহেলা মানুষ করেন। মনিকা চাচা-চাচিকে নিজের মা-বাবা বলেই জানে। আজ পর্যন্ত সে নিজের মা-বাবার কথা জানে না। স্ত্রীকে হারিয়ে জহির খুব মুষড়ে পড়েন। কোনো কাজকর্ম করতেনা। রুমের মধ্যে স্ত্রীর ফটোর সামনে বসে সব সময় কাঁদতেন। বিড়বিড় করে কথা বলতেন। বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পরও তার পরিবর্তন হল না দেখে বড় ভাই-ভাবি আবার তার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। অনেক বুঝিয়ে সুজিয়েও তাকে রাজি করাতে পারেন নি। শেষে গোপনে অনেক চেষ্টা চরিত্র করে সুফিয়ার মতো একটা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করেন। কিন্তু বিয়ের আগের দিন সে কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। মাস তিনেক পরে লন্ডন থেকে তার চিঠি আসে। সেখানে সে একটা চাকুরি করছেন। বছর দুই পর তার অফিস থেকে টেলেক্স আসে, তিনি স্টোক করে মারা গেছেন। আসিফ নিজে লন্ডনে গিয়ে ভাইয়ের লাশ নিয়ে এসে ঢাকায় দাফন করেন। মনিকাকে এ সমস্ত খবর আসিফ বা রাহেলা জানান নি।

আজ মনিকা ভার্সিটির ক্লাস শেষ করে দনিয়াতে তার এক বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে গিয়েছিল। ফেরার পথে বাংলাদেশ ব্যাংক পার হওয়ার পর হঠাৎ গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। কোনো

রকমে রাস্তার একপাশে পার্ক করে অনতিদূরে মনিরুলদের গ্যারেজে এসে ঘটনাটা বলে গাড়ি নিয়ে এসে সারাতে বলে। গ্যারেজের দু'তিনজন হেল্পার গিয়ে গাড়িটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসে।

মনিকা চলে যাওয়ার পর মনিরুল নাসিরকে বলল, আমি এখন বাসায় যাচ্ছি, সব দিক লক্ষ্য রাখবেন। ন'টার মধ্যে না ফিরলে গেট বন্ধ করে দেবেন। তারপর তাকে কাজে যেতে বলে অফিসের বাথরুমে ঢুকে মুখ-হাত ধুয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে গাড়ি নিয়ে বাসায় রওয়ানা দিল।

মনিরুলের বাড়িও খুলনা বাগেরহাটে। তার আব্বা কালাম সাহেব খুব ধনী লোক। জমি জায়গা প্রচুর। তার উপর ধান-চালের ও পাটের ব্যবসা আছে। খুলনা টাউনে স্ত্রীর নামে চারতলা বাড়ি করেছেন। বড় রাস্তা থেকে বাড়িটা দুশো গজ দূরে। সামনের অংশে একটা পেট্রোল পাম্প তার পাশে গাড়ি রিপিয়ারিংয়ের গ্যারেজও করেছেন। আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেক লোকজন নিয়ে তিনি ব্যবসা চালাচ্ছেন। ওনার দুই ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে বড়। নাম হালিমা। হালিমা আই. এ. পাশ করার পর যশোরের এক সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলের নাম আমজাদ। তাদের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো। আমজাদ এম. এ. পাস করে যশোর টাউনের এম. এম. সিটি কলেজে অধ্যাপনা করে। হালিমার পাঁচ বছরের ছোট মনিরুল, তার ছোট রশিদুলও মনিরুলের চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট। সে খুলনার আজম খান কমার্স কলেজ থেকে বি. কম. পরীক্ষা দিয়েছে। রশিদুল এ বছর ক্লাস টেনে পড়ছে।

মনিরুল ফাস্ট ডিভিশানে হাই মার্ক পেয়ে পাসের রেজাল্ট নিয়ে এসে তার আব্বাকে জানাল, সে ঢাকা ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে সি. এ. পড়বে।

কালাম সাহেব খুব বৈষয়িক লোক। তিনি ধর্মের অনেক কিছু মেনে চললেও আল্লাহ তাকে যে ধন-দৌলত দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট নন। আরো বড় হওয়ার চিন্তায় মশগুল থাকেন। তাই মনিরুল বি. কম. পাস করার পর তার বড় ঘরে বিয়ে দিয়ে প্রচুর টাকা পেতে চান। সেই জন্যে তিনি তার এক বিরাট বড়লোক বাল্যবন্ধুর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে মনিরুলের বিয়ে দেয়ার মনস্থ করলেন।

মনিরুল ছোটবেলা থেকে সব ভাই-বোনের চেয়ে একটু বেশি ধার্মিক। সে যখন ক্লাস নাইনে পড়ে তখন ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে তাদের গ্রামে বিরাট মিলাদ মাহফিল হয়। সেখানে একজন মৌলানা "ইকরা" শব্দের ব্যাখ্যা তিন ঘন্টা ধরে করেন। সেই থেকে তার মন ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তাই পাঠ্যপুস্তক পড়ার ফাঁকে ফাঁকে অবসর সময়ে ধর্মীয় বই জোগাড় করে পড়তে থাকে। সেই সঙ্গে জ্ঞানের অনুশীলন নিজেও যেমন করত তেমনি বাড়ির ও গ্রামের সবাইকে সেই পথে আনার জন্য চেষ্টা করে চলল। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করত। এস. এস. সি. পরীক্ষার পর গ্রামের সকলের সহযোগিতায় একটা ইসলামী পাঠাগার করেছে। সেখানে যে শুধু ইসলামী বই পুস্ত ক রাখল তা নয়, দেশী ও বিদেশী বিখ্যাত মনীষী ও লেখকদের জীবনী এবং তাদের লেখা ভালো ভালো গল্প ও উপন্যাস রেখেছে।

এখন কালাম সাহেব ছেলের ভার্সিটিতে পড়ার কথা শুনে বললেন, আর বেশি লেখাপড়া করে কি হবে। এবার ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দাও।

মনিরুল কিছুতেই রাজি হল না।

কালাম সাহেব ছেলের কথা শুনে তখন তাকে কিছু বললেন না। ভাবলেন, বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেলে আর অমত করবে না। নিজের অর্থলিপ্সা চরিতার্থ করার জন্য তিনি স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে বাল্যবন্ধু ঢাকার বিরাট ব্যবসায়ী আসিফ সাহেবের একমাত্র

মেয়ে মনিকার সঙ্গে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। আর ছেলেকে বোঝাবার জন্য স্ত্রীকে বললেন।

একদিন মনিরুলের মা সালেহা বেগম ছেলেকে স্বামীর ইচ্ছার কথা জানালেন।

মনিরুল আব্বার অর্থলিপ্সার কথা বুঝতে পেরে বলল, আব্বা কয়েক দিন আগে আমাকে ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশোনার কথা বলেছিল। এখন আবার তুমি বিয়ের কথা বলছ। তুমি আব্বাকে বলে দিও, সাংসারিক ব্যাপারে আমি এখন কিছুতেই মাথা গলাব না, আমি আরো পড়াশোনা করব।

সালেহা বেগম বললেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে না হয় মাথা না গলাবি। বিয়েতে অমত করছিস কেন? বিয়ের পরও তুই পড়াশোনা করতে পারবি।

মনিরুল বলল, তোমার কথা হয়তো ঠিক। কিন্তু কি জান আম্মা, বেশি ধনী ঘরের মেয়েরা খুব আলট্রা মডার্ন হয়। তারা ধর্মের আইন কানুন জানেও না, মানেও না। তার উপর সে ঢাকার মেয়ে। সেখানকার ছেলেমেয়েরা যে কত উচ্ছৃঙ্খল সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তা ছাড়া অত বড় লোকের মেয়েকে বিয়ে করে আমিও যেমন সুখী হব না, তেমনি সেও সুখী হতে পারবে না। তোমরা আমাকে ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে মানুষ করেছ। আর সে শহরের জলেজে পড়া মেয়ে। তাকে ধর্মীয় মতে চালাতে গেলে দাম্পত্য জীবনে ভীষণ কলহের সৃষ্টি হবে।

তুই অত চিন্তা করছিস কেন? প্রথম জীবনে মেয়েরা যাই থাকুক না কেন, বিয়ের পর স্বামীর কথামতো সব মেয়েরা চলে।

আম্মা, তোমার কথা তোমাদের ও তার আগের যুগে ঠিল ছিল। এখন সমঅধিকারের যুগ। মেয়েরা পুরুষের মতো সমান স্বাধীনতা ভোগ করতে চাচ্ছে। তারা এখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (দঃ)-এর বাণী মোটেই মানতে চায় না। সে জন্যে সমগ্র পৃথিবী আজ রসাতলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

নিজে ঠিক থাকলে সব ঠিক। মেয়েদের এই অধঃপতনের জন্য তোরা মানে পুরুষরাই দায়ী। বাপ, ভাই ও স্বামীরাই এই অধঃপতনে ইন্দন যোগাচ্ছে।

তোমার কথা অবশ্য ঠিক। তবে পিতামাতারা যদি নিজেরা ধর্মের আইন-কানুন জেনে এবং সেইমতো চলে ছেলেমেয়েদেরকে সেসব অনুশীলন করিয়ে মানুষ করত, তা হলে বড় হয়ে তারা উচ্ছৃঙ্খলার পথে পা বাড়াতে পারত না। আর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পাশে পাশে কুরআন-হাদিসের শিক্ষা পেত এবং সেইমত অনুশীলন করত, তা হলে মুসলমানদের এত অবনতি হত না।

তোর কথাও ঠিক। এখন ওসব কথা থাক। তোর কথা বল।

আমার কথা আর কি বলব, তোমরা যখন আমার কথা মানছ না তখন যা খুশী করো। আমারও মন যা চায় তাই করব।

তোর মন কি চায় শুনি?

সে কথা এখনও ভাবিনি। যদি দেখি তোমরা তোমাদের জিদ বজায় রেখেছ, তখন বেবেচিন্তে যা করার তাই করব।

সালেহা বেগম আতঙ্কিত হয়ে বললেন, ধার্মিক ছেলেরা কোনোদিন মা-বাপের কথার বিরুদ্ধে চলে না। তাদের মনে কষ্টও দেয় না।

তা আমিও জানি, কিন্তু মা-বাপেরও উচিত ছেলে উচ্চশিক্ষা নিতে চাইলে তাকে বাধা না দিয়ে আরো উৎসাহ দেয়া। আমি এখন বিয়ে করব না। পড়াশোনা করব। তা ছাড়া আমারও পছন্দ অপছন্দের কথা আছে। আল্লাহ পাকের রাসূল (দঃ) কি হাদিসে বলেন নি "তুমি যাকে

বিয়ে করবে তাকে আগে দেখে নাও? তার সবকিছু জেনে নাও। আমি সে মেয়েকে দেখিনি। তার সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তার চাল চলন ও মেজাজ কি রকম তাও জনি না। যার সঙ্গে সারা জীবন কাটাব সে কেমন জানব না, এটা কি করে হয়?

সে কাজটা তোর আব্বা করেছে। তাকে তুই বিশ্বাস করিস না?

আম্মা, তুমি আমাকে ভুল বুঝছো। আব্বাকে বিশ্বাস করব না কেন? কিন্তু আল্লাহর রাসূল (দঃ) পাত্র-পাত্রীকে দেখার কথা বলেছেন, তার গার্জেনদের নয়।

সালেহা বেগম মনিকার একটা ফটো তার হাতে দিয়ে বললেন, দেখতে তোকে কে নিষেধ করেছে? এটা এখন দেখ, পরে তাদের বাড়িতে গিয়ে দেখবি।

মনিরুল বিরক্তবোধ করলেও ফটোটা দেখে খুব অবাক হল। এত সুন্দরী মেয়ে সে এ আগে কখনো দেখেনি। পরক্ষণে সেটা মায়ের হাতে ফেরৎ দিয়ে বলল, আগে পড়াশোনা শেষ করি; তারপর তোমরা যা বলবে তাই করব।

তাহলে সত্যিই এখন বিয়ে করবি না?

না।

তোর আব্বাকে একথা জানাই?

হ্যাঁ, জানাও।

রাত্রে ঘুমাবার সময় সালেহা বেগম স্বামীকে বললেন, তুমি যে ছেলের বিয়ে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছ, এদিকে সে তো বিয়ে করবে না, পড়াশোনা করবে। সে কথা তোমাকে জানাতে বলেছে।

কালাম সাহেব বললেন, তাই নাকি? বাদ দাও ওর কথা। বিয়েটা আগে হয়ে যাক, তখন দেখবে ছেলে বৌকে পেয়ে আর পড়াশোনার কথা মুখে আনবে না।

সালেহা বেগম বললেন, কিন্তু তার কথায় যা বুঝলাম তুমি তার বিয়ে দিতে পারবে বলে মনে হয় না।

কালাম সাহেব বললেন, তুমি ওসব কথা চিন্তা করো না, যা করার আমি করব।

পরের দিন সকালে এক টেবিলে নাস্তা খাওয়ার পর মনিরুলকে উঠতে দেখে কালাম সাহেব বললেন, যেও না বস। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

মনিরুল বসে পড়ল। আব্বা কি বলবে বুঝতে পেরে কিছুটা নার্ভাস ফিল করতে লাগল।

তোমার আম্মা বলছিল, তুমি নাকি এখন বিয়ে করতে চাচ্ছ না? অথচ জানো, আমি বিয়ের ব্যবস্থা করছি। ভেবে দেখেছ, তুমি রাজি না হলে আমার মান ইজ্জত থাকবে?

মনিরুল কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে বসে রইল।

কি হল? কিছু বলছ না কেন?

ব্যবস্থা করার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেনি কেন?

কালাম সাহেব রাগের সঙ্গে বললেন, এটা কি উপযুক্ত ছেলের কথা হল?

আমি হয়তো তা হতে পারি নি।

কালাম সাহেব আরো রেগে গিয়ে বললেন, বাপের মুখের উপর কথা বলা কত বড় বেয়াদবি এবং বাপের কোনো কাজকে দোষের মনে করা কত বড় অন্যায় তা জানো?

জি, জানি। কিন্তু আপনি তো আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন। উত্তর না দিলেও তো বেয়াদবি হবে। আর আপনার কোনো দোষ তো আমি ধরিনি। আমার বিয়ে হবে, তা আমাকে না জানিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করছেন। অথচ আল্লাহ বিয়ের ব্যাপারে ছেলে-মেয়েকে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। তবু প্রতিবাদ করে বেয়াদবি ও

অন্যায় করেছি, সেজন্যে মাফ চাইছি। আর সেই সঙ্গে আমার ফাইন্যাল মতামত জানাচ্ছি, এখন আমি কিছুতেই বিয়ে করব না, পড়াশোনা করব।

কালাম সাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, আমি যদি না পড়াই?

মনিরুল বলল, বেয়াদবি মাফ করবেন, তবু আমি এখন বিয়ে করব না। যেমন করে হোক পড়াশোনা করবই।

কালাম সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে উচ্চস্বরে বললেন, তাই যদি চাও, তা হলে কাল সকালে যেন তোমর মুখ আর না দেখি। কথা শেষ করে তিনি উঠে চলে গেলেন।

আব্বার কথা শুনে মনিরুল কিছক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমারও কি এই একই কথা?

সালেহা বেগম ছলছল নয়নে বললেন, তোরা বাপ-ছেলেতে যদি এরকম গোঁ ধরিস, তা হলে আমি কি বলব? দুনিয়াতে মেয়েদের কাছে সব থেকে স্বামী বড়। স্বামীর বিরুদ্ধে কোনো কিছু করা বা বলা আল্লাহ ও রাসূল (দঃ)-এর নিষেধ। মা হয়ে তোকে বলছি, তোর আব্বার কথা মেনে নে বাবা।

মনিরুল আর কোনো কথা না বলে নিজের রুমে চলে গেল। তখন তার চোখ থেকে পানি পড়ছে। সারারাত সে ঘুমাতে পারল না। নফল নামায পড়ে, কুরআন শরীফ তেলওয়াত করতে লাগল। রাত তিনটেয় তাহাজ্জুদের নামায পড়ে আল্লাহ পাকের দরবারে গুনাহখাতা মাফ চেয়ে সাহায্য প্রার্থনা করল। তারপর জামা-কাপড় গুছিয়ে ব্রিফকেসে ভরে নিজের কাছে যে হাজার খানেক টাকা ছিল, তাই নিয়ে বেরোবার আগে একটা চিঠি লিখল।

আম্মা,

তোমার পবিত্র কদমে আমার সালাম নিও। উচ্চশিক্ষা নেয়ার জন্য বাড়ি থেকে চলে যেতে বাধ্য হলাম। দো'য়া করো আল্লাহ যেন আমার মনের বাসনা পূরণ করেন। মানুষ ভাগ্যের হাতে বন্দি। তাই নিজেকে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে এবং আল্লাহপাকের উপর ভরসা করে চলে যাচ্ছি। জানি এ পত্র পড়ে তুমি খুব দুঃখ পাবে আর আব্বা জেনে আরো রেগে যাবে। তবু সন্তান হয়ে ক্ষমা চাইছি। দোয়া করো, আল্লাহ যেন তোমাদেরকে সুখী করার তওফিক আমাকে দেন।

পিতা-মাতার দো'য়া না পেলে সন্তানদের মোকসুদ পূরণ হয় না, তারা শত অন্যায় করলেও পিতা-মাতারা ক্ষমা করে থাকে। তাই তোমাদের পবিত্র কদমে সালাম জানিয়ে ক্ষমা চাচ্ছি আর দো'য়া চাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি

তোমাদের অবাধ্য ছেলে

মনিরুল।

চিঠিটা বালিশের উপর রেখে ব্রিফকেস নিয়ে প্রথমে মসজিদে গেল। তখন মোয়াজ্জিন মসজিদের গেট খুলে অযু করছিল। জামাতে ফজরের নামায পড়ে বাসে করে ঢাকায় এসে নবাবপর রোডে হোটেল আমানে সিট নিল। হোটেলে যখন সে পৌছাল তখন আসরের আযান হচ্ছে। তাড়াতাড়ি করে গোসল সেরে নবাবপুর মসজিদে নামায পড়তে গেল। ফিরে এসে নাস্তা খেয়ে ভাবল, আগে একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে। তারপর ভার্সিটিতে ভর্তি হবে। পরেরদিন সকাল ন'টায় নাস্তা খেয়ে চাকরির খোঁজে মতিঝিল অফিসে অফিসে খোঁজ

নিতে লাগল। কিন্তু বিফল হয়ে বিকেলের দিকে হোটেলে ফিরে এল। এভাবে এক সপ্তাহ চেষ্টা করে কোনো রকমে একটা চাকরি জোগাড় করতে পারল না। এভাবে আরো চার-পাঁচ দিন ঘোরাঘুরি করেও কিছুই হল না। যা টাকা সঙ্গে করে এনেছিল, তা প্রায় শেষ। সে খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। যা আছে তাতে কষ্টেমষ্টে আর দু'দিন চলবে। এই দু'দিনের মধ্যেও কিছু করতে পারল না। প্রতি রাত্রে তাহাজ্জুদের নামায পড়ে আল্লাহপাকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। আজও তাই করে নামাযের মসাল্লায় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখল, সে একটা অংক অনেকক্ষণ ধরে করছে, কিন্তু উত্তর মিলাতে পারছে না। শেষে রেগে-মেগে বলে উঠল, শালা , আজকে যে কি হল, এত সোজা অংকটা হচ্ছে না। এমন সময় তার দাদাজী সেখানে এসে বললেন, কাকে শালা বলে গাল দিচ্ছিস? কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। উনি বছর চারেক হল মারা গেছেন।

মনিরুল বলল, কাকে আর গাল দেব, নিজেকে নিজে দিচ্ছি। দেখুন না, এত সহজ অংক, অথচ উত্তর মেলাতে পারছি না?

দাদাজী হেসে উঠে বললেন, মনে হচ্ছে নিজের ওপর খুব রেগে গেছিস। রেগে গেলে কি আর অংক ঠিক হয়? অংক করার সময় মাথা ঠাণ্ডা রেখে করতে হয়। আর একবার না পারলে ঠাণ্ডা মাথায় কয়েকবার চেষ্টা করতে হয়। কোনো কিছুতেই অধৈর্য হতে নেই। যারা ধৈর্য্য ধরে কাজ করতে পারে না, তারা জীবনে কোনো দনি উন্নতি করতে পারে না। সব কিছুর উন্নতির মূলে হল ধৈর্য। তুই কি ইতিহাসে মোবারের রানা প্রতাপ সিংহের কথা পড়িসনি? ও, তুইতো আবার কমার্সের ছাত্র, ইতিহাস পড়বি কেন। ঘটনাটা বলছি শোন- ভারতের মধ্যপ্রদেশে মেবার বলে একটা রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজা ছিলেন রানা প্রতাপ সিং। মোঘল সম্রাট আকবর যখন মেবার আক্রমণ করেন তখন প্রতাপ সিং যুদ্ধে হেরে গিয়ে পালিয়ে যান। পরে হৃতরাজ্য উদ্ধারের জন্য ষোলবার মোঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। প্রতিবারের মতো যখনস শেষবার হেরে গিয়ে এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেন তখন তার মনে হল আর বুঝি সে কোনো দিন রাজ্য উদ্ধার করতে পারবে না। এইসব চিন্তা করার সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন, একটা মাকড়সা গুহার পাথরের দেওয়াল বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রতিবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে পিছলে পড়ে যাচ্ছে। এভাবে বারবার চেষ্টা করে শেষে উপরে উঠতে সফল হল। রানা প্রতাপ সিং গুণে দেখলেন মাকড়সা ষোল্ বার বিফল হয়ে সতের বারের সময় সফল হল। তখন তারও মনে দৃঢ় ধারণা জন্মাল, আমিও তো ষোল বার বিফল হয়েছি; এবারে নিশ্চয় জয়ী হব। তারপর তিনি বেশ কিছুদিন আত্মগোপন করে সৈন্য সামন্ত জোগাড় করে বিপুল উদ্যমে মোঘলদের আক্রমণ করলেন। মোঘলরা পেরে উঠতে না পেরে তার রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে সন্ধি করে। এখন বুঝতে পারছ, কোনো কাজে উদ্যম হারাতে নেই। ছেলেবেলায় কবিতায় পড়নি-। "একবার না পারিলে দেখ শতবার।" আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নেক বাসনা পূরণ করে থাকেন। তাঁর ইচ্ছার উপর সব কিছু নির্ভর করে। তিনি বান্দাদেরকে তাঁর উপর নির্ভর করে কাজ করতে বলেছেন। ফলাফল তাঁর হাতে। যা কিছু চাইবার তাঁর কাছে ধৈর্য ধরে চাও। তাঁর উপর পূর্ণ একিন রেখে চেষ্টা করে যাও। নিশ্চয় তিনি বান্দাদের নিরাশ করেন না। এমন সময় ফজরের আজান শুনে মনিরুলের ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বাথরুম থেকে অযু করে এসে নামায পড়ল। তারপর কুরআন শরীফের কিছু অংশ মুখস্ত তেলাওয়াত করে ও দরুদ পড়ে মৃত মুরুব্বীদের নামে সওয়াব রেসানি করে তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করার সময় নিজের মনস্কামনা জানিয়ে আল্লাহপাকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল।

আজ তার পকেটে পয়সা নেই। দু'দিন হোটেলের সিট ভাড়া দেয়া হয়নি। গতকাল থেকে খাওয়া-দাওয়া হয়নি বললেই চলে। দুপুরে ও রাত্রে শুধু দুটো পাউরুটি খেয়ে আছে। বেলা ন'টার দিকে এক গ্লাস পানি খেয়ে হোটেল থেকে বেরোল। নবাবপুর রোডের দু'পাশে যতগুলো মেশিন টুলসের দোকান ছিল, সবগুলোতে চাকরির চেষ্টা করল। কিন্তু কেউ চাকরি দিল না। দু'একজন দোকানের মালিক অবশ্য বললেন, এভাবে আপনি চাকরি পাবেন না। আজকাল অপরিচিত লোককে চাকরি দেয়া খুব রিস্কি। যদি আপনি পরিচিত কাউকে আনতে পারেন এবং সে যদি আপনার সিকিউরিটি নেয়, তা হলে কিছু ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঢাকায় মনিরুলের পরিচিত কেউ নেই। তাই সে চিন্তা বাদ দিয়ে আনমনে হাঁটতে হাঁটতে বাংলাদেশ ব্যাংক পার হয়ে উত্তর দিকে যেতে লাগল। তখন বেলা প্রায় একটা। আজ দু'দিন তার ভাত খাওয়া হয়নি। দাদাজীর স্বপ্নের কথা ভাবতে ভাবতে মনের জোরে এতটা হাঁটাহাঁটি করে চাকরি খুঁজেছে। গ্রীষ্মের প্রখর রোদে ঘামে তার জামা-কাপড় ভিজে গেছে। এখন সে খুব পিপাসায় কাতর। পা আর উঠতে চায় না। ধীরে ধীরে হাঁটছে। ধনী ঘরের আদরের দুলাল। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে। জন্মাবধি কষ্ট কি জিনিষ জানে নি। সামনে বাসস্ট্যান্ডে যাত্রী ছাউনি দেখতে পেয়ে সেখানে কিছুক্ষন বসে বিশ্রাম নিতে লাগল। ছাউনিতে কনফেকসনারির দোকান। অনেকে কত কি কিনে খাচ্ছে। সেদিকে কয়েকবার চেয়ে ক্ষিধেটা আরো প্রচণ্ড অনুভব করল। সে আর বসে থাকতে পারল না। উঠে আবার উত্তর দিকেই হাঁটতে আরম্ভ করল। আর দিলে দিলে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে লাগল, "হে আল্লাহ তুমি তো সব কিছু করার মালিক, তোমার করুণা না পেলে কোনো জীব বাঁচতে পারে না। তোমার করুণা সমস্ত মখলুকাতে অহরহ বর্ষিত হচ্ছে। আমি তোমার সমস্ত মখলুকাতের মধ্যে একজন নাদান বান্দা। তুমি তোমার সেই অপার করুণা থেকে আমাকে কিঞ্চিত দান করে আমার কিছু একটা ব্যবস্থা করে দাও।'

কিছুটা চলার পর রাস্তার পূর্বদিকে একটা মোটর গ্যারেজে তিন-চার জন লোককে একটা প্রাইভেট কারের ইঞ্জিনে কাজ করতে দেখে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু পরে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এসে কাজটা তাড়াতাড়ি করার জন্য বকাবকি করতে লাগলেন। মনিরুল বুঝতে পারল, হয় ইনি মালিক, নচেৎ ম্যানেজার। গেটের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যখন দেখল, সেই ভদ্রলোক অনতিদূরে অফিস রুমের বারান্দায় বসে মেকানিক্সদের কাজ দেখছেন, তখন সে কাছে গিয়ে সালাম জানাল।

একটু আগে মেকানিক্সদেরকে রাগারাগি করে এসে ম্যানেজার করিম সাহেবের রাগ তখনও ড় নি। বিরক্তির সঙ্গে সালামের উত্তর দিয়ে মনিরুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, কাকে চান?

মনিরুল বলল, আপনি মালিক, না ম্যানেজার?

করিম সাহেব মনিরুলের কথা শুনে তার দিকে ভালো করে লক্ষ্য করলেন, সুন্দর স্বস্থ্য ও চেহারা দেখে ভদ্রঘরের ছেলে বলে মনে হল। বললেন, কেন বলুন তো? কিছু বলার থাকলে বলুন, আমি ম্যানেজার।

আমাকে একটা কাজ দিতে পারেন? যে কোন কাজ আমি করতে পারব।

করিম সাহেব আর একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মনিরুলের আপাদমস্তক তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, লেখাপড়া কতদূর করেছেন?

মনিরুল চিন্তা করল, বি. কম. পাস বললে এখানে চাকরি নাও হতে পারে। তাই বলল, বেশি না করলেও বাংলা-ইংরেজী পড়তে ও লিখতে পারি।

করিম সাহেব বললেন, গ্যারেজে এসেছেন, মেকানিক্সের কাজ জানেন?

মনিরুল নিজেদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে মেকানিক্সদের সাহায্য নিয়ে সারিয়েছে। এমন কি মাঝে মাঝে নিজেদের গ্যারেজে গিয়ে মেকানিক্সদের গাড়ি সারানো অনেক দেখেছে এবং অভিজ্ঞতার জন্য কখনও তাদের সঙ্গে কাজও করেছে। বলল, মোটামুটি জানি।

করিম সাহেব বললেন, তা হলে আসুন দেখি কতটুকু জানেন। তারপর তাকে সঙ্গে করে সেই গাড়িটার কাছে নিয়ে এসে বললেন, দেখুন তো এই গাড়িটার কি হয়েছে। এই অকর্মণ্য লোকদের দিয়ে কিচ্ছু হবে না। ব্যাটারা শুধু মাসে মাসে বেতন নেবে, আর বেতন বাড়াবার জন্য হাউকাউ করবে। এদিকে কাজের নামে অষ্টরম্ভা।

মনিরুল এমনি খুব ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত, তার উপর কাজের কথাশুনে তার বুক দুরু দুরু করতে লাগল। চিন্তা করল, আমার অল্প বিদ্যায় এইসব মেকানিক্সরা যা পারে নি, তা কি পারবে? আবার চিন্তা করল, যদি না পারি, তা হলে হয়তো এখানেও চাকরি হবে না। সে মনে মনে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল।

তাকে ভাবতে দেখে করিম সাহেব মনে করলেন, ছেলেটা চাকরি পাওয়ার জন্যে ঐ রকম বলেছে। বেশ রাগের সঙ্গে বললেন, কি হল? চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন? চাকরি বাগাবার জন্যে মিথ্যা বলার কি দরকার ছিল? জানেন না বুঝি সত্যের জয় চিরকাল? মনিরুল বলল, দেখুন আমি কখনও মিথ্যা কথা বলি না। আমার খুব পানির পিয়াস লেগেছে, এক গ্লাস পানি খাব।

করিম সাহেব হেলপার বসিরকে এক গ্লাস পানি এনে দিতে বললেন।

মনিরুল পানি খেয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে কাজে লেগে গেল। মেকানিক্সদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তার নাম নাসির। তাকে অনেক কিছু প্রশ্ন করে ইঞ্জিন পরীক্ষা করতে করতে দোষ ধরে ফেলল। তারপর নাসিরকে বলল, এই পার্টসটা দেখুন তো, মনে হচ্ছে গাড়িটা একবার এ্যাকসিডেন্ট করেছিল। সেই সময় এই পার্টসটা ভেঙ্গে যায়, যেখানে সারান হয়, তারা নতুন পার্টস না দিয়ে পুরনো দিয়ে ফিটিং করেছে। সেটা এখন কাজ করছে না। আমার মনে হয় এটা চেঞ্জ করে নতুন পার্টস ফিট করলে ঠিক হয়ে যাবে। আর কোনো দোষ বোধ হয় নেই। সেই জন্যে আপনারাও কিছু দোষ ধরতে পারছেন না।

মনিরুলের কথা শুনে নাসিরের মনে পড়ল, ছোকরাটা বোধ হয় ঠিক কথা বলেছে। সত্যি সত্যি গাড়িটা বেশ কিছুদিন আগে এ্যাকসিডেন্ট করে এখানে এসেছিল। সে সময় সে নিজে নতুন পার্টস ছিল না বলে পুরানো পার্টস লাগিয়ে ফিট করে দিয়েছিল। এখন সে কথা মনে পড়তে পার্টসটা চেঞ্জ করে নতুন একটা লাগিয়ে দিতে গাড়ি স্টার্ট নিল।

করিম সাহেব আশ্চর্য হয়ে মনিরুলের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মেকানিক্সদের বললেন, আপনারা এতদিন কাজ করছেন আর এই সামান্য ভুলটা ধরতে পারলেন না? যতসব অখাদ্য। তারপর মনিরুলকে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। তাকে সঙ্গে করে অফিসে এসে বললেন, আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বসিরকে ডেকে বিশ টাকা দিয়ে বললেন, তোমরা তো এখন খাবে, হোটেল থেকে ভাত এনে এনাকেও খাওয়াও। বসির টাকা নিয়ে চলে যাওয়ার পর মনিরুলকে বললেন, আপনাকে আমি কাজ দেব। কারণ আপনি কাজ জানেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, বাড়ি কোথায়? কথা শুনে মনে হচ্ছে ঢাকায় আপনার বাড়ি না। থাকেন কোথায়?

কাজ পাবে শুনে মনিরুলের চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে রুমালে চোখ মুছে বলল, দেখুন আমি আপনার ছেলের বয়সী। আমাকে তুমি করে বলুন। তারপর বলল, আমার বাড়ি খুলনায়। কিছুদিন আগে ঢাকায় এসে একটা হোটেলে উঠে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছি।

করিম সাহেব মনিরুলের অবস্থা দেখে তার প্রতি কি রকম একটা যেন মায়া অনুভব করলেন। বললেন, হোটেলে থাকাতো অনেক খরচের ব্যাপার। যা টাকা-পয়সা এনেছিলে সব খরচ হয়ে গেছে। নিশ্চয়? তা তোমার বাড়িতে কে কে আছে?

মনিরুল বলল, সবাই আছে। এর বেশি কিছু বলতে পারব না। সে জন্যে মাফ চাইছি।

করিম সাহেব অনুমান করলেন, ছেলেটা নিশ্চয় বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এসেছে। কয়েকদিন রেখেই দেখা যাক, পরে সবকিছু জানা যাবে। বললেন, ঠিক আছে, আর কিছু জানবার দরকার নেই।

এমন সময় বসির এসে মনিরুলকে বলল, আহেন খাইবার আহেন।

মনিরুল যাবে কিনা চিন্তা করে করিম সাহেবের দিকে তাকাল।

করিম সাহেব বুঝতে পেরে বললেন, যাও, ওদের সঙ্গে খেয়ে নাও। আমি এখন বাসায় যাচ্ছি, বিকেলে এসে কথা বলব।

এই ওয়ার্কশপের মালিকের নাম আজিম সাহেব। স্বামীবাগে ওনার চারতলা বাড়ি। করিম সাহেব বহুদিন থেকে এখানে ম্যানেজারি করছেন। এনারই চেষ্টায় ও অক্লান্ত পরিশ্রমে আজিম সাহেবের গাড়ি সারাবার সামান্য গ্যারেজ থেকে আজ এতবড় ওয়ার্কশপে পরিণত হয়েছে। আজিম সাহেব তাকে আপন ছোট ভাইয়ের মতো মনে করতেন। তার কাজকর্মে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে প্রথমে নিজের বাড়িতে রাখেন। পরে নিজের বাড়ির পাশে তিন কামরা পাকা বাড়ি করে দিয়েছিলেন এবং ব্যবসাতে চারআনা অংশীদারও করে দিয়েছেন। তিনি গত বছর স্ত্রীকে নিয়ে হজ্জে গিয়েছিলেন। মক্কা থেকে মদিনা যাওয়ার পথে লোডশেডিং হয়ে বহু হাজী মারা যান। তাদের মধ্যে ওনারাও ছিলেন। আজিম সাহেবেরও পুত্র সন্তান নেই। শুধু তিন মেয়ে। তাদের মধ্যে প্রথম দু'টোকে আল্লাহ কৈশোরে তুলে নেন। মাত্র ছোট জাহেদা বেঁচে আছে। সে থেকেও নেই। স্বামীর সঙ্গে আমেরিকায় থাকে। দু'এক বছর পরপর মেয়ে জামাই দু'একমাসের জন্য এসে বেড়িয়ে যায়। আজিম সাহেব মেয়ে জামাইকে অনেকবার বুঝিয়ে বলেছেন, তোমরা ছাড়া আমার আর কেউ নেই। কারা এসব ভোগ দখল করবে? তা ছাড়া এটা হল জন্ম ভূমি। সেখানে যতই সুখে থাক, তবু সেটা বিদেশ, জামাই আমার ব্যবসা দেখাশুনা করুক। মেয়ে রাজি হলেও জামাই হয়নি। শ্বশুরের কথা শুনে বলেছেন। জন্মভূমি হলে কি হবে, এখানে কোনো মানুষ কি বাস করতে পারে? অফিস আদালতে যেখানেই যাও সেখানেই ঘুষ ছাড়া কোনো কথা নেই। চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, ধর্ষণ তো প্রতি প্রতিদিন লেগেই আছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই দুর্নীতিপরায়ণ। এখানে জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। আমরা এখানে থাকতে পারব না। বরং আপনারা আমাদের সঙ্গে আমেরিকায় চলুন। দেখবেন, তারা বিধর্মী হলেও সেখানকার সমাজে এত দুর্নীতি নেই। জামাইয়ের কথা শুনে আজিম সাহেব আর কিছু বলতে পারেন নি। শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যু সংবাদ শুনে মেয়ে জামাই, ছেলেমেয়েসহ এসেছিল করিম সাহেব তাদের ব্যবসাপত্র বুঝে নিতে বলেছিলেন।

অবশেষে-২

জাহেদা ছোটবেলায় জানত, করিম সাহেব তার আপন চাচা। বড় হয়ে সব কিছু জানা পরও ওনাকে সেই রকম মনে করে। সে আরো জানত, এই করিম চাচার জন্যই তাদের এত উন্নতি। জামাইও প্রথমে ওনাকে আপন চাচাশশুর মনে করেছিল। পরে সেও সব কি জেনেছে এখন ওনার কথা শুনে বলল, আমরা আপনাকে আপন চাচা বলেই জানি। আপনি এতদিন যেমন সবকিছু চালিয়ে এসেছেন, সেই রকম চালান। আমরা তো আপনার মেয়ে-জামাই। আব্বা বেঁচে থাকতে যেমন যাওয়া-আসা করতাম, সেই রকম করব। বাড়ি ভাড়া ও ব্যবসার টাকা আপনার মেয়ের একাউন্টে জমা রাখবেন। সেই রকম ব্যবস্থা করে তারা আমেরিকা ফিরে যায়।

করিম সাহেবের দুই ছেলে দুই মেয়ে। ছেলে দুটো বড়। বড় ছেলের নাম সানোয়ার। সে ইন্টারে পড়ছে। ছোট দেলওয়ার। সে ক্লাস এইটে পড়ে। বড় মেয়ে হুসনেআরা ক্লাস ফাইভে আর ছোট জাহানারা ক্লাস টুয়ে।

দুপুরে বাসায় খেতে এসে করিম সাহেব স্ত্রীকে বললেন, আজ একটা ছেলে চাকরির জন্য এসেছিল। মেকানিক্সের কাজ খুব ভালো জানে। মনে হয় ভদ্রঘরের ছেলে। আচার-ব্যবহার, কথাবার্তাও খুব ভালো।

করিম সাহেবের স্ত্রী আনোয়ারা বেগম বললেন, কাজ জানা ভালো ছেলে বললে, তা হলে চাকরি দিলে না কেন?

আমি কি বললাম দিই নি, দিয়েছি। তবে কি জান, তার থাকার কোনো জায়গা নেই। ঢাকায় চাকরির জন্য এসে একটা হোটেলে আছে।

ছেলেটার সবকিছু যখন ভালো তখন আমাদের এখানে রাখতে পার। একটা ঘর তো খালি পড়ে রয়েছে।

তুমি ঠিক কথা বলেছ তবে আবার ভয় হয়, যদি কোনো দুরভিসন্ধি করে ভালো সেজে এস থাকে, তা হলে তো বিপদ।

তা হলে এক কাজ কর, কিছু টাকা অগ্রিম দেয়ে দেখ। তারপর যা ভালো বুঝবে করবে।

এ কথাটাও মন্দ নয়। দেখা যাক কি করা যায়।

বিকেলে অফিসে এসে করিম সাহেব নাসির ও মনিরুলকে ডেকে পাঠালেন। তারা আসার পর নাসিরকে বললেন, ছেলেটা কাজ যখন জানে তখন রেখে দিলাম। ওকে নিয়ে দেখিয়ে-শুনিয়ে সব কাজ ঠিক মতো করাবেন। তারপর নাসিরকে চলে যেতে বললেন। নাসির চলে যাওয়ার পর মনিরুলকে পাঁচশ টাকা দিয়ে বললেন, এটা দিয়ে আরো কিছুদিন হোটেলে থাক, পরে দেখব তোমার থাকার ব্যবস্থা কি করা যায়।

কৃতজ্ঞতায় মনিরুলের চোখ ঝাপসা হয়ে এল। টাকাটা নিয়ে করিম সাহেবকে কদমবুসি করে বলল, আপর ঋণ আমি কোনো দিন শোধ করতে পারব না। আপনাকে যদি চাচাজান বলে ডাকবার অনুমতি দেন, তা হলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব।

করিম সাহেব তাড়াতাড়ি পা দুটো সরিয়ে নিয়ে বললেন, আরে করো কি? ঠিক আছে ঠিক আছে, তাই বলে ডেক। এখন যাও, ওদের সঙ্গে মন দিয়ে কাজ কর।

মনিরুল চলে যাওয়ার পর করিম সাহেব বেশ কিছুক্ষণ তার কথা চিন্তা করলেন, তারপর ফাইল খুলে কাজে মন দিলেন।

এক সপ্তাহের মধ্যে মনিরুল সকলের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। ওয়ার্কশপের সবাই বুঝতে পারল সে ভদ্রঘরের শিক্ষিত ছেলে, কোনো কারণে এখানে চাকরি নিয়েছে। কিন্তু সে কথা কেউ তার কাছ থেকে স্বীকারোক্তি করাতে পারল না।

এই ক'দিনে করিম সাহেবও তার কাজ-কর্ম ও আচার-ব্যবহার দেখে যা জানার জেনে নিলেন। একদিন রাত্রে বাসায় ফেরার সময় মনিরুলকে গাড়ি চালাতে বলে সামনের সিটে উঠে বসলেন।

মনিরুল ভাবল, ম্যানেজার সাহেবের হয়তো শরীর খারাপ, তাই তাকে ড্রাইভ করতে বলছেন। কিন্তু রাস্তায় উঠে যখন করিম সাহেব বললেন, তোমার হোটেলে চল তখন তার ধারণা ভুল বলে বুঝতে পারল।

করিম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে গেছ?

জি, আজই পেয়েছি।

তোমার হোটেলে কেন যাচ্ছি তার কারণ কি তুমি বুঝতে পেরেছ?

না।

আমি বাসায় তোমার চাচি আম্মাকে বলেছি আজ থেকে তুমি আমাদের বাসায় থাকবে। হোটেলে কি আর বেশি দিন থাকা যায়!

মনিরুলের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। বলল, আপনি যা করছেন, এ যুগে অতি আপনজনও তা করে না।

বাসায় এসে করিম সাহেব স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে মনিরুল তার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে উঠে বলল, চাচি আম্মা, আমাকে নিজের ছেলের মতো মনে করবেন আর দো'য়া করবেন, আল্লাহ যেন আমাকে আপনাদের এই স্নেহের ঋণ পরিশোধ করার তওফিক দেন।

আনোয়ারা বেগম থাক বাবা থাক বলে দো'য়া করলেন, "আল্লাহপাক তোমার মনের বাসনা পূরণ করুক।

করিম সাহেব সব ছেলেমেদের ডেকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, একে তোমরা বড় ভাইয়ের মতো মেনে চলবে।

সেই থেকে মনিরুল সেখানে থাকতে থাকতে তাদের ছেলের মতো হয়ে গেল। আনোয়ারা বেগম স্নেহ দিয়ে তাকে নিজের ছেলে করে নিলেন। একদিন খাওয়ার সময় তিনি মনিরুলের পরিচয় জানতে চাইলেন।

মনিরুল বলল, এখন বলতে পারব না। বললে মিথ্যে বলতে হবে। আপনারা নিশ্চয় তা চাইবেন না। শুধু এতটুকু বলতে পারি, আমার আব্বা-আম্মা, ভাই, বোন সব আছে। বিশেষ কারণবশত তাদের কাছ থেকে আমাকে চলে আসতে হয়েছে। আল্লাহ যখন ইচ্ছা হবে তখন তাদের কাছে ফিরে যাব এবং আপনাদেরকেও জানাব। আপনাদের কথা রাখতে না পেরে বেয়াদবি করে ফেললাম, সে জন্যে মাফ চাইছি। নিজের বাবা-মাকে ছেড়ে এসে আল্লাহ আমাকে আপনাদের মতো চাচা-চাচি পাইয়ে ধন্য করেছেন। সে জন্যে তাঁর পাক দরবারে জানাই লাখ লাখ শুকরিয়া। আশা করি, ছেলে মনে করে আমার এই দৃষ্টতা ক্ষমার চোখে দেখবেন।

তার কথা শুনে করিম সাহেব বললেন, তা না হয় বুঝলাম; কিন্তু তোমার চলে আসার একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয় আছে।

জি আছে।

সেটা কি, বললে তোমাকে আমরা ক্ষমার চোখে দেখব।

মনিরুল সংক্ষেপে চলে আসার কারণ বলল।

করিম সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন, ছেলেটা শিক্ষিত; কিন্তু বি. কম. পাস এতটা বুঝতে পারেন নি। বেশ অবাক হয়ে বললেন, উচ্চশিক্ষা নেওয়ার জন্য ঘর ছেড়ে চলে এসেছ। কিন্তু ওয়ার্কশপে চাকরি করে তোমার উদ্দেশ্য কি সফল হবে? মনিরুল কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে

চুপ করে থেকে বলল, বাড়ি ছেড়ে এসে এই প্রথম বুঝতে পারি দুনিয়াটা কত কঠিন জায়গা। ভেবেছিলাম, একটা কিছু করতে করতে ভার্সিটিতে এ্যাডমিশন নেব। ক'দিন থেকে সেই ব্যাপারে আপনাদেরকে বলে থেমে গেল।

করিম সাহেব বললেন, থামলে কেন।

আপনাদেরকে জানাব বলে চিন্তা করেছি। যদি আপনারা আমাকে সেই সুযোগ দেন, তা হলে ভার্সিটিতে এ্যাডমিশন নিয়ে সি. এ. পড়ব।

করিম সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওর কথা শুনে তুমি কিছু বুঝতে পারলে?

আনোয়ারা বেগম মাথা নাড়লেন।

করিম সাহেব বললেন, বুঝলে না, মনিরুল আমাদেরকে শুধু মুখে মুখে চাচাজান চাচিআম্মা বলে, অন্তর থেকে বলে না। তা না হলে এতদিন মনের ইচ্ছাটা চেপে রেখেছে কেন? এই জন্যে কথায় বলে পরের ছেলেকে যতই আপন করার চেষ্টা কর না কেন, সে কোনো দিন আপন হয় না।

মনিরুল উঠে বসে তাদের দু'জনকে কদমবুসি করে ভিজে গলায় বলল, আমার অন্যায় হয়েছে, মাফ করে দিন। সত্যি আমি ভাবতেই পানি নি আপনারা আমাকে এত আপন করে নিয়েছেন।

আনোয়ারা বেগম বললেন, তোমাকে আমরা পরিষ্কার বলে দিচ্ছি এবার থেকে যদি আবার এরকম ভুল কর, তা হলে আর মাফ করব না।

করিম সাহেব বললেন, তোমাকে আর গ্যারেজে কাজ করতে হবে না। তুমি কালকেই ভার্সিটিতে এ্যাডমিশন নেয়ার ব্যবস্থা কর। আর তোমার ভাই-বোনদের পড়াশোনার দিকে একটু লক্ষ্য রেখ। এখন চিঠি লিখে তোমার বাবা-মাকে আমাদের সালাম দিয়ে বলো, এখানে তোমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। ওনারা তোমার জন্য কত চিন্তায় আছে জানো?

আসবার সময় আম্মাকে একটা চিঠি দিয়ে এসেছি আর এখানে চাকরি পাওয়ার পরও চিঠি দিয়েছি। আপনাদের কথামতো আমি এ্যাডমিশন নেব এবং ওদের দিকেও লক্ষ্য রাখব; কিন্তু গ্যারেজে যেতে যে নিষেধ করলেন তা কি করে হয়? প্রতিদিন ভার্সিটিতে মাত্র দু'তিনটে ক্লাস হবে, তা ছাড়া আপনাকে দুটো অফিসে কাজ করতে হচ্ছে। আপনাকে সাহায্য করা আমার একান্ত কর্তব্য।

ওসব করতে গেলে তোমার পড়াশোনার ক্ষতি হবে।

সে আমি বুঝব। আপনাদের দো'য়া থাকলে ইনশাআল্লাহ আমি সব কিছু করতে পারব।

ওনাদের শত নিষেধ সত্ত্বেও মনিরুল গ্যারেজের, ওয়ার্কসপের ও অফিসের কাজ করতে করতে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে লাগল। এ্যাডমিশন নেয়ার পর সে মাকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে বলল, আমি মাঝে মাঝে তোমাকে আমার খবর জানাব, তুমিও, গোপনে চিঠি দিয়ে বাড়ির সবার খবর জানাবে। আব্বাকে আমার কথা ঘুর্ণাক্ষরেও জানাবে না। যদি জানাও তা হলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাব।

সালেহা বেগম স্বামীর অর্থলিপ্সার কথা জানেন। তিনি এসব পছন্দ করেন না। ছেলে আগে লেখাপড়া করে উচ্চশিক্ষা নিক, এটাই তিনি চান। কিন্তু তিনি ধর্মশীলা পতিভক্ত মহিলা। স্বামীর মতের বাইরে চলা আল্লাহর নিষেধ। ছেলের হয়ে কথা বললে, স্বামী অসন্তুষ্ট হবে ভেবে কিছু বলেন নি। মনিরুল চলে আসার পর গোপনে গোপনে কাঁদতেন। ছেলের প্রতি স্বামীর কটূক্তি শুনে কিছু বলেন নি। সবর করে থেকে ছেলের লেখাপড়ার ও সহিসালামতের জন্য প্রত্যেক নামাযের পর দো'য়া করতেন। কথায় আছে, সবুরে মেওয়া

ফলে আর সন্তানের প্রতি মায়ের দো'য়া বিফলে যায় না। হলও তাই। মাস খানেকের মধ্যে মনিরুলের চিঠি পেয়ে চাকরির ও ভার্সিটিতে এ্যাডমিশনের খবর জেনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তিনিও মাঝে মাঝে ছেলের পত্রের উত্তর দেন। এভাবে এক বছর পার হয়ে যেতে চিঠিতে একবার গোপনে দেখা দিয়ে যেতে বললেন।

মনিরুল উত্তরে জানাল, তা সম্ভব নয়। তোমার কথা রাখতে পারলাম না বলে মাফ চাইছি। তুমি দো'য়া কর, আমি যেন একেবারে পড়াশোনা শেষ করে তোমাদের পাক কদমে সালাম করতে পারি। এভাবে আড়াই বছর পার হবার পর মনিরুলের ফাইন্যাল পরীক্ষা এগিয়ে এল।

ভার্সিটি থেকে রুটিন আনার জন্য আজ মনিরুল ওয়ার্কশপ থেকে গাড়ি করে বাসায় ফিরল। সে অফিসের গাড়ি সব সময় ব্যবহার করে। করিম সাহেব, আনোয়ারা বেগম বাসায় নেই। দিন পরের হল দেশের বাড়িতে গেছেন। বাসায় দু'জন বয়স্ক কাজের লোক ও দু'জন কাজের মেয়ে আছে। মেয়ে দু'জন তাদেরই স্ত্রী তাদের থাকার জন্য করিম সাহেব আঙ্গিনার একপাশে সেমিপাকা ঘর করে দিয়েছেন। তাদের ছেলে মেয়েরা দেশের বাড়িতে থাকে। মেয়ে দুটোর একজন রান্নার কাজ করে। অপর জন সবাইয়ের খাওয়া-দাওয়া করায়। মনিরুল মেয়ে দু'জনকে ছোট খালা ও বড় খালা বলে। বাসায় ফিরে যে খাওয়া-দাওয়া করায় তাকে বলল, বড় খালা, আমার নাস্তা রেডি কর আমি আসছি বলে সে নিজের রমে চলে গেল।

বড় খালা জানে মনিরুল যেদিন বিকেলে বাসায় ফিরবে সেদিন নিশ্চয় কোথায়ও যাবে বলল, আপনে গোসল কইরা আহেন, আমি নাস্তা রেডী করতাছি।

ঐ দিন ভার্সিটিতে এসে শুনল, টি. এস. সি. ভবনে ছাত্র-শিক্ষকদের সম্মেলন চলছে। কয়েকদিন কাজের চাপে সে ভার্সিটিতে আসতে পারে নি। তাই এই খবর জানত না। রুটিন নিয়ে ফেরার পথে ভাবল, সম্মেলনে গিয়ে কাজ নেই। শুধু সময়ের অপচয়। তারচেয়ে বাসায় গিয়ে পড়াশোনা করলে কাজ হবে। টি. এস. সি'র, মোড়ে এসে মত পাল্টাল। চিন্তা করল, এখান দিয়ে যাচ্ছি যখন তখন সম্মেলনে কি বক্তৃতা হচ্ছে কিছুক্ষণ শুনেই যাই। গাড়ি পার্ক করে যখন হলে ঢুকল তখন বর্তমান সমাজের অবক্ষয়ের উপর একজন লেকচার দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, 'সমাজের অবক্ষয়ের জন্যে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। তাদের মধ্যে প্রধান কারণ হল, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। সর্বস্তরের মানুষ যদি শিক্ষা পেত, তা হলে সমাজের এত অবক্ষয় হত না।' এইটুকু শোনার পর মনিরুলের আর থাকতে ইচ্ছে করল না। কারণ তার মনে হল, যিনি লেকচার দিচ্ছেন এবং যারা শুনছেন, তারা শিক্ষা বলতে শুধু আধুনিক শিক্ষাকে বুঝেছেন। ধর্মীয় শিক্ষা ও তার অনুশীলন না হলে যে আসল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রয়ে যাচ্ছে এবং সেই কারণেই যে সমাজে এত অবক্ষয়, সেদিকটা কেউ চিন্তা করে দেখছে না। হল থেকে বেরিয়ে সে নিজের গাড়ির দিকে যাওয়ার সময় একটা ছেলে ও মেয়েকে তার সোজাসুজি এগিয়ে আসতে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। মেয়েটার কথা তার কানে পড়ল, আরে এ যে দেখছি সেই গ্যারেজের ছেলেটা সঙ্গের ছেলেটিকে বলল, তুমি এখানে একটু দাঁড়াও, আমি ওর সঙ্গে দু'একটা কথা বলে আসি। তারপর দ্রুত এগিয়ে এসে মনিরুলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তোমাকে , মানে আপনাকে আজ দুপুরে গ্যারেজে দেখলাম না?

মনিরুল এক পলক তার দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে চিনতে পারল। বলল, আপনি ভুল করছেন। তারপর সে পাশ কাটিয়ে গাড়ির দিকে এগোল।

মনিকা ইডিয়েট বলে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

মনিরুল কথাটা শুনতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে ধন্যবাদ বলে চলে গেল।

মনিকা রেগে গিয়ে তাকে ইডিয়েট বলেছিল, প্রতিউত্তরে ধন্যবাদ জানাতে নিজেকে খুব অপমানিত বোধ করে আরো রেগে গেল। সে কটমট করে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

মনিকা রাজু নামে এক ফ্রেণ্ডের সঙ্গে অনেক আগে সম্মেলনে এসেছে। গলা ভেজাবার জন্য দুজনে হলের বাইরে চৌমাথার দোকানে এসে আবার হলে ঢুকবার সময় মনিরুলকে দেখতে পায়।

তাকে ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাজু এগিয়ে এসে বলল, ছেলেটাকে আমি চিনি, তুমি চেন নাকি?

না তেমন চিনি না, তবেবলে জিজ্ঞেস করল, তুমি ওকে কেমন চেন?

আমিও তেমন চিনি না। একদিন ভার্সিটির ছুটির পর গাড়িটা নিয়ে বেরোব কিন্তু কিছুতেই স্টার্ট নিল না। অনেক চেষ্টা করেও যখন সফল হলাম না তখন রেগেমেগে গাড়ি থেকে নেমে কি করা যায় ভাবছি। এমন সময় মনিরুল তার গাড়ি নিতে এল। আমার অবস্থা দেখে বলল, কি ভাই, অমন মুখ গুমরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন?

বললাম, শালা গাড়িটা মোটেই স্টার্ট নিচ্ছে না। অথচ অনেকদিন থেকে কোনো ট্রাবল ছিল না।

বলল, মেশিন পার্টসের ব্যাপার, কখন কি হয় বলা যায় না। যদি বলেন আমি একটু দেখতে পারি।

বললাম তা হলে তো ভালোই হয়। খুব অল্প সময় ইঞ্জিনের এখানে সেখানে একটু হাত লাগাতেই গাড়ি স্টার্ট নিল। তার কার্যকলাপ দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কারণ সে ইঞ্জিনের যেখানে যেখানে হাত দিয়েছিল, সেখানে সেখানে আমি চেক করেছি। তাকে কিছু করতে দেখলাম না। বললাম, আপনি কি যাদু জানেন নাকি? গাড়িতে হাত দিতে না দিতেই ভালো হয়ে গেল। অথচ আমি অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করে দেখলাম

মনিরুল হাসিমুখে বলল, যাদু টাদু সত্যি আছে কিনা জানি না, তবে সকলের দেখা সমান নয়। যাকগে ওসব কথা বাদ দিন। এবার রওয়ানা হওয়া যাক বলে তার গাড়িতে উঠে বসল।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কিসে পড়ছেন? সে কথা শুনে আর কাজ নেই বলে চলে গেল। প্রথম দিকে ছেলেটাকে বেশ ভালো মনে হলেও শেষের ব্যবহারে সে যে অহঙ্কারী তা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

তুমি ওর নাম জানলে কি করে?

আর একদিন ভার্সিটিতে দেখা হয়েছিল। তখন জেনে নিই। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলতে গেলে কেন।

আজ তিনটের দিকে চম্পাদের বাসা থেকে ফেরার পথে গাড়ি খারাপ হয়ে যায়। যে গ্যারেজে গাড়িটা সারাই সেখানে এই ছেলেটাই গাড়ি সারিয়ে দেয়। তোমার কথাই ঠিক। ছেলেটা গাড়ির ওস্তাদ। তিন-চারজন মেকানিক্স ঘণ্টা দুয়েক ধরে কিছুই দোষ ধরতে পারে নি। তাদের একজন ঐ ছেলেটাকে ডেকে নিয়ে এল। আশ্চর্য হয়ে গেলাম, ছেলেটা এসেই মাত্র এক মিনিট ইঞ্জিনের দিকে চেয়ে দোষ ধরে ফেলে ঠিক করে দিল। তবে সে যে খুব অহঙ্কারী সে কথাও ঠিক। প্রথম দিকে সে আমার সঙ্গে খুব বিনয়ী ব্যবহার করলেও শেষের দিকে খুব খারাপ ব্যবহার করেছে। আর এখনও তাই করে গেল। তারপর ঘটনাটা বলল।

রাজু বলল, বাদ দাও তো ওর কথা। গ্যারেজের মেকানিক্স তার আবার অহঙ্কার! চল হলের ভিতরে যাই।

সেদিন রাত্রে ঘুমোবার সময় মনিকার বারবার আজকের মনিরুলের সঙ্গের ঘটনাগুলো মনে পড়তে লাগল। ছেলেটাকে দেখে এবং তার কথাবার্তা শুনে ভদ্রঘরের বলে মনে হয়। সে যে শিক্ষিত তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সে আমার দিকে ভালো করে চাইল না কেন?

মেয়েরা চায়, ছেলেরা যেন তাদেরকে দেখে। আর ছেলেরাও চায় মেয়েরা যেন তাদেরকে দেখে। কিন্তু মেয়েরা একটু বেশি সেনসিটিভ। বিশেষ করে তারা যদি আবার মডার্ন হয়। তাই মনিরুল যখন মনিকার দিকে তাকিয়ে কথা বলে নি তখন অপমান বোধ করেছে। এখন চিন্তা করল, এর মধ্যে কি কোনো রহস্য আছে, না সত্যি সত্যি ছেলেটা অহঙ্কারী? রাজুর কথাতে বুঝা যাচ্ছে ভার্সিটিতে পড়ে। কিন্তু ভার্সিটিতে যে পড়ে সে তো এরকম হতে পারে না। টি. এস. সি. তে অচেনার ভান করল কেন? এই সব চিন্তা করতে করতে হঠাৎ তার আড়াই বছর আগের কথা মনে পড়ল। একদিন সে ভার্সিটি থেকে ফিরে একজন অচেনা লোককে বাবার সঙ্গে পাশাপাশি বসে কথা বলতে দেখল।

মেয়েকে দেখে আসিফ সাহেব কাছে ডেকে লোকটিকে কদমবুসি করতে বলে বললেন, তুই তো জানিস না আমাদের আসল বাড়ি ছিল খুলনা বাগেরহাটে। তোর দাদা দাদি মারা যাওয়ার পর আমরা সেখানকার সব জমি-জায়গা বেঁচে ঢাকায় চলে আসি। ইনি আমার বাল্যবন্ধু। আমরা একসঙ্গে স্কুলে ও কলেজে পড়েছি। তারপর বন্ধুকে বললেন, এই আমাদের একমাত্র মেয়ে মনিকা।

মনিকা কদম বুসি করলে কালাম সাহেব তার মাথায় হাত ঠেকিয়ে চুমো খেয়ে বললেন, বেঁচে থাক মা বেঁচে থাক, আল্লাহ তোমাকে সুখী করুক।

কালাম সাহেব সেদিন থেকে পরের দিন চলে যান। তিনি চলে যাওয়ার পর আসিফ সাহেব একটা ফটো মেয়ের হাতে দিয়ে বললেনআমার বন্ধুর ছেলে। বন্ধু তোকে বৌ করতে চায়। আমরা বলেছি, তোর মতামত নিয়ে জানাব। ওরাও খুব বড়লোক। জমি-জায়গা , বাড়ি-গাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য আছে। ছেলেটা এ বছর বি. কম. পাস করেছে। আমরা একই গ্রামের ছেলে। বংশও খুব ভালো। ওদের সব কিছু জানি তবে সব কিছুর উপর তোর মতামতকে আমরা প্রধান্য দেব।

মনিকা ফটোর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, তোমরা এক্ষুনি আমার বিয়ের কথা চিন্তা করছ কেন? আমি তো আরো পড়াশোনা করব।

আসিফ সাহেব বললেন, আমরা তো বিয়ে কথা চিন্তা করি নি। বন্ধু বন্ধুত্বের দাবীতে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। তা ছাড়া পড়াশোনার কথা যে বলছিস, সেটা বিয়ের পরও করতে পারবি। অনেকে তাই করছে। এমনকি দু-এক সন্তানের মা বাবা হয়েও উচ্চ ডিগ্রি নিচ্ছে। ছেলেটাও নাকি আরো পড়াশোনা করতে চায়। দু'জনে একসঙ্গে করতে পারবি।

মনিকা বলল, ছেলে পড়তে চায় অথচ তার বাবা বিয়ে দিতে চাচ্ছেন কেন?

সে কথা আমরাও জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, আজকাল কলেজে ভার্সিটিতে ছেলে-মেয়েরা হরদম লাভ ম্যারেজ করছে। সেটা ও পছন্দ করে না। যদি তার ছেলে একটা যা তা মেয়েকে লাভ ম্যারেজ করে ফেলে। সেই ভয়ে ছেলের বিয়ে দিতে চাচ্ছে। তুই আমাদের একমাত্র মেয়ে। তোকে অজানা কোন জায়গায় বিয়ে দেব না। জানা-শোনার মধ্যে ভালো ছেলে ভালো ঘর পেলে সব মা বাবা সেখানে মেয়ের বিয়ে দিতে চায়। আমার কথায় মনে কষ্ট নিস নি। তোকে তো বললাম, সব থেকে তোর মতামতকে প্রাধান্য দেব। তাড়াতাড়ি করার কিছু নেই। ভেবে-চিন্তে জানাবি। মনিকা মতামত জানাবার আগেই আসিফ সাহেব মেয়েকে একদিন বললেন, আমার বন্ধু ফোন করে জানিয়েছে, বিয়ের কথা শুনে তার ছেলে না বলে বাড়ি থেকে কোথায় যেন চলে গেছে।

আজ শুয়ে শুয়ে মনিকা সেই সব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ফটোর কথা তার মনের পর্দায় ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, গ্যারেজের ছেরেটার সঙ্গে সেই ফটোর ছেলেটার যেন মিল রয়েছে। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে আলমারি থেকে ফটো এ্যালবাম বের করে দেখে চমকে উঠল। যদিও ফটোটা আড়াই বছর আগের, তবুও বেশ মিল রয়েছে। ফটোটা এ্যালবাম থেকে নিয়ে এ্যালবামটা আলমারিতে রেখে শুয়ে পড়ে ফটোটার দিকে চেয়ে

ভাবতে লাগল; এ যদি সেই ছেলে হয়, তা হলে গ্যারেজে কাজ করবে কেন? এত বড়লোকের ছেলে মটর মেকানিক্সের কাজ করবে? আবার ভাবল, অনেক সময় একই চেহারার দু'জন লোক দেখতে পাওয়া যায়। এটাও হয়তো সেই রকম। যাই হোক, গোপনে সে অনুসন্ধান করবে। তখন মনিকার অমত থাকলেও ফটোর ছেলেটাকে খুব পছন্দ হয়েছিল। ছেলেটা দেখতে তার মনের মতো। তাই সে ফটোটা এ্যালবামে রেখে দিয়েছিল। এখন সে সেটা বালিরেশর তলায় রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

গ্যারেজে গিয়ে ছেলেটার সঙ্গে দেখা করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে বেশ কিছুদিন কেটে গেল। একদিন ভার্সিটিতে মাত্র দুটো ক্লাস ছিল। ক্লাসের পরে গাড়ি নিয়ে গ্যারেজে রওয়ানা দিল।

বসির ফ্লাক্স নিয়ে চা আনতে যাচ্ছিল। গেটের বাইরে এসে সেদিনের সেই মেম সাহেবকে গাড়ি নিয়ে ঢুকতে দেখে একপাশে সরে দাঁড়াল।

মনিকা গাড়ি থামিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করল , তোমাদের হেড মেকানিক্স আছেন?

বসির বলল, আপনি কার কথা জিগাইতাছেন? হেডমেকানিক্স তো নাসির ভাই। উনি আছেন যান, ভিতরে যান। আমি চা আনবার যাইতাছি।

আমি তোমাদের নাসির ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করছি না। সেদিন যিনি দোষ ধরে গাড়ি সারিয়ে দিলেন, উনি আছেন?

ও স্যারের কথা জিগাইতাছেন? উনি অহন ওয়ার্কশপে একটা গাড়ি নিয়া ব্যস্ত আছেন। জানেন, ম্যানেজার সাহেব অফিসে আইসা স্যারকে কালি-ঝুলি মাখা দেইখ্যা রাগারাগি করছেন। স্যার একটুও মাতেন নি।

কেন কেন, রাগারাগি করলেন কেন?

ম্যানেজার সাহেব স্যারকে ঐসব কাজ করাতে নিষেদ করেন তিনি ঐসব কাম করার লইগ্রা একজন ভালো মেকানিক্স রাখবার বলেন।

কেন বলতে পার?

স্যারকে ম্যানেজার সাহেব ছেলের লাহান দেহেন। স্যার তো ভার্সিটিতে পড়েন। পড়াশোনার ক্ষতি হইবো বইলা নিষেধ করেন। গাড়ির কি কিছু কাজ করা লাগবো? তা হলে ভিতরে যান। আমি অহন যাই। অনেক দেরি হয়ে গেল। নাসির ভাই ছিল্লাচিল্লি করবেন বলে বসির চলে গেল।

মনিকা ভাবল, ছেলেটা ভার্সিটিতে পড়ে সিওর হওয়া গেল। কিন্তু ফটোর সেই ছেলেটা কিনা ভালো অবস্থায় সামনা-সামনি না দেখলে চিনবো কি করে? এখন তো কালি-ঝুলি মেখে কাজ করছে। আর একদিন আসা যাবে ভেবে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করল।

বসির চা নিয়ে ফিরে এসে তাকে সেখানে দেখে বলল, ভিতরে যান নাই?

মনিকা বলল, আজ নয় আর একদিন আসব। তোমাদের ম্যানেজার সাহেব কখন অফিসে থাকেন?

উনি তো এখানে থাকেন না। দিলকুশার অফিসে থাহেন। আইজ কি কামে আইছেন বলার পারুম না।

তোমাদের স্যার দুপুরে কোথায় খাওয়া-দাওয়া করেন?

এহানে বাসা থ্যাইকা খানা আহে।

আচ্ছা ঠিক আছে , তুমি এখন যাও। তোমার অনেক দেরি করে দিলাম। বসির চলে যাওয়ার পর মনিকা বাসায় ফিরে গেল।

মনিকার প্রথম ক্লাস সকাল ন'টায়। ভার্সিটি যাওয়ার জন্য সে সাড়ে আটটায় বাবার গাড়িতে উঠল। নিজের গাড়ি সে নিজে ড্রাইভ করে। আজ বাবার গাড়ি তাকে পৌছে দিয়ে আসবে। কারণ তার গাড়িটা পুরানো হয়ে গেছে বলে আসিফ সাহেব সেটা বিক্রী করে নতুন একটা কিনবেন। গাড়ি বিক্রী হবে বলে তিনি কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন। ফোনে পার্টি আসিফ সাহেবের সঙ্গে কন্টাক্ট করেছে। পার্টির লোক আজ সকাল ন'টায় আসবে। তাই তিনি মেয়েকে তার গাড়ি নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। তাদের গাড়ি যখন গেট থেকে বেরোচ্ছে সেই সময় অন্য একটা গাড়িকে ঢুকতে দেখে সেদিকে চেয়ে মনিকা দেখতে পেল, ওয়ার্কশপের সেই মনিরুল গাড়ির পিছনে সিটে বসে আছে, আর নাসির গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়িটা ভিতরে ঢুকে যাবার পর মনিকা ড্রাইভারকে বলল, আজ আর ভার্সিটি যাব না, গাড়ি ব্যাক করুন।

ড্রাইভার মালিক কন্যার মেজাজ জানে। এ রকম আগেও অনেকবার হয়েছে সে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে এল।

মনিকা গাড়ি থেকে নেমে নিজের রুমে চলে গেল। বই-খাতা রেখে সেই ফটোটা নিয়ে ফিরে এসে ড্রইরুমের দরজার পর্দা একটু ফাঁক করে দেখল, মনিরুল বাবার সঙ্গে কথা বলছে। আর নাসির তার পাশে বসে আছে। মনিরুলের মুখ তার দিকে রয়েছে। সে তাকে স্পষ্ট দেখতে পেল। খুব দামি কাপড়ের পোশাক পরনে। দারুণ হ্যাণ্ডসাম চেহারা, উজ্জ্বল ফর্সা গোলগাল মুখ, দোহারা গড়ন। সব সময় মুখে হাসি লেগে রয়েছে। মনিকার মনে হল, এত সুন্দর ছেলে সে এর আগে দেখেনি। তার মনের মুকুলে কি রকম যেন শিহরণ অনুভূত হতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ তাকে তৃপ্তিসহকারে দেখল। তারপর ফটোটার দিকে ও মনিরুলের দিকে কয়েকবার তাকিয়ে এইট্টি পার্সেট নিশ্চিত হল, এই সেই ছেলে, যার সঙ্গে তার বিয়ের কথা হয়েছিল।

দরদাম ঠিক হয়ে যাওয়ার পর মনিরুল নাসিরকে বলল, আপনি গাড়িটা দেখে আসুন। আমি ততক্ষণে নতুন গাড়ির ব্যাপারে কথাটা সেরে নিই। নাসির বেরিয়ে যাওয়ার পর আসিফ সাহেবকে বলল, আমরা গাড়ি ইম্পোর্টও করি। আমাদের কাছ থেকে নিলে দাম অনেক কম পড়বে। আপনি অন্যান্য ইম্পোটারের সঙ্গে কথা বলে দেখুন। তাদের চেয়ে আমাদের কাছে সুবিধে মনে করলে নেবেন।

আসিফ সাহেব বললেন, ঠিক আছে, পরে এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আলাপ করব।

ধন্যবাদ বলে মনিরুল বুক পকেট থেকে পার্স বের করে একটা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে ওনার হাতে দিয়ে বলল, অনুগ্রহ করে গাড়ি কেনার সময় আমাদেরকে স্মরণ করবেন। দিলকুশায় আমাদের শোরুম আছে। অফিসে একদিন আসুন না, শো-রুমে নিয়ে যাব, গাড়ির মডেল দেখবেন। তারপর নাসিরকে ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করল, কি খবর?

নাসির বলল, ওকে স্যার।

মনিরুল চেকে পেমেন্ট দিয়ে গাড়ির কগজপত্র নিয়ে বলল, এখন আসি, আমাদের কথা মনে রাখবেন। তারপর সালাম জানিয়ে দু'জন দুটো গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

ফেরার পথে মনিরুর চিন্তা করল, এই আসিফ সাহেব তার আব্বার বন্ধু নয় তো? আবার চিন্তা করল, হলেই বা কি আর না হলেলেই বা কি? তবে যদি সত্য হয় তা হলে সাবধানে থাকতে হবে। ঘুণাক্ষরেও যেন উনি আমাকে চিনতে না পারেন।

মনিরুল এখানে কাজে জয়েন করার বছর খানেক পর থেকে ওয়ার্কশপের আরো উন্নতি হয়েছে। কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ায় মনিরুল করিম সাহেবের পরামর্শ নিয়ে অফিসে একজনকে ত্র্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে।

রাজুর সঙ্গে মনিকার অনেকদিন থেকে বন্ধুত্ব। প্রায় তিন বছর একসঙ্গে ভার্সিটিতে পড়াশোনা করছে। দু'জন দু'জনের বাসায় অবাধে যাতায়াত করে। অনেকবার অনেক জায়গায় বেড়াতে গেছে।

রাজুও বড়লোকের ছেলে। মাঝে মাঝে বাবার গাড়ি নিয়ে ভার্সিটি আসে। ইদানিং মনিকা মনিরুলকে নিয়ে অনেক ভাবে। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে সে রাজুর কথা ভাবত। আজ অফ পিরিয়ডে ভার্সিটি লাইব্রেরীর উত্তর দিকের চত্বরে দু'জনে গল্প করছিল। এক সময় রাজু দু'হাত দিয়ে তার মাথাটা ধরে ঠোঁটে চুমো খেয়ে বলল, রিয়েলি ইউ আর ভেরি বিউটিফুল। মাঝে মাঝে রাজু তাকে চুমো খেলেও মনিকা কোনো দিন বাধা দেয় নি এবং তাকে চুমোও খায় নি। এতদিন এত কিছু করার পরও তাকে বিয়ের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করে নি।

মনিকা তাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, একথা সবাই বলে। আচ্ছা, পড়াশোনা শেষ করে কি করবে?

ইচ্ছে আছে বিলেতে গিয়ে আরো পড়াশোনা করব।

আমার কথা কিছু ভেবেছ?

ভাবি নি যে তা নয়। বিলেতের পড়া শেষ করে ফিরে এসে যদি দেখি তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করছ, তা হলে তোমাকে বিয়ে করব। হঠাৎ এরকম কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?

কথাটা হঠাৎ মনে হল, তাই জিজ্ঞেস করলাম। চল এবার ওঠা যাক, ক্লাসের সময় হয়ে গেছে।

সেদিন রাজুর কথা শুনে মনিকা বেশ আঘাত পেলেও মনে মনে খুশী হল। তার তখন মনিরুলের ছবি মনের পাতায় ভেসে উঠেছে।

একদিন সে ভার্সিটি থেকে বাসায় ফিরে বার্থডে পার্টির কার্ড নিয়ে মনিরুলকে নিমন্ত্রণ করার জন্য একটা স্কুটারে করে মতিঝিল ওয়ার্কশপে যখন এল তখন বেলা দুটো।

কিছুক্ষণ আগে মনিরুল সবার সঙ্গে খেয়ে উঠে সকলকে নিয়ে নামায পড়ছে। অফিস বারান্দার একপাশ ঘিরে নামাযের জায়গা মনিরুলই করেছে। তার আগে করিম সাহেব অফিস রুমে একা নামায পড়তেন। আর কেউ পড়ত না। মনিরুলের সংস্পর্শে এসে সবাই নামায পড়ে। জোহরের নামাযের পর প্রতিদিন দশ-পনের মিনিট হাদিস পড়া হয়।

মনিকা গেট দিয়ে ঢুকে গ্যারেজে কাউকে দেখতে না পেয়ে সোজা অফিস রুমের সামনে এসে মনিরুলকে সবাইয়ের সঙ্গে নামায পড়তে দেখে বারান্দার চেয়ারে বসল। গরমের দিন। প্রখর রোদের মধ্যে এসেছে। এতক্ষণ স্কুটারে ছিল বলে ততটা গরম অনুভব করে নি। এখন গরমের চোটে ঘামে ভিজে যেতে লাগল। একবার মনে করল ফ্যানটা নিজেই ছেড়ে দেয়। কি ভেবে তা না করে মাঝে মাঝে মনিরুলের দিকে তাকাচ্ছে আর চিন্তা করছে, মনিরুল তাকে দেখে কি মনে করবে? আর সেই বা তাকে কি কথা বলবে। আকাশি কালারের পাজামা-পাঞ্জাবী ও টুপি পরে মনিরুল নামায পড়ছে। পরিষ্কার কাপড়ে অনেক জায়গায় রং লেগে আছে। মনিকার মনে হল, এটা তার কাজ করার ইউনিফর্ম।

মনিরুল নামায শেষ করে হাদিস পড়বে বলে দাঁড়িয়ে মনিকাকে বারান্দায় চেয়ারে বসে থাকতে দেখে বেশ অবাক হল। হাদিসটা রেখে দিয়ে তাদেরকে বলল, আজ হাদিস পড়া থাক। আপনারা যে যার কাজে যান। সবাই চলে যাওয়ার পর মনিরুল টুপিটা পকেটে রেখে মনিকার কাছে এসে বলল, আপনি?

মনিকা মনিরুলকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তার দিকে চাইতে চোখে চোখ পড়ল। কয়েক সেকেন্ড ঐ অবস্থায় থেকে বলল, কেন? আসতে নেই বুঝি?

মনিকার কথায় মনিরুল সম্বিত ফিরে পেয়ে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বলল, এখানে গরম, ভিতরে বসি চলুন। মনিকাকে নিজের রুমে নিয়ে এসে বসতে বলে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে স্পিড বাড়িয়ে দিল। তারপর বসে কলিং বেলে চাপ দিয়ে বলল, নিশ্চয় ভার্সিটি থেকে এসেছেন? কি খাবেন বলুন।

মনিকা খুব ছটফটে আর প্রগলভ। কোনো দিন কাউকে তোয়াক্কা করে না। সেদিন গাড়ি সারাতে এসে খুব চোটপাট দেখিয়েছে। কিন্তু আজ সেরকম কিছু করতে পারছে না। বরং তার মনে কেমন যেন ভয় ভয় করছে আর ভাবছে যে ছেলে এত বড় লোভনীয় বিয়ের কথা শুনে এবং বাপের অতুল ঐশ্বর্য্যের মায়া ত্যাগ করে মেকানিক্সের কাজ করে উচ্চশিক্ষা নিচ্ছে, সে কখনও আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে মনিরুল বলল, কিছু বলছেন না যে?

মনিকা তার দিকে তাকিয়ে ঐসব চিন্তা করছিল। মনিরুল তার দিকে তাকিয়ে কথা বলতে চোখে চোখ পড়ে গেল। দেখতে পেল, মনিরুলের চোখে যেন প্রেমের সাগর। তার মনে হল, যে কোনো মেয়ে তার চোখের দিকে তাকালে সেই প্রেম সাগরে ডুব দেয়ার জন্য পাগল হয়ে যাবে। মনিকার নিজেরও তাই হতে লাগল। সেদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না। দৃষ্টি নত করে বলল, আপনার অনুমান সত্য।

পিয়ন হাসেম কলিং বেলের আওয়াজ শুনে ভিতরে এল। মনিরুল তাকে বলল, দুটো ফান্টা আর ভালো কেক নিয়ে এস।

মনিকা বলল, না-না ওসব লাগবে না।

মনিরুল হাসেমকে বলল, তুমি তাড়াতাড়ি যাও তো। সে চলে যাওয়ার পর মনিকার দিকে তাকিয়ে বলল, কি দরকারে এসেছেন বলুন।

আপনাকে দু'একটা প্রশ্ন করব, উত্তর দেবেন?

উত্তর জানা থাকলে দেব না কেন?

প্রশ্নগুলো আপনার ব্যক্তিগত । মনে চাইলে দেবেন, না চাইলে দেবেন না। আমার মন রাখার জন্য মিথ্যে বলবেন না।

মনিরুল বেশ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে দেখল, মেয়েটা মিনতিভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে বরাবর ধর্মভীরু। তাই বড় হওয়ার পর থেকে কখন কোনো মেয়ের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখে নি। হাদিসে হড়েছে, 'হযরত মুহাম্মদ (দঃ) হযরত আলিকে (রঃ) বলিলেন 'হে আলি (কঃ) 'একবার দৃষ্টিপাত করার পর আর একবার দৃষ্টিপাত করিওনা, কেননা প্রথমবার তোমার জন্য এবং পরের বার তোমার জন্য নয়।'

কিন্তু আজ তার কি যে হল, কথা বলার সময় বার বার সে মনিকার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। হাদিসের কথা তার মনে পড়ছে না। মেয়েটার চোখ কত মায়াবী। সেই মায়াবী চোখ যেন তাকে যাদু করেছে। তাই তার দিকে বার বার তাকাচ্ছে আর আনমনা হয়ে পড়ছে। একদৃষ্টে তার চোখের দিকে তাকিয়ে এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার মনে হতে লাগলো মেয়েটাকে অনেক দিন আগে কোথাও যেন দেখেছে। কিন্তু কোথায় দেখেছে কিছুইতেই মনে করতে পারল না।

তাকে ঐভাবে চুপ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে মনিকা বলল, আমার কথার জবাব দিচ্ছেন না কেন?

মনিকার কথা শুনে মনিরুল নিজেকে সংযত করে বলল, আগে আপনার পরিচয় বলুন।

মনিকা ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করে তার হাতে দেয়ার সময় বলল, বাবার কার্ড। আমার নাম মনিকা।

মনিরুল কার্ডটা দেখে চমকে উঠ বলল, আপনি আসিফ সাহেবের মেয়ে?

মনিকা বলল, চমকে উঠলেন কেন? বাবাকে চেনেন নাকি?

তখন মনিরুলের মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, খুব সাবধান, মনিকার বাবাই তোমার আব্বার বন্ধু। এই মেয়ের সঙ্গেই তোমার বিয়ের কথা হয়েছিল। তা না হলে সে তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে জানতে এসেছে কেন? সামলে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, না মানে আপনার গাড়িটাই তা হলে আমরা কিনেছি?

হ্যাঁ, নতুন গাড়ি কবে পাচ্ছি?

আপনার বাবা দেরিতে অর্ডার দিলেন। নচেৎ এতদিনে পেয়ে যেতেন। তবে আশা করছি, সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যে পেয়ে যাবেন। এবার বলুন কি জানতে চাইছিলেন?

তার আগে বলুন, আমাকে ক্ষমা করেছেন।

ক্ষমা চাওয়ার কারণটা জানতে পারি?

প্রথম দিন গাড়ি সারাতে এসে না জেনে না বুঝে আপনার প্রতি অনেক দুর্ব্যবহার করেছি। টি. এস. সি'তেও গালাগালি করে অপমান করেছি। সেই সমস্ত কারণে আমি খুব অনুতপ্ত ও লজ্জিত। কথা শেষ করে মনিকা মাথা নিচু করে নিল। এমন সময় হাসেম ফিরে এলে মনিরুল তার কাছ থেকে নিয়ে বলল, নিন, আগে এগুলো খেয়ে ফেলুন। তারপর আবার বলল, মানুষ মাত্রই ভুল-ত্রুটি করে। যে সেগুলো বুঝতে পেরে যখন অনুতপ্ত হয় তখন সে ক্ষমা পাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। তা ছাড়া আমি সেদিন কিছু মনে করি নি। অনেকের কাছ থেকে ওরকম ব্যবহার পেয়ে পেয়ে সহ্য হয়ে গেছে। বাদ দিন ওসব কথা, কি জানতে চাইছিলেন বলুন?

মনিকা বলল, কই, বললেন না তো ক্ষমা করেছেন?

ক্ষমা প্রার্থীকে ক্ষমা করাই তো মানবতা। আমার ব্যবহারে কি ক্ষমা না করার কিছু পেয়েছেন?

না পাই নি। তবু স্বীকারোক্তি শুনতে চাই।

আপনি ক্ষমা পেয়েছেন।

সেদিন টি. এস. সি'তে আমাকে না চেনার ভান করলেন কেন?

আমি মেয়েদেরকে এড়িয়ে চলি।

কারণটা জানতে পারি?

না, সে কথা এখন বলা যাবে না।

কখন যাবে?

আল্লাহ যদি সে সময় কোনো দিন দেন।

আপনার বাড়ি কি খুলনায়?

মনিরুল চমকে উঠে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, তা জেনে আপনার কি লাভ?

লাভ-ক্ষতির কথা পরে, যা জিজ্ঞেস করলাম উত্তর দিন।

যদি না দিই?

না দিলে কি আর করব? জোর তো আর করতে পারব না।

এমন সময় হাসেম এসে বলল, ওয়ার্কশপে নাছির আপনাকে ডাকছে।

মনিরুল বলল, আমি আসছি, তুমি যাও।

এরপর আর বসে থাকা ঠিক নয়। মনিকার দৃঢ় ধারণা হল, মনিরুলই তার বাবার খুলনার বন্ধুর ছেলে। দাঁড়িয়ে বলল, একটা অনুরোধ করব রাখবেন?

আগে শুনি, তারপর রাখার হলে নিশ্চয় রাখব।

মনিকা একটা বার্থডে কার্ড তার হাতে দিয়ে বলল, বার্থডে পার্টিতে ইনভাইট করলাম, আসবেন।

আসব।

আর একটা অনুরোধ করব?

করুন।

বার্থডে পার্টির এখনও পাঁচদিন বাকি, তার আগে একদিন আপনার সঙ্গে বেড়াতে যেতে চাই।

কোথায়?

যেখানে হোক।

কেন?

আরো কিছু কথা বলার ছিল। এখন তো আপনার সময় নেই।

ঠিক কথা দিতে পারছি না।

কারণ?

যদি মনে না থাকে?

আমি মনে করিয়ে দেব।

কি করে?

ফোনে।

তবুও ঠিক বলতে পারছি না।

কেন?

অত কেনর উত্তর দিতে পারব না।

তার মানে আমাকে এড়িয়ে থাকতে চাইছেন।

যদি তাই ভাবেন, তা হলে তাই।

আচ্ছা, আপনি তো ভার্সিটিতে পড়ছেন? না তাও বলতে বাধা আছে? মনিরুলকে সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে দেখে আবার বলল, তা হলে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে অত সংকোচ বোধ করেন কেন?

মনিরুল মৃদু হেসে বলল, এক্ষুনি বললাম না, এত কেনর উত্তর দিতে পারব না।

মনিকাও মৃদু হেসে বলল, আপনি ভীষণ চালাক আর খুব ব্রিলিয়ান্ট।

সামনা সামনি কারো প্রশংসা করতে নেই।

ঠিক আছে, আর করব না। এখন বলুন কবে আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবেন?

কাল অথবা পরশু?

একজন ওয়ার্কশপের মেকানিক্সের সঙ্গে বেড়ান কি ঠিক হবে?

আপনি নিজেকে এত ছোট মনে করেন কেন?

আবার কেন? তবু বলছি, আমি কি মিথ্যে বললাম?

অর্ধেক সত্য, অর্ধেক মিথ্যে।

মানে?

মানেটা নিজের মনকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

আপনি বড় হেঁয়ালি করে কথা বলেন।

আমি হেঁয়ালি করে কথা বলছি না, আপনি বরং আমার সোজা কথা ঘুরিয়ে হেঁয়ালি পর্যায়ে ফেলছেন এবং বুঝেও না বোঝার ভান করছেন? আর সত্যকে মিথ্যায় প্রকাশ করছেন।

আপনার কথা কতটা সত্য-মিথ্যা তা এখন বলব না। আমি কখনো মিথ্যা বলি না। কারণ মিথ্যা বলা কুরআন-হাদিসে নিষেধ। তবে আপনার সঙ্গে বেড়াতে যেতে পারি যদি আপনি আমার একটা কথা রাখেন।

মনিকা উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, নিশ্চয় রাখব। কি কথা বলুন?

এরপর থেকে মাথা ও শরীরের উপরের অংশ আলাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবেন।

মনিরুলের কথা শুনে মনিকা দপ করে জ্বলে উঠল। ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে রাগ দমন করে বলল, আপনি একটা ইতর, ছোটলোক, লোফার। বাইরেটা শুধু মানুষের মতো। ভার্সিটিতে পড়ছেন অথচ মনটা এত নীচ। ছিঃ ছিঃ এরকম জানলে আপনার কাছে আসতাম না। সেকেলে গেঁও ভূত কোথাকার। আপনাকে চিনতে আমারই ভুল হয়েছে। তারপর সে হন হন করে গেটের বাইরে এসে একটা খালি রিকসা দেখতে পেয়ে উঠে ঠিকানা বলল।

এই সামান্য কথায় মনিকা এত রেগে যাবে মনিরুল ভাবতেই পারে নি। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে দরজার দিখে তাকিয়ে মনিকার রেগে যাওয়ার কারণ চিন্তা করছিল। বসিরের ডাকে সম্বিত ফিরে পেয়ে তার দিকে চাইল।

মনিরুলকে দেরি দেখে বসির এসে বলর, স্যার, নাসির ভাই কহন থ্যাইক্যা আপনার লাইগ্যা অপেক্ষা করতেছেন।

মনিরুল চল বলে তার সঙ্গে অফিস থেকে বেরিয়ে এল।

মনিকা বাসায় ফেরার পথে রিকসায় চিন্তা করতে লাগল, এইসব গোঁড়া ধর্মীয় লোকদের জন্য মেয়েদের শিক্ষা প্রসার হতে পারছে না। তারা মেয়েদের স্বাধীনতা হরণ করে তাদেরকে ঘরের মধ্যে অশিক্ষিত করে রাখতে চায়। এরাই সমাজের তথা দেশের শত্রু। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যারা এরকম চায়, তাদের মধ্যে অনেকে উচ্চশিক্ষিত। এর কারণ সে বুঝতে পারল না। বাসায় পৌঁছে বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে আবার চিন্তায় ডুবে গেল। কি ভুলই না করতে যাচ্ছিলাম। ভাগ্যিস আগেই তার কদর্য মনের খবর জানতে পারলাম। নচেৎ ভাগ্যচক্রে যদি তার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেত, তা হলে আমার স্বাধীনতা বলতে কিছুই থাকতো না। চার দেওয়ালের মাঝখানে বন্দি জীবন কাটাতে হত। এসব চিন্তা করে সে শিউরে উঠল।

ঐ রাত্রে মনিকা স্বপ্নে দেখল, মনিরুল উচ্চশিক্ষা নিয়ে বাড়িতে ফিরে গিয়ে বরযাত্রী সঙ্গে করে তাকে বিয়ে করতে এসেছে। বিয়েতে তার মত নেই, সে কথা মা-বাবাকে জানানো সত্ত্বেও তারা জোর করে বিয়ে দিচ্ছে। সে নিজের রুমের দরজায় খিল দিয়ে বসে বসে কাঁদছে। বাইরে থেকে তার মা ও অন্যান্য মেয়েরা তাকে বিয়ের সাজ-পোশাক পরাবার জন্য ডাকাডাকি করছে। সে কোনো দিকে খেয়াল না করে খাটের উপর বসে শুধু কেঁদেই চলেছে। হঠাৎ তার মনে উঠল মনিরুলকে তুমি যা ভেবে কাঁদছ, সে তা নয়। এ যুগে সে রত্ন। কিসের শব্দে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কেউ যেন জানালার কাছ থেকে তার নাম ধরে ডাকছে।

স্বপ্নের মধ্যে মনিকার কান্না তার মা পাশের রুম থেকে শুনতে পেয়ে স্বামীকে জাগিয়ে কথাটা জানায়।

আসিফ সাহেব উঠে মেয়ের ঘরের জানালার পর্দা সরিয়ে ডিম লাইটের আলোয় দেখলেন, মনিকা ঘুমন্ত অবস্থায় ফুলে ফুলে কাঁদছে। বুঝতে পারলেন, মেয়ে স্বপ্নে ভয় পেয়ে কাঁদছে। তাকে জাগানো দরকার ভেবে সেখান থেকে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন।

মনিকার ঘুম ভেঙ্গে যেতে উঠে দরজা খুলে মা-বাবাকে দেখে বলল, কি ব্যাপার? তোমরা ডাকাডাকি করছ কেন?

তার মা নাহেলা বেগম বললেন, তুই স্বপ্নে ভয় পেয়ে কাঁদছিলি। তাই তোকে জাগিয়ে দিলাম।

মনিকা লজ্জা পেয়ে বলল, ঠিক আছে, তোমরা এবার যাও। মা-বাবা চলে যাওয়ার পর বাথরুমের কাজ সেরে চোখ-মুখ ধূয়ে বিছানায় শুয়ে চিন্তা করল, স্বপ্ন কি সত্য হয়? আবার ভাবল, এর আগে তো কত স্বপ্ন দেখেছি, কই, একটাও তো ফলে নি। হঠাৎ তার রাসেলের কথা মনে পড়ল। সেও রাজুর মতো তার বন্ধু। বড় লোকের সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলে। ওদের সঙ্গেই পড়ে। একজন ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড়। মোহামেডানে খেলে। সে কয়েকবার মনিকাকে বলেছে আমি তোমাকে ভালবাসি।

রাসেলের সব কিছু ভালো হওয়া সত্ত্বেও তার হ্যাংলাপনা স্বভাবের জন্য মনিকা তাকে পছন্দ করে না। একে বড়লোকের ছেলে তার উপর ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড়। তার গার্লফ্রেন্ডের অভাব নেই। তাদের অনেককে সে ঐ কথা বলেছে। মনিকা তাদের কাছ থেকে শুনেছে। যেদিন তাকে রাসেল ঐকথা বলল, সেদিন মনিকা জিজ্ঞেস করেছিল, এই কথা আমাকে নিয়ে কত মেয়েকে বলা হল?

রাসেল ভাবতেই পারে নি মনিকা এরকম প্রশ্ন করবে। একটু চি[illegible] বলল, তুমি জানলে কেমন করে?

সে কথা পরে , যা বললাম তার উত্তর দাও।

অনেককে বলেছি। তারা ডিনাই করেছে।

তারা ডিনাই করেছে কেন জানো?

তাদের মনের কথা জানব কি করে? তুমিও কি তাদের দলে?

হ্যাঁ। তোমার সবকিছু ভালো জেনেও কেন মেয়েরা ডিনাই করে আমি বলে দিচ্ছি, তুমি বড় হ্যাংলা। সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তার দিকে ঢলে পড়। তাকে খুব তোষামোদ করতে থাক। মেয়েরা তোষামোদ পছন্দ করলেও খুব বেশি তোষামোদ পছন্দ করে না। তোমার ঐ হ্যাংলাপনা স্বভাবটা পরিবর্তন কর, দেখবে মেয়েরা তখন তোমার পেছনে ঘুর ঘুর করছে।

রাসেল বলল, তুমি প্রকৃত বন্ধুর মতো কথা বলেছ। তোমার কথায় আমার জ্ঞানের দুয়ার খুলে গেছে। সে জন্যে তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ। কথা শেষ করে সে আর দাঁড়ায় নি।

মনিকার তখন মনে হল ছেলেটা খুব সরল। তারপর থেকে রাসেলকে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে দেখে নি। এখন তার কথা ভাবতে মনিকার বেশ ভালো লাগছে। ভেবে রাখল, কাল তার সঙ্গে দেখা করে বার্থডে পার্টিতে ইনভাইট করবে।

আজ মনিকার তেইশতম বার্থডে পার্টি। উচ্চ ধনী কন্যার পার্টি। সন্ধ্যের পর থেকে বহু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবীদের আগমন হতে লাগল। ড্রইংরুমের মাঝখানে টেবিলের উপর একটা বিরাট কেক রেখে তার চারপাশে অনেক মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। নিমন্ত্রিতরা প্রায় সব এসে গেছেন। মনিকাকে তার বান্ধবীরা টেবিলের কাছে নিয়ে এল। সে ফুঁ দিয়ে মোমবাতি বুজিয়ে কেক কাটবে। এমন সময় বাসার কাজের একটা মেয়ে এসে খবর দিল, একজন লোক বারান্দায় আপাকে ডাকছে।

মনিকা তাকে ভিতরে নিয়ে আসতে বলল।

মেয়েটা বলল, আমি তাকে ভিতরে আসার জন্য কত করে বললাম, সে এল না। বলল, আমি শুধু আপনাদের সাহেবের মেয়ের সঙ্গে একটু দেখা করে চলে যাব।

মনিকা সকলের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, আমি যাব আর আসব। যেতে যেতে চিন্তা করল, সেই গেঁও ভূতটা আসে নি তো? ভিতরে না এসে ভালই করেছে। বারান্দায় এসে দেখল, সে নয়, নাসির মেকানিক্স। মনিকার সঙ্গে তার দু'তিন জন বান্ধবী ও কৌতূহলী হয়ে এসেছে লোকটাকে দেখতে।

মনিকাকে দেখে নাসির বলল, আপনি হয়তো খুব ব্যস্ত ছিলেন ডেকে এনে অন্যায় করে ফেললাম। সে জন্যে ক্ষমা চাইছি। এই নিন বলে সবুজ কাগজে মোড়া একটা ছোট্ট প্যাকেট ও একটা চিঠির খাম তার দিকে বাড়িয়ে বলল, আমাদের স্যার পাঠিয়েছেন। তিনি অসুস্থ। তাই আসতে পারেন নি।

সেই আনকালচার্ড ইতর লোকটার উপহার নিতে মনিকার খুব রাগ ও ঘৃণা হতে লাগল। একবার ভাবল, এগুলো না নিয়ে লোকটাকে ফিরিয়ে দিই। আবার ভাবল, বান্ধবীদের সামনে তা করলে লোকটার সম্বন্ধে অনেক কৈফিয়ত দিতে হবে। তাই সৌজন্য রক্ষার জন্যে প্যাকেটটা ও খামটা নিয়ে বলল, ঠিক আছে, আপনি যান।

নাসির চলে যেতে মনিকার বান্ধবীরা প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল, কে এটা পাঠিয়েছে রে?

মনিকা কিছু বলার আগে তাদের একজন তার হাত থেকে প্যাকেটটা নিয়ে খুলে ফেলল। দেখল , একটা ছোট বাক্স। তার সঙ্গে লাল সুতা দিয়ে বাঁধা একটা টাটকা লাল গোলাপ। আর একটা ছোট্ট চিরকুট। তাতে বড় বড় অক্ষরে সুন্দর করে লেখা 'আমার প্রথম প্রেমের অর্ঘ্য।' তার নিচে ছোট ছোট অক্ষরে লেখা রয়েছে, আপনার জীবন যেন শরতের মতো চিরসবুজ হয়ে থাকে। বসন্তের বাতাস যেন আপনার অন্তরে অনন্তকাল প্রবাহিত হয়। বর্ষার নদী-নালার মতো আনন্দের স্রোত আজীবন আপনার জীবনে যেন বইতে থাকে। আর আল্লাহ যেন আপনাকে হেদায়েৎ দান করেন ও চিরসুখী করেন।'

গোলাপ ফুল ও চিরকুটটা মনিকার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বাক্সটা খুলে সবাই অবাক হয়ে গেল। তার মধ্যে ডায়মন্ড পাথর বসান একটা খুব সুন্দর ডিজাইনের সোনার আংটি। আংটিটার সমস্ত বডিটায় 'মনিকা' লেখা। মনিকা সবার অলক্ষ্যে খামটা বুকে জামার মধ্যে লুকিয়ে ফেলল।

মনিরুল যখন এস. এস. সি'তে পাঁচটা লেটার নিয়ে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে, তখন তার আব্বা খুশী হয়ে তাকে এই আংটিটা উপহার দেন। সোনা পরা পুরুষের জন্য হারাম জেনে মনিরুল সেটা না পরে নিজের বাক্সে তুলে রেখেছিল। বাড়ি থেকে চলে আসার সময় সেটা সঙ্গে করে নিয়ে আসে। মনিকা তাকে বার্থডে পার্টিতে নিমন্ত্রণ করতে সে স্বর্ণকারকে দিয়ে শুধু আংটির পুরো বড়িতে মনিকার নাম লিখিয়েছে।

ওরা ফিরে এলে অনেকে জিজ্ঞেস করল, কে এসেছিল?

মনিকার প্রিয় বান্ধবী পুর্ণিমা। সে বলল, আগে পার্টির কাজ শুরু হোক, তারপর সে কথা বলা যাবে। মনিকাকে বলল, তুই শুরু কর তো।

মনিকা ফুঁ দিয়ে মোমবাতিগুলো বুঝিয়ে অল্প একটু কেক কাটল। তারপর তার মা রাহেলা বেগম পুরোটা কেটে সবাইকে খেতে দিলেন্

খেতে খেতে পূর্ণিমা বলল, আপনারা অনেকে অনেক রকম উপহার এনেছেন। কিন্তু এই যে জিনিসগুলো দেখাচ্ছেন বলে সে মনিরুলের পাঠানো উপহারগুলো দেখিয়ে বলল, এ গুলো যিনি পাঠিয়েছেন, তিনি অসুস্থ বলে আসতে পারেন নি। তাকে আমরাও চিনি না। তবে তার পাঠান উপহার দেখে বোঝা যাচ্ছে, তিনি যেমন ধনী তেমনি জ্ঞানী। কারণ ডায়মন্ড পাথর বসান সোনার আংটির যে কত দাম তা সকলেই জানে। আর সেই সঙ্গে যে আশীষবাণী পাঠিয়েছেন তাতে করে তাকে জ্ঞানী বলে সকলকে মানতেই হবে।

রাসেল নিমন্ত্রণ কার্ড পেয়ে এসেছে। বলল, সেই লোকের আশীষবাণী পড়ে শোনাও।

পূর্ণিমা পড়ে শোনাবার পর একজন প্রবীণ লোক বললেন, সত্যিই তিনি জ্ঞানী। কারণ ষড়ঋতুর শ্রেষ্ঠ তিনটি ঋতুর উপমা দিয়ে দো'য়া করেছেন।

অনেকে মনিকাকে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করল।

মনিকা প্রথম দিকে খুব রেগে গিয়েছিল। কিন্তু উপহার ও আশীষবাণী দেখে শুনে রাগ পড়ে গেছে। বলল, আজ বলব না। একদিন এনে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

পার্টি শেষ হতে বেশ রাত হয়ে গেল। ঘুমাবার আগে ড্রেস চেঞ্জ করে স্লিপিং গাউন পরার সময় চিঠির খামটা ঘরের মেজেয় পড়ে গেল। সেটা কুড়িয়ে টেবিলের উপর রেখে ড্রেসিং টেবিলের আয়নার কাছে গিয়ে নিজের আপাদমস্তক দেখতে লাগল। ছোটবেলা থেকে সে খুব সুন্দরী, একথা সকলের কাছ থেকে শুনে আসছে। জ্ঞান হবার পর ভেবেছে, যে ছেলে আমার থেকে বেশি সুন্দর হবে তাকে বিয়ে করবে। তেমন ছেলের সন্ধান সে পায় নি। ভার্সিটিতে পড়তে পড়তে রাসেল ও রাজুকে মোটামুটি পছন্দ হয়েছিল। রাসেলের হ্যাংলাপনার জন্য তাকে ছাঁটাই করেছে। আর রাজুকে মনে মনে কিছুটা ভালবেসে ফেলেছিল। কারণ ছেলেটার মধ্যে একটা ব্যক্তিত্ব আছে। সেই জন্যে রাজু মাঝে মাঝে দু'একটা চুমো খেলেও কিছু বলত না। কিন্তু সেদিন লাইব্রেরীর বারান্দায় তার কথা শুনে মনে আঘাত পেয়ে ভেবেছে রাজু তাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসে না। আজ আয়নার সামনে দাঁড়াতে প্রথমে রাজুর ও রাসেলের কথা মনে পড়ল। পার্টিতে তাদের সঙ্গে নাচ-গান করেছে, কিন্তু মনে শান্তি পায় নি। সব সময় মনিরুলের ও তার উপহারের কথা মনে পড়েছে। মনিরুলকে দেখার পর তার মনে হয়েছিল, এই রকম ছেলেকেই সে মনে মনে খুঁজছে। কিন্তু সেদিন তার মনের কদর্য্য পরিচয় পেয়ে তাকে ঘৃণা করে মন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এখন আবার তার কথা মনে পড়ল। ঘরের মধ্যে উপহারের স্তূপ। সেগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে মনিরুলের পাঠান উপহারটা খুলে প্রথমে গোলাপ ফুলটা নাকের কাছে ধরল। কি সুন্দর গন্ধ। প্রাণটা জড়িয়ে গেল। সেটা বালিশের উপর রেখে আশীষবাণীটা দু'বার পড়ল। তারপর আংটিটা বাক্স থেকে বের করে কয়েকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার সময় ডায়মন্ড পাথরে লাইটের আলো পড়ে তার চোখ বাঁধিয়ে দিতে লাগল। আংটিটা বাক্সে রেখে দিয়ে চিন্তা করল, ছেলেটাকে ওরকম অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে অপমান করলাম, তবু এগুলো পাঠাল? তার কি পিত্তি বলতে কিছু নেই? না সে সত্যি জ্ঞানী। বেশি জ্ঞানীদের মন খুব উদার হয়। কিন্তু তার মন এত ছোট কেন? প্রেমিক তার প্রেমিকাকে এভাবে উপহার দেয়। তা হলে সে কি আমাকে ভালবাসে? চিঠির কথা মনে পড়তে খামটা নিয়ে চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করল-

মনিকা,

আমার যা কিছু ছিল, তা সব উজাড় করে উপহারের সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর কিছু নেই বলে এটার মধ্যে দিতে পারলাম না। ভনিতা না করে আসল কথা দিয়ে শুরু করছি।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি মেয়েদেরকে খুব সম্মানের চোখে দেখি। কোনো রকম কু দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাই নি। কারণ ছেলেবেলা থেকে স্কুলের বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় বই পড়ি এবং সেইমতো অনুশীলও করে আসছি। সেদিন আপনি আমাকে অনেক কিছু বলে গালাগালি করেছেন। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, তখন আপনার প্রতি রাগ বা মনোকষ্ট হয় নি। আপনি হয়তো ভাবছেন আপনার মন রাখার জন্য এই কথা বললাম। যা খুশী ভাবতে পারেন, তাতে আমার কোনো ক্ষতি নেই। রক্তমাংসের শরীর বলে যদিও

অবশেষে- ৩

দৈবাৎ কোনো কারণে রেগে যায় তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (দঃ) বাণী স্মরণ করে রাগকে সংযত করি। আর কোনো প্রকৃত মুসলমান মিথ্যা বলতে পারে না। মিথ্যা বলা তো মানবতার জঘন্যতম অপরাধ। যাই হোক, চিঠি লম্বা হয়ে যাচ্ছে, পড়তে পড়তে আপনি হয়তো রেগেও যাচ্ছেন, তবু কিছু কথা না লিখে পারলাম না। সেদিন আমি যে কথা বলতে আপনি রেগে গিয়ে ঐ রকম বলেছিলেন, সে কথাটা আমার না। সেটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (দঃ) বাণী। তাঁদের কথা আমি শুধু আপনাকে শুনিয়েছি মাত্র। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দঃ) তাঁদের বাণীতে আরো বলেছেন, 'এক মুসলমান অন্য মুসলমানের কাছে আয়না স্বরূপ। একজন অন্য জনের দোষ দেখলে তা শুধরে দেয়ার কথা বললে।' আর যে জেনেশুনে তা করবে না, সে প্রকৃত মুসলমান নয়। এটাও হাদিসের কথা। জেনে রাখুন আল্লাহ ও রাসূলের (দঃ) বাণী সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মঙ্গলের জন্য। যদিও এই কথা বিশ্বের বেশিরভাগ জ্ঞানী ও গুণীজন স্বীকার করেছেন, তবু তারা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে তা মানতে পারছেন না। একটা জিনিস নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন, নিউমার্কেটে, বায়তুল মোকাররমে, দেশের বড় বড় শহরে , কলেজে ও ভার্সিটিগুলোতে যুবতী মেয়েরা সালওয়ার ও কামিজ পরে যাতায়াত করছে। কিন্তু ওড়না বা চাদর ব্যবহার করে না। অনেকে আবার ওড়নাকে ভাঁজ করে একদিকে বুকের উপর লম্বা করে ঝুলিয়ে অন্য দিকটা খুলে তাদের উন্নত বক্ষ সবাইকে দেখিয়ে বেড়ায়। আরো একটা জিনিস দেখে যেমন দুঃখ লাগে তেমনি হাসিও পায়। আজান শুনে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বুকের ওড়না তুলে মাথায় দেয়। এদিকে যে তাদের উন্নত বক্ষে হাজার হাজার পুরুষ দৃষ্টি বুলোচ্ছে, সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই সব থেকে আশ্চর্যের কথা হচ্ছে, পুরুষরা কিন্তু শরীরের কোনো অংশ মেয়েদের দেখাতে লজ্জা বোধ করে। অথচ একটা কথা সর্বজনবিদিত 'পুরুষের চেয়ে মেয়েদের লজ্জা বেশি।' কথাটা বোধ হয় এ যুগে অচল হয়ে যাচ্ছে। যাকগে ও প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে নিজের কথায় আসি। প্রথম যেদিন আপনি গাড়ি সারাতে আসেন, সেদিন অভ্যাসবশত আপনার মুখের দিকে ভালোভাবে তাকাই নি। দ্বিতীয় দিন এর ব্যতিক্রম ঘটে। কারণ হঠাৎ আপনার চোখের দিকে চোখ পড়তে আমি নিজের সত্তা হারিয়েফেলি। আপনার চোখে জাদু না থাকলেও এমন কিছু আছে যা আমার সত্তাকে ভুলিয়ে দেয় এবং আজও পাগল করে রেখেছে। সেদিন অত কিছু বলে অপমান করে চলে যাওয়ার পরও কি মনে হয়েছে জানেন? মনে হয়েছে নিজের থেকে বেশি আপনাকে ভালবেসে ফেলেছি। কথাটা জেনে আপনার কি মনে হচ্ছে জানি না। তবে অনুমান করতে পারছি, নিশ্চয় সেদিনের মতো মনে মনে গালাগালি করছেন, যাই করেন না কেন আমরণ আপনাকে ভুলতে পারব না। আর অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করা তো দূরের কথা, তার দিকে তাকাতেও পারব না। ওয়াকশেপের একজন মেকানিক্স হয়ে ধনী কোটীপতির একমাত্র মেয়েকে পাওয়ার চেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া অনেক সহজ জেনেও মন থেকে সেই আশা ত্যাগ করতে পারছি না।

কয়েকদিন থেকে জ্বরে ভুগছি। সেই অবস্থায় পত্র লিখলাম। অসুস্থতার মধ্যে বিকৃত মস্তিষ্কে হয়তো অন্যায় কিছু লিখে ফেলেছি। সে জন্য ক্ষমা চাইছি। পরম করুণাময় আল্লাহপাকের দরবারে আপনার সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করে ও তিনি যেন এই দিন আপনার জীবনে শতবার দান করেন সেই দো'য়া করে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ইতি-

চিঠিটা মনিকা দু'তিনবার পড়ার পর তার যেন জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল। ভাবল, তাকে সেদিন ঐভাবে গালাগালি করে অপমান করা ঠিক হয় নি। ধার্মিক ছেলে বলে ধর্মীয় আইনের

কথা বলেছিল। মেয়েদের পোশাকের ব্যাপারে যা বলেছে সে কথা সত্য। কিন্তা মা-বাবা তো কই সে কথা কোনো দিন বলে নি। মনিরুল যেভাবে তার কাছে প্রেম নিবেদন করেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ ঐদিন আমিও তার চোখে প্রেমের সমুদ্র দেখেছি। সে কথা এখনও মনে হলে সেই প্রেম সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য তার মন আকুলি-বিকুলি করে। ড্রেস নিয়ে কটাক্ষ না করলে ঐরকম ঘটনা ঘটত না। তার জ্বর হয়েছে। এখন কেমন আছে ফোন করে দেখবে নাকি? টেবিল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, রাত এগারটা। তার ঘরেও টেলিফোন আছে। ঐদিন গাড়ির খবর নেওয়ার জন্য সে টেলিফোন নাম্বার চাইতে মনিরুল একটা ভিজিটিং কার্ড দিয়েছিল। তাতে অফিসের ও বাসার টেলিফোন নাম্বার আছে। সেটা বের করে ডায়েল করতে গিয়ে থেমে গেল। ভাবল, মাত্র চার-পাঁচদিন আগে যাকে চরমভাবে অপমান করেছি, তাকে কি করে এখন টেলিফোন করি। আচ্ছা, মনিরুল কি সত্যি সত্যি সেই ছেলে? দেখতে তো হুবহু ফটোর মত। কিন্তু তার বাড়ি খুলনায় কিনা জিজ্ঞেস করতে ওরকম গম্ভীর হয়ে গেল কেন? তার বাবাও তো আমার একটা ফটো সে সময় নিয়ে গিয়েছিলেন। মনিরুল কি তা দেখে নি? মনে হয় দেখেছে। তা না হলে মাত্র একবার পরিচয় হবার পর কি করে পত্রের মাধ্যমে প্রেম নিবেদন করল? নিশ্চয় এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে। নচেৎ একজন মেকানিক্স হয়ে এত দামি প্রেজেন্টেশান দিল কি করে? এত সাহসই বা সে পেল কোথায়? নানা চিন্তা মনিকার মাথায় তালগোল পাকাতে লাগল। শেষে ভেবে ঠিক করল, অপেক্ষা করে দেখা যাক, মনিরুলের কাছ থেকে আরো সাড়া পাওয়া যায় কিনা অথবা আমার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে কি করে।

দীর্ঘ একমাস রোগ ভোগের পর মনিরুল পড়াশুনা নিয়ে মেতে রইল। প্রতিদিন শুঁধু একবার মাত্র ওয়ার্কশপে অল্পক্ষণের জন্য গিয়ে সবকিছু দেখিয়ে-শুনিয়ে এবং অফিসের লোকজনদের কাজ-কর্ম বুঝিয়ে দিয়ে বাসায় ফিরে আসে। কারণ তার ফাইন্যাল পরীক্ষা এসে গেছে। মাঝে মাঝে মনিকার স্মৃতি তাকে অস্থির করে তোলে। মনকে প্রবোধ দেয়, পরীক্ষার পর তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। আবার ভাবে, পত্রে প্রেম নিবেদন করেছি বলে হয়তো সে আমাকে আরো বেশি ঘৃণা করে। মনকে প্রবোধ দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দো'য়া চাইল। আল্লাহপাক, তুমি যদি এ ব্যাপারে রাজি না থাক, তবে আমাকে সবর করার তওফিক দাও। আমার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। তুমি ক্ষমা না করলে আর কে করবে। তুমি সর্বশক্তিমান মহান প্রভু। তোমার সমতুল্য আসমান সমুহে ও জমিনে কেউ নেই। তুমি যা খুশী তাই করতে পার। তুমি আমাকে সাহায্য কর। তুমি আমার মনের বাসনা পূরণ কর। তোমার ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই হয় না। আমি তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে রইলাম। তোমার পেয়ারা নবীর (দঃ) উপর শত শত দুরুদ ও সালাম জানাচ্ছি, তাঁরই অসিলায় তুমি আমার দো'য়া কবুল কর, আমিন।

মনিরুল যখন অসুখে ভুগছিল তখন করিম সাহেব আসিফ সাহেবের মেয়ের গাড়ি ডেলিভারি দিয়েছেন। চকলেট কালারের ডাটসান। ফোর ডোর ফোর সিটের নতুন মডেলের গাড়িটা দেখতে খুব সুন্দর। মনিকার খুব পছন্দ হয়েছে গাড়িটা দেখে মনিরুলের কথা তার মনে পড়ল। তার অসুখ হয়েছিল, এতদিনে কেমন আছে কে জানে, ভাবল, একদিন গাড়িটা চেকআপ করাতে গিয়ে তার খবর জানবে, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখা যাক।

মনিরুলের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সে আবার নিয়মিত অফিসের কাজ করতে লাগল।

বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও মনিরুলের কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে মনিকা চিন্তা করল, অন্যান্য ছেলেদের মতো সেও কি শুধু আমার রূপ ও বাবার ঐশ্বর্য দেখে প্রেম নিবেদন করেছিল? সেই আশা পূরণ হওয়া অসম্ভব জেনে দূরে সরে গেছে? তা না হলে

এতদিনেও যোগাযোগ করল না কেন? চিন্তাটা পরীক্ষা করার জন্য একদিন দুপুরের দিকে তার অফিসে রওয়ানা দিল। অফিসের সামনে গাড়ি পার্ক করে বারান্দায় উঠে দেখল, একজন পিয়ন দরজার বাইরে টুলে বসে আছে।

পিয়ন হাসেম মনিকাকে চিনতে পেরে কপালে হাত ঠেকিয়ে সালাম দিয়ে বলল, স্যার ভিতরের কামরায় আছেন, আপনি যান।

মনিকা প্রথম রুমটায় ঢুকে দেখল দু'জন লোক দুটো টেবিলে বসে কাজ করছে। তাদের মধ্যে খলিল মনিকাকে আরো একবার আসতে দেখেছে। কিন্তু চিনতে পারল না। কারণ মনিকা আজ মাথায় রুমাল বেঁধে গায়ে ওড়না পরে এসেছে। পরক্ষণে চিনতে পেরে বলল, উনি ভিতরে আছেন, যান।

মনিকা ধীর পদক্ষেপে পর্দা ঠেলে ভিতরে ঢুকল।

মনিরুল নিবিষ্ট মনে একটা ফাইল দেখছিল, কেউ যে ভিতরে এসেছে টের পেল না।

মনিকা বেশ কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে চিন্তা করতে লাগল; তাকে দেখে মনিরুল কি ভাববে বা কি জিজ্ঞেস করবে। আজ তাকে যেন আগের থেকে বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। সে তার মুখের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল।

মনিরুল ফাইলের কাজ শেষ করে কলিংবেল বাজাবার সময় মনিকাকে দেখে চমকে উঠল। কয়েক সেকেন্ড অপলক নয়নে তাকিয়ে থেকে বলল , আপনি? স্বপ্ন দেখছি না তো?

তার কথা শুনে মনিকাও চমকে উঠল। সামলে নিয়ে বলল, স্বপ্ন মাঝে মাঝে বাস্তব হয়।

মনিরুল হাসিমুখে বলল, কখন এলেন? ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেণ? সামনের চেয়ার দেখিয়ে বলল, বসুন।

মনিকা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বসার সময় বলল, কিছুক্ষণ হল এসেছি।

কলিংবেলে আওয়াজ শুনে খলিল ভিতরে এলে মনিরুল মনিকার দিকে তাকিয়ে বলল, এক মিনিট তারপর ফাইলটা খলিলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, সব ওকে। এতে একটা চিঠি আছে, টাইপ করে আজই পোস্ট করে দিন আর হাসেমকে একটু ডেকে দিন। খলিল চলে যাওয়ার পর মনিকাকে বলল, তারপর, কেমন আছেন বলুন?

মনিকা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এতক্ষন লক্ষ্য করছিল তাকে দেখার পর মনিরুলের কোনো ভাবান্তর হয় কিনা। তার মুখের চেহারায় আনন্দ ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না। ছোট্ট করে বলল, ভালো।

গাড়িটা কেমন সার্ভিস দিচ্ছে?

এবারও সে বলল ভালো।

যাক বাঁচালেন, আমি তো মনে করেছিলাম গাড়িটা ট্রাবল দিচ্ছে, তাই এসেছেন।

কেন ,এমনি আসতে নেই বুঝি?

সে কথা তো বলি নি।

তা অবশ্য বলেন নি। আমি একটা কথা বলব রাখবেন?

রাখবার মতো হলে নিশ্চয় রাখব।

এখন আমার সঙ্গে একটু বাইরে যাবেন?

মনিরুল কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে থেকে গম্ভীর স্বরে বলল, যাওয়াটা কি খুব প্রয়োজন?

প্রয়োজন ছাড়া বুঝি আপনি কোনো কিছু করেন না?

কারুর কি তা করা উচিত?

তা অবশ্য ঠিক। আপনি যাবেন কি না বলুন?

এমন সময় হাসেমকে ঢুকতে দেখে মনিরুল বলল, আগে বলুন কি খাবেন?

বাইরে গিয়ে কিছু খাব ভেবেছিলাম।

সে যা হয় হবে এখন অল্প কিছু খান।

তা হলে যা হোক আনান।

চা-বিস্কুট খেয়ে বেরোবার সময় মনিরুল খলিলকে বলল, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। তারপর মনিকাকে নিয়ে বেরিয়ে এল।

গাড়ির কাছে এসে মনিকা ড্রাইভিং সিটে বসে পাশের দরজা খুলে দিয়ে মনিরুলকে উঠতে বলল।

মতিঝিল কাফের সামনে গাড়ি পার্ক করে দু'জনে ভিতরে ঢুকে এক কোণের টেবিলে বসল। বেয়ারা এলে মনিকা বলল, কি খাবেন, ভাত না বিরানী?

মনিরুল বলল, কোনোটাতেই আপত্তি নেই।

মনিকা ভাত ও মুরগির মাংসের অর্ডার দিল।

বেয়ারা অর্ডার সাপ্লাই না দেয়া পর্যন্ত তারা কেউ কোনো কথা বলল না, মাঝে মাঝে দু'জন দু'জনের প্রতি তাকাচ্ছে। ফলে বারবার চোখাচোখি হচ্ছে।

বেয়ারা অর্ডার সাপ্লাই দিয়ে চলে যাওয়ার পর মনিকা বলল, আমার দিকে বার বার চেয়ে কি দেখছেন?

মনিরুল বলল, আমিও তো ঐ একই প্রশ্ন করতে পারি?

তা পারেন। তবে প্রশ্নটা আমি আগে করেছি।

আপনাকে।

আমাকে কি আগে দেখেন নি?

দেখেছি। তবে আজকের মনিকাকে নয়।

কি দেখলেন?

বলতে পারব না।

তা নাই বললেন, কেমন আছেন বলুন?

তা জেনে আপনার লাভ?

লাভ-ক্ষতি ভেবে বলি নি। আপনিও তো তখন জিজ্ঞেস করলেন।

আমার লাভ ছিল বলে করেছি।

আপনি তো দেখছি খুব হিসেবি লোক। তখন বাইরে যাওয়ার কথা বলতে প্রয়োজনের কথা বললেন। এখন আবার ভালো-মন্দ জিজ্ঞেস করতে লাভের কথা বলছেন। ভদ্রতার খাতিরে মানুষ মানুষকে ভালোমন্দ জিজ্ঞেস করতে পারে না?

পারে, যদি তারা দু'জনেই ভদ্র হয়?

আমরা কি অভদ্র?

আপনি নয়, আমি।

উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছেন, এ কথা বলতে বাঁধল না?

শিক্ষারও প্রকারভেদ আছে। আমাদের শিক্ষা কালচার ও সমাজ যাকে ভদ্র বলে, আপনারা তাকে হয়তো অভদ্র মনে করেন। তাই এক সমাজের মানুষ অন্য সমাজের মানুষের কাছে অভদ্র, ইতর ও ছোটলোক হয়ে যায়। একজনের কাছে যেটা ভালো, অন্যের কাছে সেটা মন্দও হতে পারে।

কথাগুলো শুনে মনিকার মনে সেদিনের ঘটনাটা মনে পড়ল। লজ্জিত স্বরে বলল, সেদিনের ব্যবহারের জন্য আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইছি। আপনার কথাই ঠিক। আপনার শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতে আপনি সেদিন ঠিক কথাই বলেছিলেন। সেগুলোকে আমার শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতে খারাপ ভেবে আপনাকে ভুল বুঝে অপমান করেছি। আপনার পত্র পড়ে আমার সে ভুল ভেঙ্গে গেছে। আপনি আমার জ্ঞানের চোখ খুলে দিয়েছেন। তারপর মাথা নিচু করে বলল, আমি কি ক্ষমা পেতে পারি না?

মনিরুল মনিকার বার্থডে পার্টিতে উপহারের সঙ্গে চিঠিতে প্রেম নিবেদন করে প্রতি উত্তরের জন্য অনেক দিন অপেক্ষা করে যখন কোনো রিপ্লাই পেল না তখন ভেবেছিল, মনিকাকে পাওয়া তার সাধ্যের বাইরে। আরো ভেবেছিল, সে যদি সত্যিই আব্বার বন্ধুর মেয়ে হয় এবং আল্লাহ যদি তাকে আমার জোড়া করে পয়দা করে থাকেন, তা হলে যেমন করে হোক তাকে পাব। এই সব চিন্তা করে সে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে সবর করে আছে। আজ এতদিন পরে তাকে এই রকম পোশাকে আসতে দেখে এবং তার কথা শুনে নির্বাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। কোন কথা বলতে পারল না।

বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও মনিরুলকে চুপ করে থাকতে দেখে মনিকা মাথা তুলে তার দিকে চাইতে চোখে চোখে পড়ে গেল। সেই অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করল, কিছু বলছেন না যে?

আপনি কি শুধু মুখের কথা শুনতে চান?

কথা তো মানুষ মুখ দিয়েই বলে।

তা বলে, তবে সেখানে প্রবঞ্চনা থাকে।

তা হয়তো থাকে, তবে সবাই তা করে না। তারপর আবার বলল, কথা ঘোরাচ্ছেন কেন? ক্ষমা পেয়েছি কিনা বলুন।

নিজের মনকে জিজ্ঞেস করুন।

করেছি, তবু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

মনের থেকে পাওয়াটাই আসল পাওয়া। সেদিনের পত্র পড়ে তা মনে হয় নি?

হয়েছে।

তা হলে আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?

ভুল করে। একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

করুন।

আপনি যার কাছে চাকরি করছেন, উনি কি আপনার আত্মীয়?

হ্যাঁ, আমার চাচা। এবার আর কোনো কথা নয়। খেয়ে নিই আসুন ভাত-তরকারি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

খেতে খেতে মনিকা জিজ্ঞেস করল, উনি আপনার কি রকম চাচা হন?

চাচার আবার রকম ভেদ আছে নাকি?

নিশ্চয় আছে। আপনি কথা ঘোরাচ্ছেন।

আপনার কথা ঠিক। এখন কিছু বললে মিথ্যে বলতে হবে। নিশ্চয় আপনি তা চাইবেন না। একটা অনুরোধ করছি, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। কারণ আমি একটা প্রতিজ্ঞা করেছি, সেটা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারব না। সে জন্যে ক্ষমা চাইছি। আপনি যে আমার কাছে কতখানি তা পত্রের মাধ্যমে সেদিন জানিয়েছি। সেটা আমার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য, সে খবর আল্লাহপাককে মালুম। আমাকে হয়তো আপনি হ্যাংলা ও নির্লজ্জ

ভাবছেন। ভাবাটাই স্বাভাবিক। তবে যা কিছু ভাবেন না কেন প্রবঞ্চক ভাববেন না। প্রবঞ্চনাকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। একটা কথা আপনার মনে হতে পারে, যাকে ভালবেসেছি, যার জন্য সারা জীবন অপেক্ষা করতে পারি, এমনকি প্রয়োজনে জীবনও উৎসর্গ করতে পারি, তার কাছে পরিচয় প্রকাশ করছি না কেন? কারণটা আগেই বলেছি। বিশ্বাস করা না করা আপনার ব্যাপার। বিশ্বাস করেন যদি তা হলে নিজেকে ধন্য মনে করব। আর যদি না করতে পারেন, তা হলে আপনার যা মন চায় তাই করুন। আমার তক্বদিরে যা আছে তাই হবে।

মনিরুলের কথাগুলো মনিকার কানে খুব করুণ শোনাল। তার প্রতি মনিরুলের গভীর প্রেমের পরিচয় পেয়ে তার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। বাঁ হাতের রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, আমিও আপনাকে নিজের থেকে বেশি ভালবাসি এবং বিশ্বাস করি। কান্নায় গলা বুজে আসছে বুঝতে পেরে কোনো রকমে বলল, আমাকে খেতে বলে নিজে কথা বলে চলেছেন। আপনার ভাত-তরকারি ঠাণ্ডা হচ্ছে না বুঝি?

মনিরুল কিছু না বলে খেতে শুরু করল।

খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ আর কথা বলল না। বেসিনে হাত-মুখ ধুয়ে এসে মনিরুল দুটো কফির অর্ডার দিল।

মনিকা কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, আপনার পরিচয় জানতে চেয়ে আমি অন্যায় করেছি। তারপর কফির কাপটা রেখে দাঁড়িয়ে তার একটা হাত ধরে বলল, এই আপনার হাতে-হাত রেখে প্রমিস করছি, আর কোনো দিন এমন কোন কথা বলব না বা জিজ্ঞেস করব না, যা আপনার অসন্তুষ্টির কারণ হবে। বলুন আমাকে মাফ করে দিয়েছেন।

মনিরুল তার মুখের দিকে চেয়ে ছিল, দেখল, মনিকার চোখ দুটো পানিতে ভরে গেছে। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, বসুন কফিটা শেষ করুন। আপনার কথা শুনে খুশী হলাম। আজ আমরা দু'জন দু'জনকে সঠিকভাবে চিনতে পারলাম। আল্লাহর কাছে দো'য়া করি,তিনি যেন আমাদের পবিত্র রেখে আমাদের মনের বাসনা পূরণ করেন। একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করবেন না তো?

না করব না। বলুন কি বলবেন।

আপনার বাবা-মা আমাকে চেনেন? তারা যখন আমাদের ব্যাপারটা জানবেন, তখন কি হবে ভেবে দেখেছেন? নিশ্চয় সহজে মেনে নেবেন না?

আপনার অনুমান ঠিক। কোটিপতি বাবা-মা কি আর তাদের একমাত্র মেয়ের বিয়ে যার তার সঙ্গে দেবে! সে কথাও যে ভাবি নি তা নয়। সত্যি তারা এটা সহজে মেনে নেবে না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি তাদেরকে মানাতে পারব।

যদি না পারেন?

বললাম তো পারবই?

আমার মত সামান্য ছেলের জন্য বাবা-মার মনে কষ্ট দেবেন?

মনে কষ্ট যাতে না পায় সে ব্যবস্থা আমার জানা আছে। এখন ওসব কথা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।

কথাটা যে চিন্তা করার মতো। তা ছাড়া আপনাকে আমি কতটা সুখী করতে পারব, সেটাও চিন্তার বিষয়।

মনিকা একটু রাগের সঙ্গে বলল, আপনি তো খুব ডেঞ্জারেস ছেলে। একবার বলছেন আমার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারেন, আবার বলছেন মা-বাবার বাধা দেওয়ার কথা এবং নিজের দুর্বলতার কথা। আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না। প্রেম-ভালবাসার মধ্যে তো বাধা-বিপত্তি থাকবেই। তাতে অত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন?

মনিরুল মৃদু হেসে বলল, সে কথা আমিও জানি। নিজের জন্য চিন্তাও করছি না আর ঘাবড়াচ্ছিও না। আপনার জন্যেই যা কিছু।

আমার জন্য কিছু ভাববেন না। আমারটা আমি সামলাতে পারব। আপনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করলাম। এবার ওঠা যাক, বলে মনিকা দাঁড়িয়ে পড়ল।

মনিরুল তার দিকে তাকিয়েছিল। কিছু না বলে সেই ভাবেই থাকল।

কি হল, বসে রয়েছেন যে?

আরো কিছুক্ষণ বসুন। মূল্যবান সময় নষ্ট হলেও তার চেয়ে বেশি মূল্যবান জিনিষ আল্লাহ জানালেন।

মনিকা বসে বলল, আবার আসতে বলবেন না?

আজ তো আসতে বলি নি।

তবু ভদ্রতা বলে একটা কথা আছে।

আমার নেই।

কেন?

মোটর মেকানিক্সের আবার ভদ্রতা জ্ঞান।

আচ্ছা, আপনি নিজেকে শুধু মোটর মেকানিক্স মোটর মেকানিক্স বলেন কেন?

আমি যে তাই।

তবু বলবেন না।

কি বলব তা হলে? অন্য কিছু বললেও আপনার বাবা তো জানেন।

জানুক। তবু আমার সামনে বলবেন না।

বললে আপনার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে বুঝি?

সে কথা জেনেও জিজ্ঞেস করছেন কেন?

বলে দেখলাম আত্মসম্মান জ্ঞান আছে কি না।

কি দেখলেন?

আছে, কিন্তু আমি তা আশা করি নি।

কেন? আত্মসম্মান জ্ঞান থাকা কি অন্যায়?

না, তবে আমি তা পছন্দ করি না।

মনিকা অবাক হয়ে বলল, এটা কেমন কথা? যে যেমন, তার তেমন আত্মসম্মান থাকা উচিত।

তাকে অবাক হতে দেখে মনিরুল বলল, এতে অবাক হওয়ার কি আছে? আপনার কথা আপনার দৃষ্টিভঙ্গিতে ঠিক। আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে আত্মসম্মান জ্ঞানের প্রকারভেদ আছে। সে কথা আলোচনা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে। তবু অল্পকিছু বলছি, আত্মসম্মান জ্ঞান থাকা ভালো, যদি সেটা আত্মগরিমা না হয়। আত্মসম্মান থেকে আত্মগরিমা জন্মায়। যারা ধর্মীয় শিক্ষা পেয়ে সেইমতো অনুশীলন করে চলে, তারা আত্মসম্মানকে আত্মগরিমার দিকে ধাবিত হতে দেয় না। যদি দেখে সেদিকে ধাবিত হচ্ছে, তখন তারা ধর্মের আইনের শাসনে তা প্রতিরোধ করে। আত্মগরিমা মানে অহংকার। অহংকার থাকা কোনো মানুষের উচিত না আল্লাহপাক কোরআন মজিদে বলিয়াছেন, অহঙ্কার শুধু একমাত্র আমিই করতে পারি। কারণ আমি কুল মাখলুকাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান। আমার থেকে কেউ বড় নেই। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আসমান সমূহে ও জমিনে কারুর কিছু করার শক্তি নেই এবং অধিকারও নেই।'

আমি এখনও ধর্মীয় সব আইনের অনুশীলনে পরিপক্ক হতে পারি নি। তাই আত্মসম্মান জ্ঞানকে আত্মগরিমার দিকে মাঝে মাঝে ধাবিত হতে দেখে তা বিসর্জন দিয়েছি। তা ছাড়া আমি

দেখেছি আত্মসম্মান জ্ঞান থাকলে মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না। হাদিসে আছে, হজরত মুহাম্মদ (দঃ) বলিয়াছেন, 'মানুষের যার যা আছে, সেটা নিয়ে সে অহঙ্কার করে, যেমন ধনী সে ধনের অহঙ্কার করে, যে খুব শক্তিশালী সে শক্তির অহংকার করে যার রূপ আছে সে রূপের অহংকার করে। আবার আমাদের মধ্যে অনেকে বংশের অহঙ্কার করে। সব রকমের অহঙ্কার থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। অহঙ্কার সর্বনাশের মূল, একথা সকলের জানা উচিত। আমার কথায় যদি মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন, তা হলে ক্ষমা প্রার্থী।

মনিকা বলল, ক্ষমা চাইছেন কেন? তবে আপনার কথার বেশিরভাগ ঠিক হলেও তবু কিন্তু থেকে যাচ্ছে।

সেটা আমিও জানি। আত্মসম্মান জ্ঞান প্রত্যেকের থাকা উচিত তাও মানি। সেই আত্মসম্মান জ্ঞানের পাশে পাশে আত্মার জ্ঞানও আমাদের অর্জন করা একান্ত কর্তব্য। যদি আমরা তাই করতাম, তা হলে আমাদের সমাজের এত অধঃপতন হত না। যাই হোক, আজ এই পর্যন্ত থাক। পরে সময় মতো আরো আলোচনা করা যাবে। দু'জনের অনেক সময় নষ্ট হল। এবার চলুন। বাইরে এসে বলল, আপনি যান, আমি একটা রিকসা করে চলে যাব।

মনিকা আহত স্বরে বলল, এ রকম কথা বলতে পারলেন?

তার অবস্থা বুঝতে পেরে মনিরুল বলল, এমনি বলে ফেলেছি। আপনার মনে কষ্ট দেয়ার জন্য বলি নি।

মনিকা বলল, চলুন, আমি তো ঐ রাস্তা দিয়ে বাসায় যাব।

আজ সারাদিন মনিকা মনিরুলের কথা চিন্তা করছে। প্রথম দিনের দেখা হওয়া থেকে আজ পর্যন্ত তার আচার-ব্যবহার ও কথা-বার্তা পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে চিন্তা করে দেখল, মনিরুল সত্যি তাকে গভীরভাবে ভালবাসে। বাবার ঐশ্বর্যের দিকে তার কোনো লোভ নেই। তার মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল, তুইও তো তাকে গভীরভাবে ভালবাসিস। তা না হলে তাকে নিয়ে অত ভাবিস কেন? মনিকা জিজ্ঞেস করল, সে যদি বাবার বন্ধুর ছেলে না হয়? উত্তর এল, তবু তুই তাকে ভালবাসিস। ভেবে দেখ, তোকে না পেলে সে যেমন বাঁচবে না, তাকে না পেলে তুইও কি বাঁচবি? অত ভাবছিস কেন? মনিরুল তোর বাবার বন্ধুর ছেলে, একথার প্রমাণ তো অনেক পেয়েছিস।

রাতে ঘুমাবার সময় মনিরুলের কথা বারবার মনে পড়তে লাগল। বালিশের তলা থেকে মনিরুলের ফটোটা বের করে শুয়ে শুয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে বলল, কি গো মশায়, আমাকে বিয়ে করার ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে আমারই প্রেমে পড়ে গেলেন। আপনি কি জানেন, আমি সেই পাত্রী? যদি না জানেন, জানার পর খুব অবাক হবেন তাই না? তারপর হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে টেলিফোন সেটটা নিয়ে বুকের উপর রেখে মনিরুলকে ডায়েল করল। রিং বেজে চলছে, কেউ ধরছে না। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল পৌনে এগারটা।

ভাবল, এরই মধ্যে বাসায় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রিসিভার রাখতে যাবে এমন সময় ওপাশ থেকে রিসিভার তোলার শব্দ হল। একটু পরে একজন বয়স্কা মেয়ের গলা শুনতে পেল, হ্যালো কাকে চান?

এখানে মনিরুল নামে কেউ থাকেন?

ড্রইংরুমের দরজার পাশে টেলিফোন থাকে। সবাই টেলিভিশনে খবর শোনার পর ছেলেরা ইংরেজি বই দেখছিল। তাই তারা টেলিফোন বাজার শব্দ শুনতে পয় নি। মনিরুল খবর শুনে একটু আগে নিজের রুমে চলে এসেছে। তার রুমটা একদম কিনারে। তাই সেও শুনতে পায় নি। করিম সাহেব প্রতিদিনের মতো আজও দশটায় ঘুমিয়ে পড়েছেন। আনোয়ারা বেগম বাথরুমে গিয়েছিলেন। বেরিয়ে টেলিফোনে রিং হতে শুনে ফোন ধরেছেন। মেয়েলি গলা শুনে ভাবলেন, এত রাতে কোন মেয়ে আবার মনিরুলকে ফোন করল, মেয়েটার কথা শুনে বললেন, হ্যাঁ থাকে। কেন বলুন তো?

মনিকা বলল, তাকে কি ফোনটা দেয়া যায়?

আপনি কে বলছেন? আপনাকে তো চিনতে পারছি না।

আপনি চিনবেন না। ওনাকে বলুন মনিকা ফোন করেছে।

ধরুণ দিচ্ছি, বলে রিসিভারটা পাশে রেখে মনিরুলকে ডাকতে গেলেন। মনিরুল প্রতিদিনের মতো ঘুমাবার আগে অযু করে কুরআন তফসির পড়ছিল। চাচি আম্মার গলা পেয়ে সেটা বন্ধ করে রেখে আসার সময় বলল, কি হয়েছে চাচি আম্মা?

মনিকা নামে একটা মেয়ে তোমাকে ফোনে চাচ্ছে।

মনিরুল বলল, আপনি যান আমি ধরছি। আনোয়ারা বেগম চলে যাওয়ার পর রিসিভার ধরে বলল, হঠাৎ এত রাতে?

কেন? খুশী হন নি?

হয়েছি।

তবে জিজ্ঞেস করলেন কেন?

প্রশ্নটা এমনি মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

আমি কে না জেনেই কথা বললেন যে?

চাচি আম্মা বলেছেন। ফোন করার কারণ বললে খুশী হব।

কারণ ছাড়া করতে নেই বুঝি?

কারণ ছাড়া পৃথিবীতে কোন কিছু হয় কি?

তর্কে আপনার সঙ্গে পারব না। ওসব কথা বাদ দিয়ে বলুন কি করছিলেন? ডিস্টার্ব করলাম না তো?

কুরআন তফসির পড়ছিলাম। আপনি পড়েছেন?

না।

ধর্মীয় অন্য কোনো বই?

না।

কেন জানতে পারি?

প্রথমত কেউ কোনো দিন পড়ার কথা বলে নি। দ্বিতীয়ত পড়ার প্রয়োজন বোধ হয় নি বলে।

নিজের পিরচয় জানেন?

তা জানব না কেন? নিজের পরিচয় প্রত্যেক মানুষ জানে।

আমি ঐ পরিচয়ের কথা জিজ্ঞেস করি নি।

আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

না পারারই কথা। ঠিক আছে, সময়মতো বুঝিয়ে দেব। কি করছিলেন?

পড়ে উঠে খেয়ে আবার পড়তে বসলাম। কিন্তু মন বসল না।

কারণটা জানতে পারি?

পড়তে বসে আপনার কথা মনে পড়ল। আর আপনার কথা মনে পড়লে আমার তখন কিছু ভালো লাগে না। তাই তো ফোন করলাম। ফোন করেছি বলে আপনি কি বিরক্ত হয়েছেন?

না।

তা হলে কয়েকটা কথা বলতে পারি?

পারেন।

প্রথম দিন গাড়ি সারাতে গিয়ে আপনাকে ও আপনার ব্যবহার দেখে শুনে আমার মনে কি রকম যেন একটা অনুভূতি অনুভব হয়। তখন সেটা ঠিক ধরতে পারি নি। দ্বিতীয় দিন যখন আবার আপনার সঙ্গে আলাপ হল তখন প্রথম দিকে খুব মুগ্ধ হয়ে পড়ি। শেষে আপনি ড্রেস নিয়ে কথা বলাতে আপনাকে খুব মিন মাইন্ডেড ছেলে মনে হয়েছিল। তাই রাগে যা-তা বলে অপমান করে চলে আসি। তারপর আপনার চিন্তা মন থেকে দূর করে দিই। কিন্তু আমার জন্মদিনের পার্টিতে আপনার পাঠান উপহার ও আশীষবাণী এবং চিঠিটা আবার আমার মনে ঝড় তুলে চিন্তার গতি ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে দেয়। আর আজ দুপুরে আলাপের পর সেই গতিবেগ প্রচণ্ড বেগে বইতে শুরু করেছে।

এখন আর মিন মাইণ্ডেড মনে হয় না?

না।

কেন।

এখন বলব না। সময় হলে বলব।

যদি বলি আমি এখন শুনতে চাই।

তুমি সরি, আপনি শুধু মুখের কথা শুনতে চান?

মনিরুল হেসে উঠে বলল, কথা বলার জন্য আল্লাহপাক মুখ দিয়েছেন।

তিনি অন্তরও দিয়েছেন।

তা দিয়েছেন। তবে অন্তরের কথা মানুষ মুখ দিয়ে বলে।

উহঃ কি ছেলে রে বাবা। আচ্ছা, অত বুদ্ধি তোমার , সরি, আপনার আসে কোথা থেকে?

মস্তিষ্ক থেকে। এবার আমি একটা কথা বলি?

বলুন।

আমাকে আর আপনি করে বলতে হবে না।

মনিকা কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, কেন?

দু'জন দু'জনকে ভালবাসি বলে।

আপনি তা হলে আমাকে আপনি করে বলছেন কেন?

আর বলব না।

তাই?

হ্যাঁ তাই। এবার ফোন করার আসল কারণটা বল।

প্রথমেই সে কৈফিয়ৎ দিয়েছি।

তা মনে আছে। আরো কারণ আছে।

আমার মনের কথা তুমি জানলে কি করে?

জানা যায়।

কি করে বল না?

যে যাকে ভালবাসে, সে তার মনের খবর অনুমান করতে পারে। আর সেগুলোর বেশির ভাগ ঠিক হয়।

তা হলে কারণটা তো তুমি অনুমান করতে পেরেছ?

পেরেছি।

তবু জিজ্ঞেস করছ কেন?

সত্য কিনা যাচাই করার জন্য।

তা হলে তোমার কাছ থেকে আমি আগে জানতে চাই।

আগামীকাল তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাও এবং কখন সময় হবে সেই কথা জানার জন্য।

মনিকা তার কথা শুনে খুব অবাক হয়ে চিন্তা করল, সত্যি ছেলেটা খুব ব্রিলিয়ান্ট। কয়েক সেকেন্ড কথা বলতে পারল না।

কি হল কিছু বলছ না কেন?

তোমার অনুমান সত্য। এবার টাইমটা বল।

আগামী তিন-চার দিনের মধ্যে সম্ভব নয়।

বাজে কথা। তুমি চালাকি করছ।

আমি বাজে কথা বলি না আর চালাকিও করিও না।

তা হলে ঐরকম বললে কেন?

আগামীকাল বিদেশ থেকে কয়েকটা গাড়ি আসবে। সেগুলো চেক করে ডেলিভারি দিতে তিন-চার দিন সময় লাগবে।

তা হলে কবে ডেটটা বলবে তো?

মনিরুল হিসাব করে চারদিন পরে ডেট দিল।

টাইমটা বলবে না?

বিকেল পাঁচটায়।

ধন্যবাদ।

আর কিছু?

একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কর।

এতক্ষণ বিরক্ত করলাম, মনে কিছু করনি তো?

করেছি।

ক্ষমা করে দাও।

করা যাবে না।

কারণ?

কারণ আল্লাহর কাছে মনে মনে যা আশা করছিলাম, তিনি তাই দিলেন। সেই জন্য তোমাকে ক্ষমা না করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

আমিও তো তোমার মতো আশা করেছিলাম, তুমি ফোন করবে। কিন্তু আল্লাহ আমার আশা পূর্ণ করলেন না কেন?

সেটা তাঁর ইচ্ছা। তিনি যা ভালো বুঝেন করেন। সেখানে কারুর কিছু করার নেই। তাঁর ইচ্ছাতে সব কিছু চলছে। যদিও মানুষের কাছে সে সবের অনেক কিছু খারাপ বলে মনে হয়। প্রকারান্তরে এখন তিনি তোমারও মনের ইচ্ছা পূরণ করলেন।

কেমন করে?

ফোনে আমাকে পেয়ে। আমাকে নাও পেতে পারতে, অথবা আমাদের ফোন খারাপ থাকতে পারত। সে জন্যে তাঁর কাছে তোমারও শুকরিয়া জানান উচিত।

শুকরিয়া কথাটার অর্থ ঠিক বঝি না।

শুকরিয়ার শাব্দিক অর্থ ধন্যবাদ। তবে 'কৃতজ্ঞতা জানান' হল এর আসল অর্থ।

আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কর।

আমাদের দেখা-সাক্ষাত তুমি কি পছন্দ কর না?

করি।

তা হলে অগ্র ভুমিকা নাওনি কেন?

এর দুটো কারণ। একটা হল, আমরা পুরুষ। আমাদেরকে রুজি রোজগারের চিন্তা ভাবনা করতে হয়। সেই জন্য অনেক রকম কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি। অন্যটা হল, আমি সিওর যে, আমার কাছ থেকে শিথিলতা দেখলে তুমি অগ্র ভুমিকা নেবে, বুঝেছ খুকুমনি?

আমি বুঝি তাই? ভার্সিটিতে পড়ছি তা নিশ্চয় ভোলনি?

না ভুলি নি। বয়স ও দৈহিক দিক থেকে তুমি ম্যাচিওর হলে কি হবে, মনের দিক থেকে খুকুমনিই থেকে গেছ।

প্রমাণ দিতে পারবে?

অফকোর্স। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ, কতক্ষণ ফোনে কথা বলছ।

মনিকা ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, এক ঘণ্টারও বেশি সময় পার হয়ে গেছে। লজ্জিত স্বরে বলল, দুঃখিত।

এখন তা হলে রাখি?

রাখ। এই শোন, শোন, ঐদিন বিকেল পাঁচটার কথা মনে থাকবে তো?

থাকবে।

তা হলে এখন রাখছি।

রাখ বলে মনিরুল লাইন কেটে দিল।

নিদিষ্ট দিনে মনিকা বেলা ন'টায় মনিরুলকে অফিসে ফোন করল। মনিরুল সবে মাত্র এসে চেয়ারে বসেছে। ফোন বেজে উঠতে রিসিভার তুলে বলল, হ্যালো মনিরুল বলছি।

মনিকা অপর প্রান্ত থেকে বলল, কেমন আছ?

আল্লাহপাকের রহমতে ভালো। তবে সকাল থেকে মনটায় কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ করছি।

ওটা সবারই মাঝে মাঝে হয়। আমারও হয়। চিন্তা করো না। আজকের কথা মনে আছে?

আছে।

এই শোনে, আজ সন্ধ্যায় বাসায় একটা পার্টি আছে তোমাকে আসতে হবে। বিকেলে বলব।

কেন এখন বললে কি হয়?

কিছু হয় না। তবে সবকিছু ভেবে-চিন্তে করা বা বলা উচিত। এটা মনীষীদের কথা।

সব সময় বুঝি মনীষীদের কথা মেনে চল?

সব সময় আর পারি কই, তবে যতটা পারি মেনে চলার চেষ্টা করি।

আজ না হয় আমার কথা মেনে চললে।

তাও ভেবে দেখতে হবে।

আচ্ছা সব কিছুতে তুমি একটু চাপা, কেন বল তো? এ

রকম ছিলাম না। ভাগ্যের ফেরে হতে হয়েছে। সেটা কেটে গেলে আবার তোমার মতো ফ্রি হতে পারব।

আমি বুঝি খুব ফ্রি?

তা না হলে এরকম প্রশ্ন করলে কেন?

কি জানি হয়তো তোমার কথা ঠিক। পাঁচটার সময় কোথায় আসব?

আমি গেটের কাছে অপেক্ষা করব।

এবার রাখার অনুমতি পেতে পারি?

পার।

মনিকা রিসিভার রেখে দেওয়ার পর মনিরুলও রেখে দিয়ে কাজে মন দিল।

বেলা দশটার সময় মনিরুল তার মায়ের টেলিগ্রাম পেল 'ইউর ফাদার সিরিয়াস, কাম সার্প' টেলিগ্রাম পেয়ে মরিনুলের মন আব্বার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি করিম সাহেবকে ফোন করে জানাল।

করিম সাহেব বললেন, এখন কি করতে চাও?

এক্ষুনি বাড়ি যেতে চাই।

নিশ্চয় যাবে। বাসায় গিয়ে তোমার চাচি আম্মাকে সব বুঝিয়ে বলে যাও। টাকা-পয়সা যা দরকার ক্যাসিয়ারের কাছ থেকে নিয়ে যাও। এবার নিশ্চয় তোমার পরিচয় বলতে বাধা নেই?

বলব, তবে আপনাকে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে। আমার পরিচয় এখন কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। আমার স্বপ্ন সফল হওয়ার পর আর নিষেধ করব না।

ঠিক আছে বাবা, তাই হবে। এখন বল।

খুলনা বাগের হাটে আমার বাড়ি। আমার আব্বার নাম চৌধুরী আবুল কালাম।

কি বললে? তুমি কালাম সাহেবের ছেলে? কি আশ্চর্য্য এতদিন না বলে খুব অন্যায় করেছ। উনি তো আমার আত্মীয় হন। তোমার নানা আমার আব্বার চাচাতো ভাই। ভাগ্য বিপর্যয়ে পড়ে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। তারপর থেকে আমি এখানে কাজ করছি। তোমার আম্মার নাম তো সালেহা বেগম। খুলনা টাউনে তোমার আম্মার নামে একটা বাড়ি আছে।

জি আছে।

তুমি যাবে কিসে? আমার গাড়িটা নিয়ে যাও।

তা কি করে হয়? আপনার অসুবিধে হবে।

সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। অসুবিধে হলে অফিসের গাড়ি তো আছেই।

মনিরুল গাড়ি নিয়ে এগারটার সময় রওয়ানা দিল।

আজ পাঁচটার সময় যে মনিকা আসবে এবং ঘণ্টা দু'য়েক আগেও যে সে ব্যাপারে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সে কথা আব্বার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে ভুলে গেল।

মনিরুল রাগ করে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর কালাম সাহেব বেশ কিছুদিন গরম হয়েছিলেন। সালেহা বেগমকে ছেলের জন্য কান্নাকাটি করতে দেখে মেজাজ দেখিয়ে বলেছেন, যে ছেলে বাপ-মার কথার অবাধ্য, ছেলের জন্য আবার তুমি কাঁদছ? অমন ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো আমার সামনে আর কোনো দিন কান্নাকাটি করবে না।

সালেহা বেগম কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ছেলের দরদ বাপ কি বুঝবে? মা হলে বুঝতে পারতে। ছেলে যতই খারাপ হোক, তবু মায়ের কাছে সে ছেলে । তোমার জান এত শক্ত? বাপ হয়ে বলছ, অমন ছেলের দরকার নেই।

কালাম সাহেব আরো রেগে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, একশ বার বলব, অমন ছেলের দরকার নেই। জানব, আমাদের বড় ছেলে নেই। প্রথম কিছু দিন রাগেরবশত ঐ রকম বললেও ক্রমশ তিনিও ছেলের জন্য মনে খুব অস্থিরতা অনুভব করতে লাগলেন। বড় ছেলের প্রতি সব বাবারই একটু বেশি টান থাকে। দিনের পর দিন না দেখে তার চিন্তায় খুব মুষড়ে পড়েন। কোথায় গেল, কি করছে, কি খাচ্ছে, এই সব চিন্তা করতে করতে মাঝে মাঝে কেমন হয়ে যান।

সালেহা বেগম ছেলের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে কিছুটা শান্তি পেয়েছেন। ছেলে কসম দিয়ে বলেছে, তুমি যদি আব্বাকে আমার কথা বল, তা হলে আমি আর তোমাকেও চিঠি দেব না। ছেলের কথা স্মরণ করে তিনি স্বামীকে শুধু প্রবোধ দেন। তার কথা বলতে পারেন না।

একদিন হঠাৎ কালা, সাহেব মসজিদে অযু করে দাঁড়াতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান। লোকজন ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে আসে।

সালেহা বেগম কাঁদতে কাঁদতে তাড়াতাড়ি ডাক্তার আনালেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন , এক্ষনি হাসপাতালে নিতে হবে। ওনার ছোটখাটো স্ট্রোক হয়ে গেছে।

মানসিক চিন্তায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। মাস খানেক রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে।

মনিরুল যখন বাড়িতে গিয়ে পৌছাল তখন রাত আটটা সালেহা বেগম হাসপাতালে স্বামীর কেবিনে তার বড় বোন হালিমা বাপের অসুখের কথা শুনে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বিকেলে বাসার সবাই হাসপাতালে গিয়ে কালাম সাহেবকে দেখে এসেছে। মনিরুলের এক ফুপুও ভাইকে দেখতে এসেছেন। মনিরুল বাড়িতে ঢুকে আব্বার খবর শুনে ফুপুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

তিনিও কাঁদতে কাঁদতে ভাইপোর ওপর আক্ষেপ করে প্রবোধ দিলেন। তার বুবু ও দুলাভাই তাকে অনেক প্রবোধ দিল। তারপর ছোট ভাই রশিদুলকে নিয়ে মনিরুল হাসপাতালে গেল।

কালাম সাহেব এখন একটু সুস্থ। মনিরুল আব্বা-আম্মাকে কদমবুসি করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমাকে তোমরা মাফ করে দাও।

ওনারাও ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হল।

এক সময় সালেহা বেগম বললেন, আগে তুই বল, আমাদেরকে ছেড়ে আর এভাবে কোনো দিন যাবি না।

মনিরুল কাঁদতে কাঁদতে তা স্বীকার করল। তারপর চোখ মুছে আব্বার পায়ে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, আল্লাহর ইচ্ছায় ও তোমাদের দো'য়ার বরতে আমি চাকরি করতে করতে ভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে সি. এ. পরীক্ষা দিয়েছি। সামনের মাসে রেজাল্ট বেরোতে পারে। তোমরা দো'য়া কর, আমি যেন ভালোভাবে কৃতকার্য হতে পারি।

ওনারা দো'য়া করে বললেন, তুই এবার বাসায় গিয়ে রেস্ট নে। এতটা পথ এসেই এখানে এসেছিস।

ছেলেকে পেয়ে কালাম সাহেব মনের মধ্যে অনেক জোর পেলেন। পরের দিন ডাক্তারদের সে কথা বলে বাসায় ফিরতে চাইলেন

ডাক্তাররা বললেন, অন্তত দিন পনের আপনাকে এখানে থাকতে হবে। তারপর বাড়িতে গিয়েও কমপক্ষে আরো পনের দিন বেডরেস্টে থাকতে হবে। একটু এদিক ওদিক হলে হাত-পা প্যারালাইজড হয়ে যেতে পারে।

পরের দিন মনিরুল ফোন করে করিম সাহেবকে খবরাখবর জানিয়ে বলল, আব্বা সুস্থ হওয়ার পর আমি ফিরব।

ঐদিন বিকেল পাঁচটায় মনিকা ওয়ার্কশপের গেটে এসে মনিরুলকে দেখতে পেল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে অফিসে গেল।

পিয়ন হাসেম তাকে চিনতে পেরে বলল, আপনি কি স্যারের কাছে এসেছেন?

মনিকা বলল, হ্যাঁ।

উনি নেই। বেলা সাড়ে দশটার দিকে বেরিয়ে গেছেন। আর আসেন নি। তবে আজ ম্যানেজার সাহেব আছেন। দরকার থাকলে ওনার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।

মনিকা তাকে আর কিছু না বলে ভিতরে ঢুকে ম্যানেজারের রুমের পর্দা সরিয়ে বলল, আসতে পারি?

করিম সাহেব একটা ফাইল দেখছিলেন। মেয়েলি কণ্ঠ শুনে তার দিকে চেয়ে বললেন, আসুন।

মনিকা ভিতরে এসে সালাম জানাল।

করিম সাহেব সালামের উত্তর দিয়ে তাকে বসতে বললেন। বসার পর জিজ্ঞেস করলেন, কি জন্যে এসেছেন বলুন।

আমি মনিরুলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

আপনি যে এ সময় আসবেন, মনিরুল জানত?

জি। আজ সকাল ন'টায় ফোনে তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আমাকে তুমি করে বললে খুশী হব। আমি তো আপনার মেয়ের তো।

ঠিক আছে, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করো না। ওর সঙ্গে তোমার কত দিনের পরিচয়?

প্রায় বছর খানেকের মতো হবে।

তাই না কি?

জি।

তোমার আব্বার নাম কি? উনি কি করেন?

মোহাম্মদ আসিফ। উনি ব্যবসা করেন।

তুমি কি বিখ্যাত বিজনেস ম্যাগনেট আসিফ সাহেবের কথা বলছ? যাঁর আসল দেশ খুলনা বাগেরহাটে। মধুবাগে বাড়ি করেছেন।

জি, উনিই আমার আব্বা।

আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব, তুমি কি মনিরুলের পরিচয় জানো?

সঠিক জানি না। জিজ্ঞেস করেছিলাম বলে নি। শুধু বলেছে সময় হলে বলবে। আর বলেছে আপনি ওর চাচা, আপনাদের বাসায় থাকে।

কথাটা শুনে তোমার কি মনে হবে জানি না, আজ দশটার সময় ওর মায়ের টেলিগ্রাম পেয়ে বাড়িতে গেছে। ওর আব্বার অবস্থা খুব সিরিয়াস।

কথাটা শুনে মনিকা চমকে উঠল, বলল, আপনি ওর বাবাকে চেনেন? ওর দেশ কোথায় জানেন?

জিজ্ঞেস করতে তোমার মতো আমাদেরকেও ঐ একই কথা বলেছিল। তবে আজ টেলিগ্রাম পাওয়ার পর জিজ্ঞেস করতে বলল, বাড়ি খুলনা বাগেরহাটে, ওর আব্বার নাম কামাল চৌধুরী।

শুনে মনিকা চমকে উঠল।

করিম সাহেব তা লক্ষ্য করে বললেন, মনে হচ্ছে তুমি ওর আব্বাকে চেন।

মনিকা বলল, উনি আমার বাবার বন্ধু।

করিম সাহেব বললেন, উনি যে আমাদের গ্রামের জামাই, আজই তা জানতে পারলাম।

মনিকা বলল, মেয়ে হয়ে একটা অনুরোধ করব রাখবেন?

বল মা কি বলবে?

আমি যে ওর পরিচয় জানতে পেরেছি, সে কথা ওকে বলবেন না।

করিম সাহেব হেসে উঠে বললেন, ঠিক আছে মা, তাই হবে। আমাকেও সে কিন্তু এখন তার পরিচয় কাউকে জানাতে নিষেধ করেছিল। আমার সে কথা মনেই ছিল না। তুমি জিজ্ঞেস করতে বলে ফেললাম।

এবার তা হলে উঠি?

না বস । তারপর কলিংবেল চাপ দিয়ে বললেন, কিছু খেয়ে যাও।

মনিকা আপত্তি করে বলল, আর একদিন খাব।

করিম সাহেব শুনলেন না। নাস্তা খাইয়ে ছাড়লেন।

আজ মনিরুলকে সবাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে বলে মনিকা সন্ধ্যার পর পার্টির আয়োজন করেছিল। সে দেশে চলে গেছে শুনে প্রথমে তার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। পরে তার পরিচয় পেয়ে এবং নিজের অনুমান সত্য জেনে আনন্দ ধরে রাখতে পারছে না। আবার তার আব্বার অসুখের কথা শুনে সহানুভূতিতে মন ভরে উঠছে। এই সব কারণে এবং যার জন্য আজ পার্টি, সে নেই, তাই পার্টিতে কারো সঙ্গে তেমন ব্যবহার করতে পারল না। তার অবস্থা আসিফ সাহেব ও রাহেলা বেগমের চোখ এড়াল না। মেয়ে যেন বিশেষ কারো জন্য বিষণ্ন। পার্টি শেষে সকলে চলে যাওয়ার পর আসিফ সাহেব মেয়েকে কাছে বসিয়ে বললেন, তুই নিজে পার্টির আয়োজন করলি অথচ তোকে বেশ বিষণ্ন ও চিন্তিত দেখাচ্ছে। কারণটা কি বল তো মা

রাহেলা বেগমও সেখানে ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোর কি কোনো বিশেষ বন্ধুর পার্টিতে আসার কথা ছিল?

মনিকা বলল, তোমাদের অনুমান ঠিক। যার জন্য পার্টি দিলাম, তার বাবা হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারে নি। ভেবেছিলাম, আজ তার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেব, তা আর হল না।

আসিফ সাহেব বললেন, তাতে কি হয়েছে, ছেলেটার বাবা সুস্থ হলে একদিন সঙ্গে করে নিয়ে আসিস।

তাই আনব বলে মনিকা নিজের রুমে চলে গেল।

বাড়িতে আসার দু'দিন পর রাত দশটায় মনিরুল মনিকাকে ফোন করল।

মনিকা পড়তে পড়তে চমকে উঠল, কারণ এত রাতে মনিরুলের ফোন ছাড়া আর কারো হতে পারে না। তাড়াতাড়ি রিসিভার তুলে বলল, মনিকা বলছি।

আমি মনিরুল।

তুমি না, তুমি না বলে থেমে গেল। তখন তার আনন্দেও অভিমানে জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে।

কি হল থেমে গেলে কেন? আমি কি?

তুমি একটা বাজে ছেলে। যাও তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

অলরেডি তো বলছ।

বটে?

অস্বীকার করতে পার?

ঠিক আছে, তোমার বাবা কেমন আছেন? কি হয়েছে ওনার?

পড়ে গিয়ে ছোট খাট স্ট্রোক হয়েছিল। এখন আল্লাহপাকের রহমতে ভালো আছে। এ সব খবর জানলে কি করে?

ঐদিন গেটে তোমাকে না পেয়ে অফিসে গিয়ে তোমার চাচাকে জিজ্ঞেস করতে উনি বলেছেন, যাওয়ার আগে টেলিফোন করে আমাকে জানাতে পারতে? না। তার দরকার মনে কর নি? আমার বুঝি চিন্তা হয় না?

হয়। তবে কি জান, আম্মার টেলিগ্রামে আব্বার অসুখের কথা শুনে আমার মাথা ঠিক ছিল না। তাই কোনো কিছু ভাববার সময় পাইনি। আশা করি জানার পর ক্ষমা করেছ?

ক্ষমা তো করতেই হবে। কেমন আছ বল?

ভালো। তুমি?

শারীরিক ভালো, মানসিক অসুস্থ।

কারণটা জানতে পারি?

জেনেও জিজ্ঞেস করছ কেন?

ক্ষমা চাওয়ার পর সুস্থ হয় নি?

হয়েছে তবে পুরোটা নয়।

কি করলে পুরোটা হবে?

তোমার দেখা পেলে। কতদিনে ফিরছ?

আল্লাহ রাজি থাকলে আব্বা সুস্থ হলেই ফিরব।

তবু কতদিন দেরি হবে?

সেটা আল্লাহকে মালুম।

অনুমান করে বল না?

বিশ-পঁচিশ দিন হতে পারে।

মনিকা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এতদিন তোমাকে না দেখে থাকব কি করে?

আমি যেভাবে থাকব।

কোথা থেকে ফোন করছ?

বাড়ি থেকে।

তা তো জানি। জায়গাটার নাম বলবে তো!

বলতে পারব না।

প্লিজ বল না।

বললাম তো পারব না।

এবার কেঁদে ফেলব কিন্তু?

সাধে কি আর সেদিন তোমাকে খুকুমণি বলেছিলাম।

না হয় খুকুমণিই হলাম। এবার বল।

গিয়ে বলব।

নটি বয়।

আমি নটি হলে, তুমি নটি গার্ল।

আচ্ছা ছেলে তো, কোনো কথাতেই পারা যাচ্ছে না। তোমার ফোন নাম্বার বল।

বলা যাবে না।

কেন?

উত্তরটাও গিয়ে বলব।

মনিকার বেশ রাগ ও অভিমান হল। বলল, যখন কিছুই বলা যাবে না তখন ফোন করেছ কেন? কথা শেষ করে ফোন ছেড়ে দিল।

মনিরুল তার অবস্থা বুঝতে পেরে মৃদু হেসে রিসিভার রেখে চিন্তা করল, চাচার কাছ থেকে কি মনিকা তার পরিচয় জেনে গেছে? আবার চিন্তা করল, চাচাকে বলতে নিষেধ করেছিলাম। যাই হোক গেলেই জানা যাবে।

পনের দিনের জায়গায় কুড়ি দিন পর কালাম সাহেব হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন। বাসায় ফিরে ডাক্তারের পরামর্শ মতো বেডরেস্টে রইলেন। দশ-পনের দিন পর উনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

একদিন মনিরুল আব্বা-আম্মাকে বলল, আমাকে এবার ঢাকায় ফিরে যেতে হবে যার অফিসে চাকরি করছি, উনার বাসাতে থেকে লেখাপড়াও করছি, উনার অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। শিগগির ফেরা দরকার। আসার সময় জোর করে নিজের গাড়ি দিলেন যাতায়াতের অসুবিধেও হচ্ছে।

ছেলের কথা শুনে কালাম সাহেব বললেন, তুমি রিজাইন লেটার লিখে দাও। আমাদের ড্রাইভার গাড়ি আর লেটারটা দিয়ে আসবে। তোমাকে আর চাকরি করতে হবে না।

মনিরুল কি করবে চিন্তা করতে লাগল।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে সালেহা বেগম বললেন, তোর আব্বা ঠিক কথা বলেছে। পড়াশোনা যখন শেষ হয়েছে তখন আর চাকরি করবি কেন? তোর আব্বার অবস্থা এ রকম। আমার কখন কি হয় তা আল্লাহপাক জানেন।

মনিরুল বলল, তোমরা আমাকে কিছু দিনের জন্য অনুমতি দাও। যিনি বিপদের দিনে চাকরি দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে, টাকা পয়সা খরচ করে তিন বছর লেখাপড়া করার সুযোগ দিয়েছেন তাকে সন্তুষ্ট করে আসা উচিৎ কিনা তোমরাই বল! ওনার স্ত্রীও আমাকে নিজের ছেলের মতো দেখেছেন। রিজাইন লেটার ও গাড়ি পাঠালে ওনারা মনে খুব কষ্ট পাবেন। এটা করা কি আমাদের উচিত হবে?

কালাম সাহেব নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললেন, অনেক দিন পরে তোমাকে পেয়ে আর ছাড়তে ইচ্ছা করছে না, তাই বলে ফেলেছি। তুমি ঠিক কথাই বলেছ। ওনাকে সন্তুষ্ট করা আমাদের সকলের কর্তব্য। ওনাকে ফোন করে জানিয়ে দাও, তুমি দুই-একদিনের মধ্যে যাচ্ছ।

মনিরুল বলল, জি, জানাব।

মনিকা ঐ রাতে ফোন ছেড়ে দেয়ার পর মনিরুল প্রতি রাতে ফোন করেছে। কিন্তু মনিকা রিসিভার তুলে তার গলা শুনেই রেখে দেয়। প্রথম দিকে মনিরুলের মনে হয়েছে তাকে বাড়ির ঠিকানা ও ফোন নাম্বার দিইনি বলে মনিকা অভিমান বা রাগ করে এই রকম করছে। পর পর কয়েকদিন একই ঘটনা ঘটতে দেখে মনিরুলেরও অভিমান হল। ভাবল, বড় লোকের মেয়েরা বড় ঠুনকো। সামান্য একটুকে সিরিয়াস ভাবে। বড় মেয়ে তো কি হয়েছে? আমিও তো বড়লোকের ছেলে। তার যদি দেমাগ থাকতে পারে, তা হলে আমার থাকবে না কেন? আমিও দেখে নেব কত দিন সে রাগ করে থাকে? সঙ্গে সঙ্গে তার বিবেক তাকে চাবুক মেরে বলল, মনিরুল, তুমি অহঙ্কারী হয়ে যাচ্ছ। সেই মেয়ের মধ্যে ধর্মীয় এলেম নেই। তাই সে ঐ রকম হতে পারে। তোমার মধ্যে তো তা আছে, তবে তুমি কেন মূর্খের মতো ঐ সব ভাবছ? জান না, অহঙ্কারীকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দঃ) ভালবাসেন না? অহঙ্কার ইহকাল-পরকাল ধ্বংস করে দেয়। তৎক্ষণাৎ মনিরুল তওবা পড়ে আল্লাহপাকের কাছে ক্ষমা চাইল। এরপর থেকে সে আর মনিকাকে ফোন করল না। এই ভেবে সবর করল, আল্লাহর যা মর্জি তা হবেই। তবে আর তাকে নিয়ে চিন্তা করার কি আছে। মনকে আল্লাহও তাঁর রাসূলের (দঃ) বাণী শুনিয়ে প্রবোধ দিলেও রাত্রে ঘুমোবার সময় মনিকাকে ফোন করার জন্য মন ছটফট করে। তার চিন্তায় অনেক রাত ঘুমাতে পারে নি।

মনিরুলের বড় বোন হালিমা এখনো আছে। একদিন আব্বা আম্মাকে বলল, এবার তোমরা মনিরুলের বিয়ের ব্যবস্থা করো। মনে হয় এখন আর অমত করবে না। আব্বার দিকে তাকিয়ে আবার বলল, তোমার ঢাকার সেই বন্ধুর মেয়ের খোঁজ নিয়ে দেখ, তার বিয়ে হয়ে গেছে কিনা। যদি না হয়ে থাকে, তা হলে সেখানেই ব্যবস্থা কর। তুমি যে ফটোটা এনেছিলে সেটা দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আচ্ছা, ফটোটা কি মনিরুল দেখেছিল? সেটা এখন কোথায় ?

স্বামী কিছু বলার আগে সালেহা বেগম বললেন, আমি তাকে একবার দিয়েছিলাম, দেখেছে কিনা জানি না। সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়ে রাগ করে উঠে চলে গিয়েছিল। সেটা আমার আলমারিতে আছে। দাঁড়া এনে দিচ্ছি। তুই তাকে দিয়ে জিজ্ঞেস করবি তার পছন্দ হয় কিনা। তবে এটা যে তোর আব্বার বন্ধুর মেয়ের ফটো, সে কথা বলবি না। তারপর তিনি ফটোটা এনে মেয়ের হাতে দিলেন।

কালাম সাহেব হাসপাতালেই চিন্তা করেছেন, যদি ঢাকার বন্ধুর মেয়েটার বিয়ে না হয়ে থাকে, তা হলে এবার তার সঙ্গে মনিরুলের বিয়ের ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করবেন। বাসায় এসে একদিন ফোনে বন্ধুকে ছেলের ফিরে আসার কথা বলে তার মেয়ের বিয়ের কথা

তুলেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন, মেয়ের মতামত নিয়ে জানাবেন। কালাম সাহেব এখন মেয়ের কথা শুনে বললেন, তোমাদের বলার আগেই আমি বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করেছি।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর হালিমা ফটোটা নিয়ে মনিরুলের ঘরে গিয়ে দেখল, সে বসে বসে একটা বই পড়ছে।

বুবুকে আসতে দেখে বইটা রেখে বসতে বলে বলল, দুলাভাই কবে আসবে?

সামনের মাসে পাঁচ তারিখে । তুই কবে ঢাকায় যাবি?

পরশু দিন ঠিক করেছি।

হালিমা ফটোটা তার দিকে বাড়িয়ে বলল, দেখতো মেয়েটাকে তোর কেমন লাগে! আমাদের সকলের খুব পছন্দ।

মনিরুল ফটোটা না নিয়ে বলল, তোমরা এত তাড়াহুড়ো করছ কেন? আগে ঢাকার কাজ সেরে ফিরে আসি তারপর দেখা যাবে।

হালিমা বলল, তুই যখন বলবি তখন সব কিছু হবে। তোর অমতে আমরা কিছু করব না।

মনিরুলের মানসপটে তখন মনিকার কথা ভেসে উঠেছে। তাকে দেখার পর থেকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, মনিকাকে ছাড়া আর কোনো মেয়েকে বিয়ে করবে না। সেই জন্য সে আল্লাহপাকের দরবারে নিজের মনের বাসনা সব সময় জানায়। ইদানিং মনিকার ব্যবহারে সে রুষ্ট হলেও তার কথা সব সময় ভাবে।

তাকে চুপ করে ভাবতে দেখে হালিমার মনে সন্দেহ হল, তা হলে মনিরুল কি ঢাকার কোন মেয়েকে ভালবাসে? জিজ্ঞেস করল, কিরে এতক্ষণ ধরে কি ভাবছিস? বড় বোনের কথা রাখবি না? বিয়ে করিস আর না করিস দেখতে তো আর দোষ নেই!

বড় বোনকে খুশী করার জন্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফটোটা হাতে নিয়ে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। তখন তার আর একটা কথা মনে পড়ল। এই ফটোটাই তিন সাড়ে তিন বছর আগে আম্মা একবার আমাকে দেখতে দিয়েছিল। তাই মনিকাকে প্রথম দেখার পর থেকে চেনাচেনা মনে হয়েছিল।

তাকে চমকে উঠতে দেখে হালিমা বলল, কিরে, তুই চমকে উঠলি কেন? মেয়েটাকে চিনিস নাকি?

মনিরুল বলল, হ্যাঁ চিনি।

তোর পছন্দ হয়?

মনিরুল একটু গম্ভীর হয়ে বলল, পরে বলব, ফটোটা আমার কাছে থাক, তুমি এখন যাও।

হালিমা ভাইয়ের পরিবর্তন লক্ষ্য করে আর কিছু না বলে চলে গেল।

সালেহা বেগম মেয়েকে মনিরুলের ঘরে যেতে দেখেছেন। ফিরে এলে জিজ্ঞেস করলেন, তোর ভাইকে ফটোটা দিয়েছিস?

হ্যাঁ দিয়েছি।

দেখে কিছু বলল?

মনে হয় পছন্দ হয়েছে। মেয়েটাকে চেনে বলেও বলল। মতামত পরে জানাবে বলেছে। তোমরা এখন আর কিছু বলো না।

সালেহা বেগম আল্লাহপাকের শোকর গোজারি করে বললেন, না মা আমরা তাকে আর কিছু বলব না। শুধু দো'য়া করব, আল্লাহ যেন ওর সুমতি দেন।

একমাস দশদিন পর এক সপ্তাহ হতে চলল, মনিরুল ঢাকায় ফিরে আগের মতো অফিসের কাজ করছে। কিভাবে চাচা-চাচিকে কথাটা বলবে ভেবে ঠিক করতে পারছে না। এদিকে মনিকার চিন্তাও তার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। একদিন ন'টার সময় অফিসে এসে মনিকাকে ফোন করল। মনিকা তখন ভার্সিটি চলে গেছে। আজ তার ন'টায় একটা ক্লাস আছে।

রাহেলা বেগম মেয়ের ঘরে একটানা রিং বাজতে শুনে রিসিভার তুলে বললেন, হ্যালো, কে বলছেন?

গলা শনে মনিরুল বুঝতে পারল, মনিকা নয়। বলল, আমাকে চিনবেন না মনিকাকে একটু দেয়া যায়?।

রাহেলা বেগম বললেন, সে তো কিছুক্ষণ আগে ভার্সিটি চলে গেছে।

আপনি কে বলছেন?

ওর মা। ওকে কিছু বলতে হবে?

বলবেন মনিরুল মতিঝিল থেকে ফোন করেছিল।

ঠিক আছে বলব। ওপাশে রিসিভার রাখার শব্দ পেয়ে তিনিও রেখে দিলেন। তিনটের সময় মনিকা ফিরলে, রাহেলা বেগম মেয়েকে বললেন, তুই চলে যাওয়ার পরপর মনিরুল নামে একটা ছেলে মতিঝিল থেকে তোকে ফোন করেছিল।

মনিকা মায়ের মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল, তাই নাকি? কিছু বলে নি?

না। জিজ্ঞেস করতে শুধু ঐকথা তোকে বলতে বলল। ছেলেটা কে রে? পরিচয় জানতে চাইতে বলল, আমাকে চিনবেন না।

মনিকা বলর, ঐদিন পার্টিতে যে ছেলেটার কথা তোমাদেরকে বলেছিলাম, তার বাবার অসুখের কথা জেনে দেশে গিয়েছিল বলে আসতে পারে নি, সেই ছেলেটা। এখন খেতে দাও ক্ষিধে পেয়েছে।

খেয়ে নিজের রুমে এসে মনিকা মনিরুলকে ফোন করবে কিনা চিন্তা করে ঠিক করল, আরো দু'একদিন দেখা যাক, সে আবার করে কিনা।

ঐ দিন রাতে মনিরুল ঘুমাবার সময় ভাবল, ফোন করলাম, অথচ সে করল না কেন? তা হলে কি সত্যি সত্যি সে বড়লোকের মেয়েদের মতো আমাকে ছাঁটাই করে অন্য কারুর প্রতি ঝুঁকেছে? আল্লাহ না করুন, যদি তাই হয়, তা হলে সে যাতে সুখী হয় হোক। আমি তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াব না। আল্লাহ আমার তকদিরে যা লিখেছেন তাতে সবর করে থাকব। কথাগুলো ভাবল বটে, কিন্তু মনিকার চিন্তা এক মুহূর্তের জন্যও মন থেকে সরাতে পারল না। আবার ভাবল, ফিরে গিয়ে আব্বা-আম্মকে কি বলব?

পরের দিন সকালে নাস্তা খাওয়ার সময় চাচা-চাচিকে তার আব্বার কথা জানিয়ে বলল, আমার কি করা উচিত আপনারা বলে দিন। আমার মাথায় তো কিছুই আসছে না। একদিকে উনাদের হুকুম, আর একদিকে আপনাদের মনে আমি সামান্যতমও কষ্ট দিতে পারব না।

মনিরুলের কথা শুনে উনাদের দু'জনেরই মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু করিম সাহেব স্ত্রীর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বললেন, দুনিয়ার মধ্যে সন্তানের কাছে মা-বাবা সর্বাপেক্ষা সম্মানীয়। তারপর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন। আমার মতে তোমার মা-বাবার কথামতো তোমার কাজ করা উচিত। তুমি যেমন আমাদেরকে আপন ভেবেছ, আমরাও তেমনি তোমাকে তাই ভেবেছি। তুমি চলে গেলে আমাদের ব্যবসা কিছুটা হ্যাম্পার করবে। ইনশাআল্লাহ আমরা তোমার জায়গায় ভাল লোক রেখে কিছু দিনের মধ্যে তা পূরণ করতে পারব। নিজেদের স্বার্থের জন্য তোমাকে আটকাতে পারব না। তবে চাচা হিসাবে বলছি, তুমি যে সমস্ত কাজ কর, সে গুলোর জন্য যে ক'জন লোকের দরকার , তাদের এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবার দায়িত্ব তোমাকে দিলাম। এটা করে তুমি চলে গেলে আমাদের আর কোনো দুঃখ থাকবে না। আর একটা কথা, মাঝে মাঝে আমাদের কাছে আসবে। যদি তাই কর তা হলে বুঝব, আমাদেরকে কতটা চাচা-চাচি জ্ঞান কর। শেষের দিকের কথাগুলো বলার সময় গলা ভারী হয়ে এল।

মনিরুল উঠে ওনাদেরকে কদমবুসি করে বলল, আমি জানি আমাকে ছেড়ে দিতে আপনাদের কত কষ্ট হচ্ছে। আর আপনাদেরকে ছেড়ে যেতে আমারও যে কি হচ্ছে তা আল্লাহপাক জানেন। আপনারা আমার জন্য যা করেছেন, তা আজকালের যুগে কেউ কারুর জন্য করে কি না জানি না। কথা দিচ্ছি, ইনশাআল্লাহ আজীবন আপনাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করব। আপনারাও দো'য়া করুন, আল্লাহ যেন আমাকে সেই ক্ষমতা দান করেন।

করিম সাহেব বললেন, আমরা তা জানি। দো'য়া করছি, আল্লাহ তোমার মনের নেক মকসুদ পূরণ করেন।

সানোয়ারও একসঙ্গে নাস্তা খাচ্ছিল। মনিরুর তাকে বলল, তুমি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি না করে অবসর সময়ে চাচাকে সাহায্য বরবে। এখন তো কলেজ বন্ধ। কাল থেকে আমার সঙ্গে অফিসে যাবে। আমি তোমাকে আস্তে আস্তে সব বুঝিয়ে দেব। অবশ্য পড়াশোনার ক্ষতি করে কিছু করবে না। যতটুকু পার করবে। তারপর করিম সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, কাগজে একজন অভিজ্ঞ মেকানিক্স ও একজন ত্র্যাসিটেন্ট ম্যানেজার দরকার বলে বিজ্ঞপ্তি দেয়া যাক।

করিম সাহেব বললেন, তুমি যা ভালো বুঝ কর।

মনিরুল এখন থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য যা করণীয়, মাস খানেকের মধ্যে তা সম্পন্ন করল। এর মধ্যে বাড়িতে ফোন করে সব কথা জানিয়েছে। এবার সে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করছে।

একদিন করিম সাহেব ফোনে মনিরুলের সঙ্গে তার ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে কথা বলছিলেন। হঠাৎ মনিকার কথা মনে পড়তে মনিরুলকে বললেন, আসিফ সাহেবের মেয়ে তুমি বাড়ি চলে যাওয়ার দিন বিকেলে তোমার কাছে এসেছিল। তারপর প্রায় ফোন করে, তুমি ফিরে এসেছ কিনা। তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলে?

মনিরুল লজ্জা পেয়ে বলল, বাড়ি যাওয়ার দু'দিন পর খুলনা থেকে তার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিলাম। ঢাকাতে এসেও একবার করেছিলাম। কিন্তু সে সময় সে নাগায় ছিল না।

করিম সাহেব ঐ ব্যাপারে আর কিছু বললেন না।

মনিরুল কয়েকদিন ধরে ভাবছে, মনিকার সঙ্গে দেখা না করে চলে যাবে কি না। এক মন বলছে, তাকে তুমি খুলনা থেকে অনেকবার ফোন করেছ, আবার ঢাকাতে এসেও একবার করেছ। তার কাছ থেকে সাড়া পাচ্ছ না কেন বুঝতে পারছ না? আবার আর এক

মন বলছে, সে অভিমান করে তোমাকে ভুল বুঝেছে, তাই সাড়া দিচ্ছে না। তুমি তার সঙ্গে দেখা করে তার সেই ভুল ভাঙ্গিয়ে দাও। নচেৎ সারাজীবন পস্তাতে হবে। কি করবে না করবে দোটানা ভাবনার মধ্যে দিন চলে যাচ্ছে। এই সপ্তাহে রেজাল্ট বেরোবার কথা। কি হবে না হবে সেই চিন্তাও মাথায় ঘুরছে।

একদিন অফিস আওয়ারে মনিকাদের ড্রাইভার অফিসে এসে একটা বেশ বড় খাম দিয়ে গেল।

ড্রাইভার চলে যাওয়ার পর মনিরুল খামটা খুলে দেখল, মনিকার চব্বিশতম বার্থডে পার্টির নিমন্ত্রণ কার্ড। কার্ডের সঙ্গে একটা চিঠিও রয়েছে। কার্ডটা পড়ে চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল।

মনিরুল সাহেব, বার্থডে পার্টিতে নিমন্ত্রণ কার্ড পাঠালাম। আশা করি, আসবেন। অবশ্য আসা না আসা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আরো আশা করি, আপনি খুব সুখ-শান্তিতে আছেন। তাই আমার কথা ভুলে গেছেন। বেশি কিছু লিখে আপনার সুখ-শান্তি বিঘ্নিত করতে চাই না। শুধু একটা অনুরোধ করব, বার্থডে পার্টির আগে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। আগামীকাল বেলা তিনটের সময় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের টি. এস. সি'র গেটের কাছে আমি অপেক্ষা করব।

ইতি–

মনিরুল চিঠি পড়ে চিন্তা করল, মনিকা নিশ্চয় তার উপর প্রচণ্ড রেগে আছে অথবা ভীষণ অভিমান করেছে।

পরের দিন সময় মতো নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি পার্ক করে নেমে দেখল, উদ্যানের কিছুটা ভিতরে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে মনিকা গেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাকে দেখে মনিরুলের ধারণাটা দৃঢ় হল। কারণ মনিকার মাথা রুমাল দিয়ে বাঁধা আর গায়ে ওড়না রয়েছে। তার পরনের সমস্ত পোশাক হালকা হলুদ রঙের। এতদিন পরে তার মানস প্রিয়াকে দু'নয়ন ভরে দেখতে লাগল। দেখে যেন তার তৃপ্তি মিটছে না। এক সময় সম্বিত ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে তার সামনে গিয়ে মনিকা বলে ডাকল।

মনিকার অবস্থাও তদ্রূপ। মনিরুলের উপর যতই তার রাগ বা অভিমান হয়ে থাকুক না কেন, তাকে দেখে তার সমস্ত শরীরে ও মনে আনন্দের স্রোত প্রবল বেগে বইতে শুরু করেছে। মনিরুলের মুখে মনিকা ডাক তার কানে মধু বর্ষণ করল। নিজেকে সামলাতে পারছে না। তাই শত চেষ্টা করেও গলা থেকে শব্দ বের করতে পারল না। শুধু তার দিকে অপলক নয়নে চেয়ে আনন্দ অশ্রু ফেলতে লাগল।

তার অবস্থা দেখে মনিরুলের অনুশোচনা হল। বলল, আমাকে কি ক্ষমা করা যায় না?

মনিকা নিজেকে সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে কথা বলার জন্য। কিন্তু সফল হতে পারল না। মাথা নিচু করে নিয়ে কাঁপতে লাগল।

মনিরুলের মনে হল মনিকা হয়তো পড়ে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি তার দু কাঁধ ধরে নাড়া দিয়ে বলল, মনিকা তোমার কি হয়েছে, কাঁপছ কেন? তারপর এক হাতে চিবুক ধরে তুলে আবার বলল, ক্ষমা প্রার্থীকে ক্ষমা করা মহৎ গুণের পরিচয়।

মনিরুল তাকে ধরতে তার কাঁপনি থেমে গেছে। সে যেন বাস্তবে ফিরে এল। মনিকা তার মুখের দিখে এক পলক চেয়ে চোখ বন্ধ করে নিল।

মনিরুল তার চিবুক নাড়া দিয়ে বলল, প্লিজ মনিকা, আর চুপ করে থেক না, কিছু বল।

এতক্ষণে অনেকটা সামলে নিয়েছে। কোমরে গোঁজা রুমাল নিয়ে চোখ মুছে প্রথমে সালাম দিল তারপর বলল, এতদিন পর তোমাকে দেখে নিজেকে ঠিক রাখতে পারি নি। তাই এরকম হল।

মনিকাকে সালাম দিতে দেখে মনিরুল খুব অবাক হয়ে সালামের উত্তর দিয়ে আল্লাহ পাকের শোকরানা আদায় করে বলল, আগে বল আমাকে ক্ষমা করেছ!

মনিকা বলল, তার আগে তোমাকে ওয়াদা করতে হবে, আমার সঙ্গে আর কখনো এরকম ব্যবহার করবে না। ছেলেদের জান শক্ত জানতাম; কিন্তু এতশক্ত জানতাম না। কথা শেষ করে আবার চোখের পানি মুছল।

মনিকা যে তাকে এত ভালবাসে মনিরুল তা আগে বুঝতে পারে নি। আজ তার সে ভুল ভেঙ্গে গেল। বলল, ঠিক আছে ওয়াদা করলাম, তারপর আল্লাহকে জানাল- 'হে গাফুরুর রহিম, তুমি তোমার এই নাদান বান্দাকে ওয়াদা রক্ষা করার তওফিক দিও।' জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ?

তা কি তুমি জান না? তুমি কেমন আছ বল?

তোমার কথাতেই উত্তর দিই, তা কি তুমি জান না?

এই কথায় দু'জনেই হেসে উঠল।

মনিকা বলল, চল কোথাও বসা যাক।

মনিরুল বলল, চল।

তারা হাঁটতে হাঁটতে পছন্দমতো জায়গা না পেয়ে একটা আধা পছন্দ জায়গা পেয়ে বসে পড়ল।

কেউ কোনো কথা বলছে না, শুধু দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল। এক সময় মনিকা বলল, এতক্ষণ ধরে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছ?

আমিও তো ঐ একই প্রশ্ন করতে পারি?

করে আর কি হবে? উত্তর তো সেম।

মনিরুল মৃদু হেসে বলল, ঠিক কথা বলেছ। তুমি তখন ছেলেদের জান খুব শক্ত বললে না? এখন আমি যদি বলি মেয়েদের জান নরম জানতাম, তুমি ছেলেদের মতো শক্ত জানের পরিচয় দিলে কেন? ধারণা ছিল, আমার দিকে থেকে শিথিলতা দেখলে তুমি অগ্র ভূমিকা নেবে।

মনিকা বলল, তোমার কথাও ঠিক। কিন্তু ঐদিন ঠিকানা ও ফোন নাম্বার না বলাতে আমার মাথা গরম পয়ে গেল, তোমাকে খুব অহঙ্কারী মনে হল। তা না হলে যাকে প্রাণ অপেক্ষা ভালবাস, তাকে সবকিছু খুলে বলতে পারলে না কেন? তখন থেকে তোমার প্রতি আমার প্রচণ্ড অভিমান হল। তাই এই ক'মাস তোমকে স্মরণ করে শুধু কেঁদেছি আর নিজেকে তোমার মনের মতো গড়ার সাধনা করেছি। ঢাকায় এসে বাসায় ফোন করেছিলে, মা জানাবার পরও অভিমান ভাঙ্গে নি। শেষে বাবা যখন একদিন বলল, তোর বার্থডে এগিয়ে এল, বন্ধুদের নামের লিস্ট করে দিস কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করবি, কার্ড ছাপাব। তখন তোমার কথা ভেবে আর থাকতে পারলাম না। বল, তুমি আমাকে মাফ করে দিয়েছ।

মনিল বলল, মাফ তো করতে হবে, তবে তার আগে তোমাকেও ওয়াদা করতে হবে, আর কখনো এরকম ব্যবহার আমার সঙ্গে করবে না।

মনিকা হেসে উঠে শোকর আলহামদুলিল্লাহ বলে বলল, তাই করলাম। তারপর আল্লাহপাককে জানলে- 'হে গফুরুর রহিম, তুমি তোমার এই নাদান বান্দিকে ওয়াদা মোতাবেক কাজ করার তওফিক দিও।'

মনিরুলও হেসে উঠে বলল, ব্যাপার কি বল তো। দু'জনের প্রশ্ন যেমন এক, তেমনি উত্তরও এক হচ্ছে?

মনিকা হাসতে হাসতে বলল, ব্যাপার কিছু নয়, আমরা দু'জন দু'জনকে গভীরভাবে ভালবাসি। আমাদের দেহ দুটো শুধু আলাদা, মনটা যে একসঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। তাই তো এ রকম হচ্ছে। জান, মা-বাবা বুঝতে পেরেছেন, আমি কোনো ছেলের প্রেমে পড়েছি।

তাই নাকি? কি করে ওনারা বুঝলেন?

এক রাতে পড়ার সময় তোমার কথা মনে হতে ভীষণ কন্না পাচ্ছিল। সহ্য করতে না পেরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম। মা ভাত খাওয়ার জন্য ডাকতে এসে আমাকে কাঁদতে দেখো আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি রে কি হয়েছে? কাঁদছিস কেন? মাকে দেখেও তার কথা শুনে কেন কি জানি কান্নার বেগ আরো বেড়ে গেল। মায়ের কথার উত্তর দিতে পারলাম না। তাই দেখে মা আরো বেশি আতঙ্কিত হয়ে পাশে বসে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কাঁদবার কারণ বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল, কি হয়েছে বলবি তো? না বললে বুঝবো কি করে? আমার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে বলল, তোর আব্বাকে ডাক্তার আনতে বলব? আমি মাকে জড়িয়ে ধরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম, না ওসব কিছু করতে হবে না। পড়তে পড়তে এমনি হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে বুকের মধ্যে যেন কেমন করছিল, এখন কমেছে। আমার কান্না দেখে মা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। বলল, আমি তোর মা, আমার কাছে কিছু গোপন করবি না। বেশ কিছুদিন থেকে তোর অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। আগে তুই বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে কত হৈ চৈ করে বেড়াতিস, সে সব আর করিস না। সব সময় মন ভার করে থাকিস। মাঝে মাঝে তোকে ঘুমের ঘোরে কাঁদতে দেখি। তোর মন সব সময় খারাপ দেখে তোর আব্বাও একদিন বলছিল মনিকা দিন দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। কোনো অসুখ বিসুখ হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করো। মায়ের কথা শুনে আমি বললাম, না-না, ও সব কিছু না। মা বলল, তা হলে তুই এমন হয়ে গেলি কেন? তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে কোনো ছেলেকে কি তুই ভালবাসিস? আমি তখন খুব লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকি। মা আমাকে লজ্জা পেতে দেখে বলল, এতে লজ্জা পাওয়ার কি আছে? কাউকে ভালবাসা তো আর দোষের না। আমি তখন কোনো রকমে বললাম, হ্যাঁ। মা জিজ্ঞেস করল, সে কি তোকে বিয়ে করেছে? আমি বললাম, না তা করে নি। তবে পরিচয় কিছুইতে বলতে চায় না। মা আবার জিজ্ঞেস করল, ছেলেটা কি করে? বললাম, একটা ওয়ার্কশপের অফিসে কাজ করে। মা বেশ চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, লেখাপড়া কতদূর করেছে? বললাম, এ বছর সি. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। মা বলল, ঠিক আছে, একদিন তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসিস, আলাপ করব। এর কয়েকদিন পর বাবা আমাকে ডেকে বলল, তুই না একটা ছেলেকে এনে পরিচয় করিয়ে দিবি বলেছিলি। কই এতদিন হয় গেল তাকে নিয়ে এলি না যে? বললাম, সে দেশ থেকে ফিরে নি। কথা শেষ করে মনিকা তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মনিরুল বলল, কিছু ভাবছ মনে হচ্ছে।

ভাবছি, তুমি কি আজ বাসায় যাবে?

জিজ্ঞেস করলে কেন? বলেই দেখতে?

ভুল হয়েছে যাবে, কিনা বল?

আবার জিজ্ঞেস করছ?

আবার ভুল হয়েছে। চল যাই। তোমাকে দেখলে মা-বাবা খুব খুশী হবে।

হবেন না।

কেন?

আমাকে দেখলেই তোমার বাবা চিনতে পারবেন। একটা মোটর মেকানিক্স ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করছে এবং তার জন্য কান্নাকাটি করেছে জেনে তোমার উপর খুব রাগারাগি তো করবেনই, আমাকে অপমান করে তাড়িয়েও দিতে পারেন।

মনিকা ছলছল নয়নে বলল, তারা যা কিছু করুক, আমি সেখানে থাকব। তোমাকে অপমান করলে আমি হার্টফেল করে মরে যাব। এ কথা বিশ্বাস হয়?

হয়। তাই তো যেতে ভয় করছে। তোমার কিছু হলে, আমার কি হবে নিশ্চয় জান?

জানি।

তবে যেতে বলছ কেন?

আমার মনে হয়, মা বাবা অত কঠোর হবে না। যদি সে রকম হওয়ার সম্ভাবনা দেখি, তা হলে কিছু করার আগে আমি তোমার হাত ধরে বেরিয়ে আসব।

ছেলেমেয়ের উচিত না, মা-বাবার মনে কষ্ট দেয়া। এটা কুরআন পাকের কথা।

আমি কুরআন পাকের ব্যাখ্যা পড়ে তা জেনেছি। কিন্তু একটা কথা জেনে রাখ, পৃথিবীর সব কিছুর বিনিময়ে আমি তোমাকে পেতে চাই। হাদিসে পড়েছি 'জীবন সঙ্গীর ব্যাপারে নর-নারীকে আল্লাহ পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।' তুমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলে না, আমি আমার পরিচয় জানি কিনা? সেকথা তখন বুঝতে না পেরে যা বলেছিলাম, তা সত্যি ঠিক নয়। আসল পরিচয় কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা পড়া শুরু করার পর জানতে পাললাম। তুমি আরো বলেছিলে, আজকাল মুসলমান ঘরের ছেলেমেয়েরা কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা না পড়ে না জেনে বিজাতীয়দের সবকিছু ভালো মনে করে সেদিকে ঝুঁকে পড়ছে। আমি ঐসব পড়ে তোমার কথার সত্যতা বুঝতে পেরেছি।

মনিরুল তার কথা শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলল, আল্লাহ এই অধমের দেওয়া কবুল করেছেন জেনে তাঁর পাক দরবারে শতকোটি শোকরানা আদায় করছি।

মনিকা বলল, তুমি বুঝি আমার জন্য তাই দো'য়া করতে?

হ্যাঁ করতাম। আর কি করতাম শুনবে?

বল

তিনি যেন তোমাকে আমার মনের মতো করে দিয়ে আমার সহধর্মিনী হিসাবে দান করেন।

মনিকা লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে রইল।

মনিরুল বলল, কি হল? কিছু না বলে মাথা নিচু করে নিলে কেন, কি তুমি তা চাও...।

মনিকা তাকে কথাটা শেষ করতে দিল না। স্টপ প্লিজ স্টপ, নচেৎ এবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলব। তুমি আমাকে এত ভালবাস অথচ আমি তোমাকে ভুল বুঝে কত কষ্ট দিয়েছি। নিজেকে খুব সেলফিস মনে হচ্ছে।

আমি কিন্তু এ ব্যাপারে অন্য কিছু ভেবেছিলাম।

কি ভেবেছিলে?

তোমাকে বার বার ফোন করে যখন বিফস হলাম তখন মনে করেছিলাম , বড়লোকদের অন্যান্য মেয়েদের মতো তুমিও আমাকে ছেড়ে অন্য কোনো আমার চেয়ে ভালো ছেলের দিকে ঝুঁকে পড়েছ। তাই ভেবে আল্লাহর কাছে সবর করার ক্ষমতা চেয়ে তোমার সুখ-শান্তি কামনা করেছি।

মনিকা অশ্রুভরা চোখে বলল, তুমি আমাকে অন্য পাঁচটা মেয়ের মতো ভাবতে পারলে?

ভাবি নি বললে মিথ্যা বলা হবে। ভেবেছি, তবে সেই সঙ্গে বিবেক আমাকে কষাঘাত করে বলেছে এটা কখনই সম্ভব নয়। মনিকা সে ধরনের মেয়ে নয়। আমরা দু'জন দু'জনকে ভুল বুঝে অনেক কষ্ট পেয়েছি। ভবিষ্যতে আর যেন এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে, তাই না?

হ্যাঁ, তাই।

আচ্ছা তুমি নামায পড়?
অফকোর্স, তুমি ঢাকায় থাকতে শুরু করি।
তোমার বাবা পড়েন?
না।
তোমার কর্তব্য তাদেরকে কনভেন্স করিযে নামায পড়ানো। এটা হাদিসে আছে।
তা জানি। আর সে চেষ্টা করেও চলেছি।
রিয়েলি ইউ আর ভেরি বিউটিফুল এন্ড রিলিজিয়াস গার্ল।
তোমার কথাটা কতখানি সত্য, তা আল্লাপাক জানেন। এখন কিছু খাওয়া দরকার।
সত্যি আমি খুব দুঃখিত। আমার খেয়ালই নেই তুমি ভার্সিটি থেকে আসছ। কোথায় যাবে বল?
যেখানে যেতে তোমার মন চায় সেখানে চল।
চল তোমাদের বাসাতেই যাই।
মনিকা উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল, বেশ তো , তাই চল।
আসিফ সাহেবের একবিঘে জমির মাঝখানে পাঁচতলা বাড়ি। পিছনের দিকে কয়েকপদের ফলের গাছ। গেট থেকে ঢালাই করা রাস্তা বারান্দা হয়ে পশ্চিম দিকে গাড়ি রাখার গ্যারেজ পর্যন্ত। রাস্তার দু'পাশে ফাঁকা জমিতে নানা রকম ফুলের গাছ। গেটের দুপাশে দারোয়ান ও চাকরদের থাকার জন্য দু'তিনটে পাকা রুম।
মনিকা ও মনিরুল দু'টো গাড়ি করে যখন বাসায় পৌছাল তখন আসিফ সাহেব ও রাহেলা বেগম ড্রইংরুমে চা খেতে খেতে গল্প করছিলেন।
গাড়ি বারান্দার কড়িডোরে পার্ক করে মনিকা মরিরুলকে সঙ্গে করে বাবা-মার সামনে এসে বলল, এর কথাই তোমাদের একদিন বলেছিলাম। তারপর মনিরুলের দিকে তাকিয়ে বলল মা-বাবা। তুমি আলাপ কর আমি আসছি। কথা শেষ করে চলে গেল।
মনিকা চলে যেতে মনিরুল সালাম জানাল।
আসিফ সাহেব মেয়ের কথা শুনে ভিতরে ভিতরে খুব রেগে গেলেন। কিন্তু তা বাইরে প্রকাশ করলেন না। সালামের জবাব না দিয়ে বিদ্রূপ কণ্ঠে বসতে বলে বললেন, কি খবর বলুন। তারপর একজন চাকরকে এককাপ চা দিয়ে যেতে কললেন। মনিরুলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটিয়ে আবার বললেন, কয়েকদিন আগে আপনাদের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার গাড়িটার ব্যাপারে ফোনে আলাপ করেছিলাম। উনি বললেন, এ ব্যাপারে আপনি সব কিছু ড্রিল করেন। আপনাকে ফোনটা দেয়ার কথা বলতে বললেন, আপনি তখন নাকি একটা গাড়ির ইঞ্জিন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এখন কি সে ব্যাপারে আলাপ করতে এসেছেন?
আসিফ সাহেব যে এরকম ব্যবহার করবেন মনিরুল তা আগেই অনুমান করেছিল। তাই কথাগুলো শুনে খুব অপমান বোধ করলেও রাগল না। মৃদু হেসে বলল, যারা শ্রমিকদের ছোট নজরে দেখে, তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (দঃ) পছন্দ করেন না।' তারপর সে আর দাঁড়াল না, নিজের গাড়ি নিয়ে চলে গেল। রাহেলা বেগম এতক্ষণ স্বামীর ব্যবহারে শুধু যে অবাক হলেন তাই না, ব্যাপারটা বেশ ঘোলাটে বলে মনে হল। তবে ছেলেটাকে যে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়া হল, তা বুঝতে পেরে স্বামীর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, চেলেটাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে কেন?
ও তুমি বুঝবে না।

বললে বুঝব না কেন?
ছেলেটার পরিচয় জানলে জিজ্ঞেস করতে না।
তার পরিচয় না জানলেও সে যে ওয়ার্কশপের অফিসে কাজ করে তা জানি।
আশ্চর্য তুমি জানলে কি করে?
মনিকা বলেছে।
আর কিছু বলে নি?
ছেলেটাকে সে ভালবাসে।
হোয়াট?
হ্যাঁ, তাই তো সে বললে?
শুনে তুমি কিছু বলনি?
মেয়ে বড় হয়েছে, উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছে, তাকে আবার কি বলবো?
তুমি দেখছি নিরেট গাধা। মেয়ে অন্যায়ের পথে পা বড়াচ্ছে জেনেও তাকে কিছু বল নি?
আমি না হয় তাই। কিন্তু যে ছেলেকে তোমার মেয়ে গেস্ট হিসাবে নিয়ে এল তাকে অপমান করে তাড়িয়ে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করলে বোধ হয়?
নিশ্চয়ই
আমি যদি নিরেট বাধা হই তা হলে তুমিও তার চেয়েও বেশি। কারণ মেয়ের কাজ অন্যায় ভেবে নিজে যে আরো বেশি অন্যায় করে ফেললে, সেটা বুঝতে পারছ না কেন? তাকে অন্য কোনো উপায়ে বুঝিয়ে তোমার মনের ইচ্ছা বলতে পারতে। এইভাবে তাড়িয়ে দেয়া ঠিক হয় নি।
আসিফ সাহেব প্রথম থেকে ক্রমশ রেগে যাচ্ছিলেন। এখন আরো রেগে গিয়ে চিৎকার করে বললেন, যা করেছি ঠিক করেছি। মেয়ে মানুষের বুদ্ধি শুদ্ধি কম তোমার মাথায় এসব ঢুকবে না।
রাহেলা বেগম বললেন, তা না হয় ঢুকবে না। কিন্তু মেয়ে এসে যখন জিজ্ঞেস করবে তখন কি উত্তর দেবে?
আসিফ সাহেব আরো উত্তেজিত হয়ে বললেন, যা বলার তা বলবো। সেজন্য তোমার কাছে বুদ্ধি ধার করব না।
মনিকা নিজের রুমে এসে ড্রেস চেঞ্জ করে বাথরুমের কাজ সারল। তারপর ফিরে এসে মনিরুলকে দেখতে না পেয়ে তার বুকটা ধড়াস করে উঠল। ভাবল, বাবা কি সত্যি সত্যি মনিরুলকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে? কথাটা হৃদয়ঙ্গম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থরথর করে কাঁপতে লাগল। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করল, মনিরুল কোথায়?
আসিফ সাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, তাড়িয়ে দিয়েছি।
মনিকা কঠিন কণ্ঠে বলল, কি অন্যায় করেছিল সে?
তোমার সঙ্গে আসাটাই তার অন্যায়।
সে তো আসতে চায় নি। আমি তাকে জোর করে এনেছি।
তবু তার অন্যায় হয়েছে। কারণ একজন মোটর মেকানিক্স হয়ে আমার মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করাটাই তার অন্যায়।
সে তো মেলামেশা করে নি বরং আমিই তার সংগে মেলামেশা করি।
কারণটা জানতে পারি?
অফকোর্স । কারণ আমি তাকে ভালবাসি এবং বিয়ে করব।

আসিফ সাহেব এতক্ষণ উত্তেজিত হলেও মেয়ের সঙ্গে সংযত হয়ে কথা বলছিলেন। বিয়ের কথা শুনে আউট হয়ে গেলেন। চিৎকার করে বললেন, বলতে তোর বিবেকে একটুও বাধল না। ওয়ার্কশপের সামান্য একটা মোটর মেকানিক্সের সঙ্গে বিয়ের কথা বলতে তোর রুচিতে বাধল না? তুই যদি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতিস, এতক্ষণ চাবকে তোর গায়ের চামড়া তুলে নিতাম। যা আমার সামনে থেকে । আর কোনো দিন ঐ লম্পটের নাম মুখে উচ্চারণ করবি না। ওয়াকশপে যারা কাজ করে, তারা সব চোর, ছ্যাচ্ছোড়, গুণ্ডা, বদমাশ ও মাতাল হয়। ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি, কোন সাহসে তুই তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলি? তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ঐ রকম ছেলেরা একটু ইন্টেলিজেন্ট হয়। তলে তলে আমাদের সব খবর নিয়ে মেয়ের সংগে প্রেমের খেলা খেলছে। তার আসল উদ্দেশ্য হল, মনিকাকে বিয়ে করে আমাদের বিশাল ঐশ্বর্য হস্তগত করা।

মনিকা চিৎকার করে উঠল, বাবা তুমি থামবে? সবাই সমান হয় না। অনেক দিন থেকে আমি নানাভাবে তার আসল পরিচয় জানতে বিফল হয়েছি। কিন্তু আল্লাহপাকের দয়ায় আমি তা জেনেছি। তুমি তাকে যা জেনে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে তারপর আর তোমাদেরকে তার আসল পরিচয় বলব না। আমার শেষ কথা শুনে রাখ, আমি তাকে বিয়ে করবই। তোমাদের কোনো বাধাই মানব না।

আসিফ সাহেব রুঢ় কণ্ঠে বললেন, এর পরিণাম কি হবে ভেবে দেখেছিস?

কি আর ভাববো, আল্লাপাক আমার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছেন তাই হবে। তার কম বেশি কেউ কি করতে পারবে?

কি চাস তুই?

এক্ষুনি তো বললাম।

ঐ ইতরটাকে যদি বিয়ে করিস, তা হলে এখানে তোর ঠাই হবে না। চিরকালের জন্যে এ বাড়ির গেট বন্ধ হয়ে যাবে।

ম্লান হেসে মনিকা বলল, বাবা, তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ? আগে দেখালে হয়তো কাজ হতো। অনেক দেরি করে ফেলেছ। এখন আর কিছু হবে না। কারণটাও শুনে নাও, তোমরা তোমাদের পরিচয় পেয়েছ কিনা জানি না, আমি কিন্তু পেয়েছি। আর সেটা পেয়েছি তোমার কথিত ঐ ইতর ছোট মোটর মেকানিক্সের কাছ থেকে। তোমরা শুধু তোমাদের অতুল ধনরাশি আরো কি করে অতুল হবে সেই চিন্তা করে দিনরাত্রি কাটাচ্ছ নিজেদের পরিচয় জানো নি আর জানার চেষ্টাও করনি। আমাকেও তোমরা তাই সেই রকম করে মানুষ করেছ। গরিবদেরকে ঐ সব ভাবতেও শিখিয়েছ। কিন্তু আল্লাপাকের ইচ্ছা অন্য রকম। তাই তিনি ওর মারফত আমাকে আমার পরিচয় জানার তওফিক দিয়েছেন। আমার কথা বুঝতে না পেরে তিক্ত লাগছে। তবু বললাম, কারণ এই তিক্ত কথা চিন্তা করে সেই অমৃতের সন্ধান যদি তোমাদেরকে আল্লাহ নসিব করেন, তা হলে আমার জন্ম সার্থক হবে। যে আমাকে সেই অমৃতের সন্ধান দিল, যাকে তোমরা যা তা বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছ, আমি এক্ষুনি তার কাছে চলে যাচ্ছি। যদি পার এই অবাধ্য সন্তানকে ক্ষমা করো। কথা শেষ করে মনিকা চলে যেতে উদ্যত হল।

আসিফ সাহেব গর্জে উঠলেন, দাঁড়াও, তার আগে একটা কথা শুনে যাও। যাচ্ছ যাও; কিন্তু আর কখনো এমুখো হয়ো না। সেই ইতরটা যখন আমার মতামত শুনবে তখন সেও তোমাকে তাড়িয়ে দেবে। কারণ সে তো তোমাকে উপলক্ষ করে আমার ঐশ্বর্য বাগাতে চায়। যখন দেখবে তা হল না তখন তোমাকে উচ্ছিষ্ট খাদ্যের মতো ছুড়ে ডাষ্টবিনে ফেলে দেবে।

মনিকা ঘুরে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, তাই যদি হয়, তা হলে ভাববো এটাই আমার ভাগ্য। আর ভাগ্যকে মেনে নেয়া আল্লাহপাকের প্রত্যেক বান্দার কর্তব্য। তুমিও শুনে রাখ বাবা, তোমাদের মেয়ের যদি ভাগ্যের শিকারে পরিণত হয়ে সেই রকম কিছু হয়, তা হলে যাই করি না কেন, তোমাদের ইজ্জত ডুবাবার জন্য আর কোনো দিন ফিরে আসব না। কথা বলতে বলতে তার চোখে পানি এসে গেল। ফঁপিয়ে উঠে আবার বলল, আমার সামনে তাকে ইতর ইতর কর না বাবা, চললাম, আল্লাহ হাফেজ। তারপর সে কয়েক পা গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

রাহেলা বেগম এতক্ষণ বাপ-মেয়ের ঝগড়া শুনতে শুনতে হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। এখন মেয়েকে সত্যি সত্যি চলে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে তাকে বাধা দেয়ার জন্য আসতে আসতে বললেন, মনিকা যাসনে মা, দাঁড়া আমার কথা শোন। উনি তার কাছে পৌছাবার আগেই মনিকা জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেছে। তিনি মেয়েকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তাড়াতাড়ি এস মনিকা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

আসিফ সাহেব স্ত্রীর কথা শুনে সেখানে এসে দু'জনে ধরে রুমে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। তারপর একজন চাকরকে ডাক্তার আনতে পাঠালেন।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বললেন, ভয়ের কিছু নেই। মাথায় পানি ঢালুন, আর আমি একটা ইঞ্জেকশান দিচ্ছি, কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসবে। ডাক্তার থাকা অবস্থায় আধ ঘন্টার মধ্যে মনিকার জ্ঞান ফিরল। মেয়ের জ্ঞান ফেরার পর আসিফ সাহেব ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রাহেলা বেগম মেয়ের মাথার কাছে বসে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, আল্লাহ যা করেন সবার ভালর জন্য করেন। তুই এখন অসুস্থ। ওসব নিয়ে কিছু ভাবিস না। আগে সুস্থ হয়ে নে, তারপর যা কিছু করার ভেবে-চিন্তে করিস। কাজের মেয়েকে এক গ্লাস গরম দুধ আনতে বললেন। সে তা নিয়ে এলে মেয়েকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খাইয়ে তাকে শুয়ে থাকতে বলে চলে গেলেন। স্বামীর কাছে এসে বললেন, তুমি মনিকাকে এখন আর কিছু বলো না, যা বলার আমি বুঝিয়ে বলব। তারপর ফুঁপিয়ে উঠে আবার বললেন, ওর কিছু হলে আমরা বাঁচব কাকে নিয়ে? কে ভোগ করবে তোমার এই ঐশ্বর্য? কথা শেষ করে তিনি আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে সেখান থেকে চলে গেলেন।

স্ত্রী চলে যাওয়ার পর আসিফ সাহেব খুলনায় কালাম সাহেবকে ফোন করলেন। তাকে পেয়ে সালাম ও কুশলাদি বিনিময়ের পর বললেন, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের ব্যাপারে যে আলাপ করেছিলে সেটা বলার জন্য ফোন করেছি।

কালাম সাহেব বললেন, সব কিছু তো তোমার উপর নির্ভর করছে।

আসিফ সাহেব বললেন, চার দিন পর আমার মেয়ের বার্থডে উপলক্ষে একটা পার্টি দেব। ঐদিন তুমি ছেলেকে নিয়ে আসবে। পার্টিতে ওদের বিয়ের কথা ঘোষণা করে দিন ক্ষণ ঠিক করে ফেলব। তোমার কোনো অসুবিধে আছে?

কালাম সাহেব বললেন, আমার কোনো অসুবিধে নেই, তবে-বলে থেমে গেলেন।

কি হল থেমে গেলে কেন?

ছেলে তো ঢাকাতেই আছে।

তার মানে? সেদিন তুমি বললে, ছেলে লেখাপড়া শেষ করে ঘরে ফিরেছে।

হ্যাঁ, সে কথা সত্য। ও ঢাকাতে যাদের বাসায় থেকে লেখাপড়া করেছে, তাদের অফিসে চাকরিও করত। অফিসের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে এবং তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে

চলে আসার জন্য কিছুদিন হল ঢাকায় গেছে। দু'দিন আগেও ফোন করে বলেছে, কয়েক দিনের মধ্যে ফিরবে।

কোন অফিসে কাজ করে জান?

না।

তা হলে তো ঐদিন কিছু করা গেল না। তোমার ছেলের নামটা যেন কি?

মনিরুল চৌধুরী।

নাম শুনে আসিফ সাহেব একটু আনমনা হলেন। ভাবলেন, মনিকা যাকে নিয়ে এসেছিল তার নামও তো মনিরুল। ঐ ছেলেটা নয় তো? আবার ভাবলেন, তা কি করে হয়? চিন্তাটা দূর করে দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, মনিরুল ফিরলে তাকে নিয়ে এস। তখন না হয় কথাবার্তা ঠিক করা যাবে।

কালাম সাহেব বললেন, তাই হবে।

আসিফ সাহেব সালাম জানিয়ে ফোন রেখে দিলেন।

মনিরুল আসিফ সাহেবের কাছ থেকে অপমানিত হয়ে ফেরার পথে চিন্তা করল, মনিকা ঘটনাটা জানতে পেরে এতক্ষণ কি করছে কি জানি। মনিরুল জানে বাবাকে তার মতামত জানালে নিশ্চয় মনিকার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। এখন তার মাথায় মনিকার চিন্তা হতে লাগল। সে কি আমার অপমান সহ্য করতে পারবে? যা জেদি মেয়ে! কিছু করে না বসে। ভেবে রাখল রাতে মনিকাকে ফোন করবে।

রাত এগারটায় মনিরুল মনিকাকে ফোন করল।

কিছুক্ষণ আগে রাহেলা বেগম মেয়েকে খাওয়ার জন্য অনেক সেধে বিফল হয়ে ফিরে গেছেন। মনিকা খেতে ইচ্ছে করছে না, ক্ষিদে নেই বলে মাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। আর একটু রাত হলে সেও মনিরুলকে ফোন করবে বলে ভেবে রেখেছে। রিং হতে শুনে রিসিভার তুলে কানের কাছে ধরল।

মনিরুল সালাম দিয়ে বলল, কে মনিকা?

মনিকা কথা বলতে পারল না, তার হাত কাঁপছে।

অপর প্রান্ত থেকে সাড়া না পেয়ে মনিরুল ভাবল, হয়ত অন্য কেউ ফোন ধরেছে। বলল, হ্যালো, আপনি কে ফোন ধরেছেন? কথা বলছেন না কেন?

মনিকা কোনো রকমে সালামের উত্তর দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠল।

এই তুমি কাঁদছ কেন? কি হয়েছে বলবে তো? তবু যখন মনিকা কান্না থামাল না তখন বলল, মনিকা আমার কথা শোন, কান্না থামাও। দোষ তো আমারই। এরকম যে হবে তা আমি জেনে-শুনেই গেছি তোমাকে খুশী করার জন্য। তোমার আব্বার কথায় আমি অপমান বোধ করলেও এটাই স্বাভাবিক। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখ, কোন অভিজাত কোটিপতি কি তার এক মাত্র মেয়েকে ওয়ার্কশপের সামান্য একটা ছেলের সাথে বিয়ে দিতে চাইবেন? না ওনার দেয়া উচিত? আমি আমার নিজের কথা ভাবছি না, তোমার কথাই তারপর থেকে ভাবছি। তুমি এ ব্যাপারে আর বেশি চিন্তা করো না। তোমার বাবা আমাকে অপমান করলেও সন্তুষ্ট চিত্তে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য হবেন। তুমি তোমার বাবা-মার কথা মতো চল। আমাকে নিয়ে তাদের সঙ্গে আর কোনো কথা বলো না। এমনভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করবে যেন আমার কথা একদম ভুলে গেছ।

তার কথা শুনে মনিকা কান্না থামিয়ে বলল, তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

এত কথা ফোনে বলা যাবে না। তুমি তোমার মা-বাবাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করে কাল-পরশু একবার আমার সাথে দেখা কর। তখন সবকিছু বুঝিয়ে বলব।

তোমার সঙ্গে এপয়েন্টমেন্ট করব কি করে?

দিনে অফিসে, রাতে বাসায় ফোন করে।

ঠিক আছে, তাই করব। আজকের ঘটনায় আমার উপর কিছু মনে কর নি তো? জানো, সেই থেকে তোমার কথা ভেবে কি কষ্ট পাচ্ছিলাম তা আল্লাহপাক জানে।

তা আমি জানি। বললাম না ওসব কথা ভেবে আর কষ্ট পেও না? তক্বদিরে এটা ছিল, হয়েছে। সেই কথা ভেবে মনকে প্রবোধ দাও। আমিও তাই দিয়েছি। এবার রাখি যা বললাম সেই মতো করবে কেমন?

তা করব, কিন্তু রাখতে যে মন চাইছে না। তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছে। পাগলী এত উতলা হতে নেই। আল্লাহর কাছে সবর করার সাহায্য চাও। তোমাকে দেখার জন্য আমারও মন খুব ছটফট করছিল। আমি তাই করেছি। তারপরে সালাম দিয়ে বলল, রাখি?

মনিকা সালামের উত্তর দিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, রাখ, আল্লাহ হাফেজ।

মনিরুলও আল্লাহ হাফেজ বলে রিসিভার রেখে দিল।

মনিকার তখন পুরনো চিন্তাটা মাথায় এল, মনিরুল কি সত্যি জানে আমার সঙ্গে তার বাবা বিয়ের কথা বলেছিলেন? তা না হলে এরকম কথা বলল কেন? আল্লাহগো আমার অনুমান যেন সত্য হয়।

পরের দিন আসিফ সাহেব ও রাহেলা বেগম মেয়ের আচরণে অবাক না হয়ে পারলেন না। মনিকা আগের মত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গতকাল যে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেছে তার ছিটে-ফোঁটাও তার চেহারার মধ্যে নেই।

নাস্তার টেবিলে মা-বাবাকে তার দিকে বারবার চাইতে দেখে মনিকা বলল, তোমরা আমার দিকে এতবার চাইছ কেন? গতকাল আবেগের বসে ভুল করে কিছু অন্যায় করতে যাচ্ছিলাম। তোমরাই সেই ভুল ভাঙ্গিয়ে দিয়েছ। সারারাত চিন্তা করে নিজের ভুল ধরতে পেরেছি। এবার থেকে এমন কোনো কাজ করব না, যা তোমাদের মনোকষ্টের কারণ হবে। আমাকে তোমরা মাফ করে দাও।

আসিফ সাহেব হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, জাস্ট লাইক এ গুড গার্ল। তোর ভুল তুই বুঝতে পেরেছিস জেনে খুব খুশী হয়েছি। গতকাল তোকে যা বলেছি সেগুলো তোর জ্ঞান ফেরার জন্যে। যদি ঐ রকম কথা ও ব্যবহার না করতাম, তা হলে তোর জ্ঞান ফিরত না। জেনে রাখ, যারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সাবধান হয়ে যায়, তারা জীবনে সুখ শান্তি পাবেই। এবার তোকে একটা কথা বলব, বুঝে-সুজে উত্তর দিবি। তোর বোধ হয় মনে আছে প্রায় বছর তিনেক আগে খুলনার এক বন্ধু ছেলের বউ করবে বলে এসেছিল। সে সময় তোকে ছেলের ফটো দিয়ে বলেছিলাম তোর মতামত জানাতে। তার আগেই ছেলে উচ্চ শিক্ষা নেবার জন্য বিয়েতে অমত প্রকাশ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। সে পড়াশোনা শেষ করে ঘরে ফিরেছে। দু'তিন দিন আগে সেই বন্ধু আবার ফোন করেছে তোকে পুত্র বধু করার জন্য। আমি ও তোর মা ভেবে ঠিক করেছি সেখানেই তোর বিয়ে দেব। এই ব্যাপারে তুই কি কিছু বলবি?

বাবার কথা শুনে মনিকার মনে আনন্দের বান ডাকলো। কয়েক সেকেন্ড মাথা নিচু করে নিজেকে সামলে নিল। তারপর মাথা তুলে বলল, একটু আগে তো বললাম, তোমাদের মতের বাইরে আর চলব না। বাইদা বাই আমার একটা আবদার আছে।

আসিফ সাহেব খুশী হয়ে বললেন, কি আবদার বল? তুই আমাদের একমাত্র মেয়ে, তোর আবদার পূরণ করব না তো কার করব?

বার্থডে পার্টিতে সেই ছেলেটাকে নিমন্ত্রণ কার্ড দিয়েছি। যদি আসে তোমরা আর কিছু বলো না। অন্যদের মতো তার সঙ্গেও সেই রকম ব্যবহার করবে।

আসিফ সাহেব হেসে উঠে বললেন, আচ্ছা তাই হবে। তবে তার যদি এক কণাও মানুষ্যত্ব থাকে তা হলে সে আসবে না।

মনিকা বলল, তা ঠিক, যদি না থাকে তা হলে এসে পড়বে, তাই বললাম।

এরপর থেকে মনিকা মন দিয়ে লেখাপড়া করতে লাগল। দু'দিন পর ভার্সিটিতে যাওয়ার আগে সে মনিরুলকে ফোন করল।

মনিরুল ফোন ধরে সালাম বিনিময় করে বলল, কি খবর?

ভালো সাক্ষাতে সব কথা বলব। আজ বেলা তিনটের দিকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই, জায়গাটা বল।

সোনার গাঁ হোটেলে। আমি ঐ সময় গেটে থাকব।

ঠিক আছে তাই।

সময়মতো দু'জনে পৌঁছে হোটেলের একটা কেবিনে বসল। মনিরুল জিজ্ঞাসা করল আগে কি খাবে বল?

পরে কিছু খাব এখন দুটো ফানটার অর্ডার দাও।

মনিরুল বয়কে তাই দিতে বলে মনিকাকে বলল, বাসাতে আর কোনো গোলমাল নেই তো?

না, তোমার কথা মতো সব ম্যানেজ করেছি। তুমি কি বার্থডে পার্টিতে আসছ?

আসা ঠিক হবে? আবার যদি কিছু হয়? তুমি কি বল?

আমি তোমাকে আসতে বলব। কারণ তুমি যে আসতে পার সে কথা মা-বাবাকে একটু হিন্টস দিয়েছি।

শুনে ওনারা কিছু বলেন নি?

বলেছে ছেলেটার যদি মনুষত্ব বলতে কিছু থাকে তা হলে আসবে না।

তুমি কি বললে?

বললাম, তোমার কথা ঠিক, তবে যদি মনুষত্ব বিসর্জন দিয়ে বেহায়ার মতো এসেই পড়ে, তা হলে তোমরা কিছু বলো না।

তোমার কথা শুনে আর কিছু বলেন নি?

বলল আসে আসুকগে আমরা কিছু বলব না।

তা হলে তো আসতেই হয়, কি বল? আমাকে তারা যাই ভাবুক না কেন তোমার খুশীর জন্য নিশ্চয়ই আসব।

তুমি সেদিন ফোনে যে কথা বুঝতে পারি নি বলতে বলেছিলে সাক্ষাতে বলবে। সেটা বলে আমার মনের অশান্তি দূর কর। আর কেনই বা আমাকে এই ভাবে চলতে বললে?

তুমি যখন আমার পরিচয় জানতে চেয়েছিলে তখন বলেছিলাম আল্লাহপাক রাজি হলে সময় মতো বলব। আরো পরে জানাবার ইচ্ছা থাকলেও তোমার মনের অশান্তি দূর করার জন্য এখন বলব। তারপর পকেট থেকে একটা ফটো বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, দেখ তো মেয়েটাকে চিনতে পার কিনা?

মনিকা ফটোটার দিকে তাকিয়ে বলল, এটা তো আমার ফটো। তুমি পেলে কি করে?

মনিরুল তখন তাকে পূর্বাপর সব ঘটনা খুলে বলল। আরো বলল, আব্বা-আম্মা ও বুবু তোমাকে খুব পছন্দ করেছে। তারা তোমাকে বউ করার জন্য অস্থির। আমি মতামত দিলেই তারা শিগগির তা সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করবে। এখন নিশ্চয় পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছ? মনিকাকে হাসতে দেখে বলল, কি ব্যাপার তুমি হাসছ কেন?

হাসব না তো কি কাঁদব বলে সেও একটা ফটো বের করে বলল, দেখো তো ছেলেটাকে চিনতে পার কিনা।

আরে এটা তো আমার ফটো, তুমি পেলে কোথায়?

মনিকাও তখন পূর্বাপর সব ঘটনা খুলে বলল।

তা হলে সব জেনে শুনে তুমি আমাকে ভালবেসেছ। আমি কিন্তু প্রথমে না জেনেই তোমাকে ভালবেসেছি।

তোমার কথা পুরোটা সত্য নয়। কারণ প্রথম দিকে না জেনেই এ পথে এগিয়েছি। আমি তোমার পরিচয় জানতে চাইলে তুমি যখন বললে না তখন থেকে মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তারপর মনিকা কিভাবে তার পরিচয় পেল, বলল।

তুমি তো খুব ঘাগু মেয়ে। তা না হলে সব জেনে শুনে না চেনার অভিনয় করে এলে। যাই বল আল্লাহর কি কুদরত দেখ, আমাদের গার্জেনরা বিয়ে দিতে চাচ্ছেন আর আমরা তা না জেনে অমত করে আসছি। আবার প্রেমেও পড়েছি। এই সব কথা নিয়ে দু'জনে বেশ কিছুক্ষণ হাসাহাসি করল।

এক সময় মনিরুল বলল, আমি যখন বরযাত্রী নিয়ে বিয়ে করতে আসব তখন তোমার বাবা আমাকে দেখে কি মনে করবেন?

মনিকা হাসতে হাসতে বলল, সত্যিই কথাটা ভাবার মতো! ওসব কথা এখন বাদ দিয়ে কাজের কথা বল।

মনিরুল বলল, তার আগে কিছু খাওয়া দরকার। কি খাবে?

আমি কি বলব? তোমার যা মন চায় তাই অর্ডার দাও।

আমি একা খাব বুঝি?

তা কেন, তুমি যা খাবে আমিও তাই খাব।

মনিরুল বয়কে ডেকে মোগলাই পরটা দিতে বলল।

খেতে খেতে মনিকা বলল, এবার কি করবে?

কি করব তুমি বল না?

বারে আমি মেয়েছেলে কি বলব। তুমি পুরুষ, যা কিছু করার তোমাকেই করতে হবে।

কেন মেয়েরা তো আজকাল সমান অধিকারের জন্য সভা, সমিতি ও মিছিল করে আন্দোলন করছে।

এটা ঠিক না বেঠিক বলবে?

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা নাজায়েজ। কারণ কুরআন-হাদিসের জ্ঞানের অদূরদর্শিতার জন্য তারা ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছে। কুরআন হাদিসের ব্যাখ্যা পড়লে বুঝতে পারত, তার যা চাচ্ছে তার চেয়ে বেশি ইসলাম তাদেরকে দিয়েছে। তাদের উচিত কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা পড়ে সেগুলো আদায়ের চেষ্টা করা। এসব বলতে গেলে অনেক কিছু বলতে হবে। এখন এসব থাক, আমার প্ল্যানটা বলছি শোনো, তুমি মন দিয়ে পড়াশোনা করো। আমি দেশে গিয়ে ব্যবসা পত্র দেখা-শোনা করি। নানান উসিলায় বিয়ের ব্যাপারটা পিছিয়ে দেব। তোমার পরীক্ষার পর যা করার করব। তুমি কি বল?

মনিকা কিছু না বলে চুপ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কি হলো কিছু বলছ না কেন?

অতদিন তোমার সাথে যোগাযোগ না করে থাকব কিভাবে? তোমাকে দেখতে না পেলে আমার পড়াশোনা একদম হবে না। নির্ঘাত ফেল করব। তুমি কি এতদিন মন ধরে থাকতে পারবে?

অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? প্রতি রাতে ফোনে যোগাযোগ করব। আর প্রতিমাসে দু'তিন বার এসে চাচার বাসায় থাকব। সেখানে তোমার সাথে দেখা হবে।

যদি তুমি বিশেষ কোনো কারণে প্ল্যানটা করে থাক, তা হলে কিছু বলার নেই। আর যদি শুধু আমার পড়াশোনার জন্য হয়, তা হলে আমি তোমার সাথে একমত নই। কারণ বিয়ের পরও আমি পড়াশোনা করতে পারব।

আমার নিজস্ব কোনো কারণ নেই, তোমার কথা ভেবে বলেছি। বিয়ের পরে যে পড়াশোনা করবে বলছ, তা কি করে হবে? বিয়ে করে তোমাকে তো আমি খুলনা নিয়ে চলে যাব।

তা হলে প্ল্যানটা মন্দ না।

এবার ফেরা যাক, কি বল ?

তাই চল বলে মনিকা বলল, বার্থডে পার্টির কথা মনে আছে তো?

আছে বলে মনিরুল তাকে নিয়ে গাড়িতে উঠল।

আজ মনিকার বার্থডে পার্টি। নিমন্ত্রিতরা সবাই এসে গেছে। মনিরুল সকলের শেষে এল। সে আজ কোনো উপহার আনে নি। শুধু এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা র‍্যাপিং পেপার জড়িয়ে এনেছে। সেটা মনিকার হাতে দিয়ে বলল, আল্লাহপাক যেন তোমার জীবনে শত শত বার এই দিন অতিবাহিত করেন।

মনিকা বলল, আমিন।

মনিরুলকে দেখে ও তার কথা শুনে সকলে তার প্রতি লক্ষ্য করল। ওখানে যারা এসেছে তারা এত সুন্দর ছেলে এর আগে কখনো দেখে নি। যেমন স্বাস্থ্য তেমনি রং যুবকরা ভাবল, ছেলেটা নিশ্চয় ব্যায়ামবিদ আর যুবতীরা ভাবল, এই ছেলেকে জীবনসঙ্গী করতে পারলে মেয়েজনম সার্থক হত।

মনিকার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী পূর্ণিমা জিজ্ঞেস করল, কে রে ছেলেটা? দেখতে যেন প্রিন্সের মতো।

মনিকা বলল, যেই হোক তোর যদি পছন্দ হয় তা হলে যা না, প্রিন্সের সঙ্গে লাইন করার চেষ্টা কর।

পূর্ণিমা বলল, চান্স পেলে নিশ্চয় তা করব। কিন্তু ছেলেটা কে তা তো বললি না।

মনিকা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল, তোর কি মনে আছে গত বৎসর এই দিনে একজন ড্রাইভারের হাতে লাল গোলাপের সঙ্গে একটা আশিষবাণী ও ডায়মন্ড বসানো সোনার রিং পাঠিয়েছিল?

হ্যাঁ, মনে আছে। ইনিই কি তিনি?

মনিকা হাসি মুখে বলল, ইয়েস।

যদি তাই হয়, তা হলে তুই খুব ভাগ্যবতী।

ভাগ্যে থাকলে ভাগ্যবতী হব। যতক্ষণ না পাচ্ছি ততক্ষণ আর ভাগ্যবতী হই কি করে?

টেবিলের উপর বিরাট এক কেক। তার চারপাশে মোমবাতি জ্বলছে বান্ধবীরা মনিকাকে সেখানে নিয়ে এসে বলল, নে, এবার ফুঁ দিয়ে মোমবাতিগুলো নিবিয়ে ফেল।

মনিকা তা করতে উদ্যত হলে সকলে বলে উঠল, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ।

এমন সময় মনিরুল এগিয়ে মনিকাকে বলল, একি করছ, এটা তো ইসলামের পরিপন্থী? আর এভাবে বার্থডে পালন করাও ইসলামের পরিপন্থী। মোমবাতি জ্বলছে জ্বলুক। তুমি কেক কেটে সবাইকে দাও। যদিও তা করা ঠিক নয় এখন আর করার যখন কিছু নেই তখন তাই কর।

মনিরুলের কথা শুনে হই হুল্লোড় থেমে গেল। সেকেন্ডের মধ্যে সবাই যেন বোবা হয়ে গেল। সবার দৃষ্টি তখন মনিরুলের দিকে। শুধু মনিকা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক সেকেন্ড পর আসিফ সাহেবের এক বন্ধু বলে উঠলেন, আসিফ ভাই, এই মোল্লা এল কোথা থেকে? একে এই পার্টিতে নিমন্ত্রণ করা ঠিক হয় নি। তারপর মনিরুলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই যে হুজুর, আপনি বেজায়গায় এসে পড়েছেন। এসেই যখন পড়েছেন তখন আর কিছু না বলে একদিকে চুপ করে বসে থাকুন। আর যদি এসব পছন্দ না করেন, তবে ভালই ভালই কেটে পড়ুন।

মনিরুল বলল, আপনারা যা করার করুন, আমি আর কিছু বলব না।

সেই লোকটি মনিকাকে বলল, মা, তুমি এবার শুরু কর তো।

মনিকা মোমবাতি না বুঝিয়ে কেক কেটে সর্বাগ্রে মনিরুলকে দিয়ে সবাইকে পরিবেশন করল।

ব্যাপারটাতে সকলেই অপমান বোধ করল। আসিফ সাহেব মনিরুলকে দেখা অবধি ভিতরে ভিতরে রেগে আছেন। এখন তার কথা শুনে আরো রেগে গেলেন। তবুও ভদ্রতার খাতিরে কিছু বললেন না। ব্যাপারটা এড়িয়ে গিয়ে মেহমানদের আপ্যায়নের প্রতি নজর দিলেন।

মনিকার বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যে অনেকে রবীন্দ্র সংগীত ও আধুনিক গান গাইল। তারা মনিকাকেও গাইতে বলল, কিন্তু সে রাজি হল না। শেষে পূর্ণিমা মনিরুলের কাছে গিয়ে বলল, আপনাকে কিছু শোনাতে হবে।

মনিরুল এতক্ষণ এই সুযোগরে অপেক্ষায় ছিল। দাঁড়িয়ে বলল, আমি কোনো দিক গান গাই না এবং শুনিও না। কারণ এগুলো ইসলামে জায়েজ নেই। তবে ভালো কবিতা বাজনা ছাড়া আবৃত্তি করা বা শোনা কোনো দোষের নয়। যদি আপনারা অনুমতি দেন, তা হলে একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে পারি।

মনিকার বান্ধবীদের মধ্যে একসঙ্গে কয়েকজন বলে উঠল, তাই শোনান।

মনিরুল বলল, শোনাব, তার আগে কয়েকটা কথা বলে নেই। আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি। তারা সবাই নিশ্চয়ই মুসলমান। হয়ত গুটি কয়েক অন্য ধর্মেরও থাকতে পারেন। তাতে কোনো অসুবিধা নেই। আমরা সবাই একই মানবজাতি এটা যেমন সর্বজনস্বীকৃত তেমনি আমাদের যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন সেটাও সর্বজনস্বীকৃত। আর এটাও সবাই জানে, সেই সৃষ্টিকর্তা যা কিছু দ্যুলোকে ও ভূলোকে সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। সেই সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের কি উচিত না সৃষ্টিকর্তার আদেশ মেনে চলা? আমি এখানে হুজুরদের মতো ওয়াজ করব না, আপনাদের কাছে শুধু সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর শ্রেষ্ঠ

সৃষ্টি জীবের সম্বন্ধে অল্প কিছু বলে কবিতা আবৃত্তি করব। সেগুলো হয়তো আপনাদের কাছে নিরানন্দ লাগবে। লাগাটাই স্বাভাবিক। কারণ এরকম আনন্দ উৎসব পার্টিতে যতই ভালো কথা হোক না কেন তা রুচিসম্মত হবে না। তবু সেই মহান সৃষ্টিকর্তার দু'একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না।

আল্লাহপাক মানুষকে বড় মহব্বতের সঙ্গে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছেন। মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগে তাদের উপকারের জন্য এই পৃথিবী ও সৌর জগতকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন। তারপর মানুষকে পৃতিবীতে পাঠিয়ে বললেন, তোমরা আমার হুকুম মেনে চলবে। নচেৎ ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে গণ্য হবে। মানুষকে সৎপথে থাকার জন্য মাঝে মাঝে আল্লাহ নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। সর্বশেষে পাঠিয়েছেন আমাদের পেয়ারা নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ)কে। তারপর আর কোনো নবী বা রাসুল পাঠাবেন না। সে কথা আল্লাহপাক কুরআন এবং রাসূল (দঃ) হাদিসে বর্ণনা করেছেন। নবী ও রাসুলগণ আল্লাহপাকের বাণী জানিয়ে পথভ্রষ্ট মানুষকে সৎপথে আহবান করেছেন। মানুষ যাতে সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে সেই রকম আইন-কানুনও আল্লাহ ওনাদের মাধ্যমে বাতলে দিয়েছেন। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (দঃ) বিদায় হজ্বে মানব জাতিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। 'আমি তোমাদের জন্য দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটা হল আল কুরআন দ্বিতীয়টা হল আমার সুন্নাত' অর্থাৎ আমি যা কিছু ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে করেছি। তোমরা যদি এই দুটো জিনিস শক্তভাবে ধরে থাক অর্থাৎ অনুসরণ ও অনুকরণ কর, তা হলে ইহকাল ও পরকালে সুখ-শান্তি পাবে। নচেৎ ইহকালে যেমন তা পাবে না, তেমনি পরকালেও অনন্ত কাল শান্তি ভোগ করবে। পৃথিবীর অল্প সংখ্যক মানুষ ব্যতীত সবাই বর্তমানে আল্লাহ ও রাসূলের বাণীকে জেনে এবং না জেনে মানছে না। তাই সমগ্র পৃথিবীতে এত অশান্তি দাবানলের মতো জ্বলছে এবং তা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এখানে আমরা যারা রয়েছি তাদের প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষিত। আমরা কলেজ ও ইউনিভারর্সিটি থেকে ডিগ্রি নিয়ে নিজেদেরকে শিক্ষিত মনে করি। কিন্তু শিক্ষার যে আর একটা দিক আছে, তা আমরা অনেকেই জানি না। বিদ্যাপিঠে যে শিক্ষা লাভ করছি তা হল দুনিয়াবি শিক্ষা এবং এটারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু শিক্ষার অন্যভাগ হল ধর্মীয় শিক্ষা ও তার অনুশীলন। দুনিয়াবি শিক্ষার পাশে পাশে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করে সেই মতো অনুশীলন করাও আমাদের একান্ত কর্তব্য। আমরা তা করছি না বলে ধর্মের কথা শুনলে অনেকে রেগে যায়। আবার অনেকে এইসব শিক্ষা এ যুগে অচল মনে করে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। দেশ-বিদেশের অনেক মনীষী অকুণ্ঠ ভাষায় বলেছেন, 'মানুষ যতই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করুক না কেন, তারা যদি সেই সংগে ধর্মীয় শিক্ষা ও সেই মতো অনুশীলন না করে তবে পূর্ণাঙ্গে শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারবে না।'

পরিশেষে আমি বলব, আমরা যেভাবে বার্থডে পার্টি করে থাকি, তা আল্লাহ ও রাসূলের (দঃ) আইনে নিষিদ্ধ। তা বলে বার্থডে পালন করা নিষিদ্ধ নয়, তবে এটাকে আমরা যেভাবে পালন করছি, তা ইসলামিক দৃষ্টিতে ঠিক নয়। এই দিনে আত্মীয়-স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো, গরিব মিসকিনদেরকেও কিছু খাওয়ানো এবং তাদেরকে কিছু আর্থিক সাহায্য করা অন্ত্যত সওয়াবের কাজ। বর্তমনে আমরা যেভাবে বার্থডে পালন করি, তা বিধর্মীদের অনুকরণে করে থাকি। যাক, অনেক কিছু বলে আপনাদের বিরক্ত করলাম। এবার কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনাচ্ছি। কবিতাটি দুই অংশে বিভক্ত। এক অংশে বর্তমানের সমাজ চিত্র, দ্বিতীয় অংশে তার প্রতিকারের কিছু উপাদান।

শুন রে মুসলাম
খুলিয়া পাতিয়া কান,
আর কতদিন রইবি ঘোরে।
মার খাবি তুই দুনিয়া ভরে?
সারা দুনিয়া আজ হাহাকার,
হয়ে যা তুই এখনও হুশিয়ার।
মুখ দেখাবি কেমন করে,
আল্লাহর কাছে রোজ হাশরে?
চারিদিকে দেখি শুধু নামে মুসলমান।
না আছে আমল তাদের না আছে ঈমান।
পোশাক আশাক দেখে মনে হয়,
খ্রীস্টান ইহুদি হতে মেতেছে সবাই।
নারীরা প্রগতির নামে ত্যাগিছে শালীনতা,
ডানা কাটা পরী হয়ে হয়েছে আধুনিকা।
স্বামীর বন্ধুর সনে যায় হেথা যেথা,
জেনেও জানে না যেন পর্দার কথা।
সাচ্চা মুসলমান আজ যারা।
কোণঠাসা হয়ে আছে তারা।
সমাজে তাদের নেইকো ঠাঁই,
ঘৃণার পাত্র তারা সদাই।

এই পর্যন্ত আবৃত্তি করে মনিরুল বলল, এবার দ্বিতীয় অংশটা আবৃত্তি করছি শুনুন-

ওরে মুসলমানের গাফেল সন্তান,
এখনো সময় আছে হও সাবধান।
আল্লাহ আর রাসুলের (দঃ) পথ ধরে সবে,
নির্দেশ মেনে চল কুরআন-হাদিসের।
নামায-রোযার জেরা পরে
হজ্বের তাজে মস্তক ঘিরে
করে কলেমার অসি নিয়ে,
এতিমের মাল না মেরে খেয়ে,
দ্বীন দুঃখীদের সাহায্য করে,
বেদাত আদত ছেড়ে দিয়ে
ঝাঁপিয়ে পড় এই সমাজ পরে।
আল্লাহর রহমত পেতে হলে,
মোনাফেকের সঙ্গে লড়তে হবে।
তা হলে আবার ইসলামের স্রোতে,
ভাসিবে দুনিয়া মাশরেক থেকে মাগরীবে।
দুর দুরু বুকে কাঁফিবে দুষমন,
দেখিয়া ইসলামের নবজাগরণ।
ওগো আল্লাহ তুমি দাওগো মোদের
দিলে কলেমা আর জোস ইসলামের।

মনিরুলের কথা ও কবিতা শুনে প্রথমে কেউ কোনো কথা বলতে পারল না। সবাই নির্বাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের চুপ করে থাকতে দেখে মনিরুল বলল, আমি প্রথমে বলেছিলাম আমার কথা ও কবিতা এই পার্টিতে রুচিসম্মত হবে না। তবু আপনারা আমাকে কিছু বলার ও কবিতা আবৃত্তি করার অনুমতি দিয়েছেন। সেই জন্য সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের মধ্যে বেশিরভাগ নামায-রোযা না করলেও তারা মুসলমান। অবশিষ্টদের মধ্যে অনেকে নামায-রোযা করেন এবং কিছু কিছু কুরআন-হাদিসের জ্ঞানও রাখেন। তাদের মধ্যে সামসুল আরেফিন নামে এক ভদ্রলোক বললেন, সত্য বেশিরভাগ সময় অপ্রিয় হয়। আপনি যা কিছু শুনালেন সেগুলো অপ্রিয় হলেও সত্য। আমি সবার পক্ষ থেকে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওনার কথা বলা শেষ হতে সবাই হাততালি দিয়ে উঠল।

হাততালি থেমে যাওয়ার পর মনিকার বন্ধু রাজু বলল, এগুলো কোনো ওয়াজ মাহফিলে বললে বেশি মানাত।

স্বপন নামে একটা বড় লোকের ছেলে বেশ কিছুদিন থেকে মনিকার পিছনে ঘুর ঘুর করে পাত্তা পাচ্ছে না। তাই সে মনের ঝাল মেটাবার জন্য বলল, আপনার মতো মোল্লা-মৌলভী এরকম পার্টিতে আসা উচিত হয় নি।

স্বপনের কথা শুনে মনিকা বিদ্রূপ কণ্ঠে বলল, ধর্মের কথা বললে কেউ কি মোল্লা মৌলভী হয়ে যায়? যদিও বা হয়, তা হলে তো ভালো কথা। কারণ তারা সব সময় মানুষের কাছ থেকে ভক্তি-শ্রদ্ধা পেয়ে থাকে। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে মোল্লা-মৌলভীদের আপনি পছন্দ করেন না। এটা বোধ হয় জানেন, তাদের কাজই হচ্ছে ধর্মের বাণী মানুষের কাছে পৌছে দেয়া। কোনো মুসলামান নিজের ধর্মের আইন মেনে না চললেও ধর্মের বাণী অস্বীকার করে না এবং বিদ্রূপও করে না। যদি কেউ করে, তা হলে সে আর মুসলমান থাকবে না।

মনিকার আর এক বন্ধু তার কথা শুনে বলল, এটা তো ধর্মের বাণী শোনাবার স্থান নয়, ধর্মীয় সভায় এসব কথা প্রযোজ্য।

মনিকা বলল, আপনার কথাটা কিছুটা সত্য হলেও পুরোটা নয়। কারণ মোল্লা মৌলভীদের কাজই হল যেখানে ধর্মের আইনের পরিপন্থী কোনো কাজ হতে দেখবে সেখানে ধর্মের বাণী শুনিয়ে প্রতিবাদ করবে। তা যদি তারা না করে, তা হলে চুপ করে থাকার জন্য তাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং শাস্তিও পেতে হবে। ওনার কথা যদি কারো ভালো না লাগে, তা হলে তিনি এখান থেকে চলে যেতে পারেন।

মনিকার কথা শুনে বন্ধু ও বান্ধবীরা এক সঙ্গে বলে উঠল, পার্টিতে নিমন্ত্রণ করে ডেকে এসে অপমান করছেন, চলুন আমরা সবাই চলে যাই। অনেকে চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

আসিফ সাহেব পরিস্থিতি উপলব্ধি করে ধৈর্য্যের শেষ সীমায় পৌছে গর্জে উঠলেন, মনিকা, তোর কি বুদ্ধি লোপ পেয়েছে? তারপর মনিরুলকে বললেন, আপনি এক্ষনি বেরিয়ে যান, নচেৎ দারোয়ান ডাকতে বাধ্য হব।

মনিরুল মৃদু হেসে বলল, তা আর ডাকতে হবে না। তবে মনে রাখা উচিত ছিল আমিও সকলের মতো নিমন্ত্রিত। তবুও চলে যাচ্ছি। কারণ একজনের জন্য সবাই অপমানিত হবেন কেন? যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই, কাউকে তার বাইরেরটা দেখে বিচার যারা করে পরে তাদেরকে অনুশোচনা করতে হয়। তারপর মনিকার দিকে তাকিয়ে বলল, আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করুন। কথা শেষ করে সে বেরিয়ে গেল।

মনিকা অশ্রুসজল নয়নে তার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। মনিরুল রুমের বাহিরে চলে যেতে বাবাকে বলল, কাজটা তুমি ভালো করলে না। তারপর সে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, মাফ করবেন, আমি খুব আনইজি ফিল করছি বলে সে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় নিজের রুমে গিয়ে বিছানায় আছড়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

আসিফ সাহেব মেয়ের এহেন ব্যবহারে খুব রেগে গেলেন। তবু নিজের সম্মান রক্ষার জন্য সকলের কাছে মেয়ের হয়ে ক্ষমা চেয়ে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। সকলে চলে যাওয়ার পর রাহেলা বেগমকে উত্তেজিত স্বরে বললেন, দেখলে তোমার মেয়ের কাণ্ড? বাবা-মার সম্মানের চেয়ে ঐ ইতরটা তার কাছে বড় হল? এমন মেয়ে থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো।

রাহেলা বেগম বললেন, যা হবার তা হয়ে গেছে। সে ব্যপার নিয়ে এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? এখন মনিকাকে কিছু বল না, যা বলার পরে আমি বুঝিয়ে বলব।

তোমার সাহস পেয়েই তো সে ঐরকম হয়েছে। তাকে বলো, সে যদি আমার কথা না শুনে, তা হলে যা করার আমি করব।

সে তো তোমার কথা মতো সব কিছু মেনে নিয়েছে। ছেলেটাকে সে ভালবাসত, তাই তাকে দেখে আবেগের বসে কিছু করে ফেলেছে। বাবা হয়ে তোমার ক্ষমা করা উচিত।

সে যদি তার কথা ঠিক রাখে, তবে কালকেই ফোন করে আমার বন্ধুর সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে আবার আলাপ করব।

বেশ, তাই কর।

রাতে খাওয়ার সময় রাহেলা বেগম মেয়েকে ডাকতে গেলেন। তখনো মনিকাকে ফুলে ফুলে কাঁদতে দেখে বললেন, এত কাঁদার কি আছে, তার সঙ্গে তো সম্পর্ক ছেদ করেছিস! তোর বাবা খুব রেগে আছে। খাবি চল।

মনিকা বলল, মাফ কর মা, আজ আমি কিছু খেতে পারব না। তোমরা খেয়ে নাও।

মা চলে যাওয়ার পর মনিকা দরজা বন্ধ করে বাথরুম থেকে অযু করে এসে এশার নামায পড়ল। তারপর এক গ্লাস পানি খেয়ে চিন্তা করতে লাগল, আজ মনিরুলকে আসতে বলে খুব ভুল করেছি। আমার কথায় দু'দিন এসে দু'দিনই অপমানিত হয়েছে। এবারে সে কি আমাকে ক্ষমা করবে? এমন সময় ফোন বেজে উঠতে কম্পিত হাতে রিসিভার তুলে ভিজে গলায় সালাম দিয়ে বলল, তোমাকে আজ আবার আসতে বলে ভীষণ অন্যায় করেছি। সে জন্য মর্মাহত হৃদয়ে ক্ষমা চাইছি। বল, ক্ষমা করে দিয়েছ? তারপর নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে ফুঁপিয়ে উঠল।

মনিরুল সালামের উত্তর দিয়ে বলল, ক্ষমা চাইছ কেন? আর কাঁদছই বা কেন? তোমার তো কোনো অন্যায় হয় নি। তুমি কোনো অন্যায় করতে পার না।

আল্লাহ যেন তাই করেন। কিন্তু বার বার আমার জন্য তোমাকে অপমানিত হতে হচ্ছে, একথা মনে হলেই বুকটা ব্যথায় টন টন করে উঠে। যখন তুমি কিছু না খেয়ে চলে গেলে তখন মনে হল আমার প্রাণটাও তোমার সাথে চলে গেল। একবার মনে হয়েছিল তোমার পরিচয় জানিয়ে দিয়ে আমিও চলে যাই। পরক্ষণে তোমার কথাগুলো মনে পড়ল, তাই তা না করে ছুটে বিছানায় এসে আশ্রয় নিই। আর আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি, আমার মনিরুল যেন আমাকে ভুল না বোঝে।

আল্লাহপাক তোমার ফরিয়াদ কবুল করেছেন। এবার কান্না থামাও। আমি তোমাকে ভুল বুঝব একথা ভাবতে পারলে কি করে? আর কখনো ভাববে না। এখন শোন, আমি দু'একদিনের মধ্যে বাড়ি ফিরে যেতে চাই, তোমার কিছু বলার আছে?

মনিকা কান্না থামিয়ে বলল, কি বললে? আমার সাথে দেখা না করে যেতে পারবে?
না।
তা হলে বললে যে?
বলে দেখলাম।
কি দেখলে?
যা দেখার।
কি দেখলে বলবে তো?
তোমাকে।
ফোনে বুঝি দেখা যায়?
তোমাকে দেখতে না পেলেও মনটাকে দেখলাম।
কি করে?
তোমার কথা শুনে।
কি দেখলে বলবে না?
ঐ যে, যা তুমি বললে।
দুষ্টু।
তুমিও।
আমি আবার দুষ্টুমি করলাম কি করে?
এত কথা জিজ্ঞেস করে।
তা হলে তুমিও তো তাই।
প্রমাণ কর।
আমার মতো তুমিও তো কত কথা জিজ্ঞেস করেছ।
তা হলে আমরা দু'জনই কি দুষ্টু?
তুমি যখন বলছ তখন তাই।
না তা হওয়া চলবে না।
কি হতে হবে তা হলে?
ধৈর্য ধরতে হবে।
যদি না পারি?
তবু পারতে হবে।
না পারলে পারব কি করে?
আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে।
ঠিক বলেছ, তাই চাইব। এখন বল, কাল কোথায় তোমার সাথে দেখা হবে?
ইচ্ছা করলে এখই হতে পারে।
কি ভাবে?
যেতে বললে শত বিপদ জেনেও গিয়ে পড়ব। নচেৎ তুমি চলে এস।
স্টুপিড।
এই আমাকে স্টুপিড বললে কেন?
স্টুপিডরা ঐরকম কথা বলে।
স্টুপিডের সঙ্গে তা হলে দেখা করতে চাইছ কেন।
উঁহু! কি বকমবাজ ছেলেরে বাবা? কোন কথাতেই যদি পারা যায়।

উপমাটা হল না।
কেন?
বকমবাজ কাকে বলে জান না।
তুমি বলে দাও তা হলে।
ছেলেবেলায় মায়ের কাছে একটা কথা শুনেছিলাম, বলছি শোন, বকলে বকমবাজ না বকলে বোকা, খেলে পেটুক না খেলে আঁতরোঁগা।
উপমাটা তো দারুণ।
তা হলে স্বীকার করছ তুমি নিজেই স্টুপিড।
না। তবে ভুল করেছি।
স্টুপিডরাই ভুল করে।
বুদ্ধিমানরাও করে।
করে, তবে খুব কম।
আমি কি বেশি করি?
না।
তা হলে তো আমিও বুদ্ধিমান?
এই আমার মতো আর কি।
এখন দুষ্টুমি রাখ, বল না যা জিজ্ঞেস করলাম।
কাল নয় পরশু দুপুরে অফিসে এস, চাইনিজ খাব। কালকে তোমার বাবা-মাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা কর। ওনারা নিশ্চয় রাগারাগী করেছেন?
বাবা রেগে গিয়েছিল। লোকজন ছিল বলে বেশি কিছু বলে নি। পরশু দুপুরে অফিসে যে আসতে বললে, মনে থাকবে তো?
থাকবে, তুমি দেড়টার সময় এস।
তাই আসব।
এবার রাখি তা হলে?
মনিকা রাখ বলে সালাম জানিয়ে বলল, আল্লাহ হাফেজ।
মনিরুলও তাই বলে রিসিভার রেখে দিল।

আজ মনিরুলের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। অফিসে পেপারে জানতে পারল সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের বাড়িতে ফোন করে আব্বাকে না পেয়ে আম্মাকে জানাল।
সালেহা বেগম দো'য়া করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে বললেন।
তারপর মনিরুল মনিকাকে ফোন করল। তার মা ধরে বললেন, সে ভার্সিটি গেছে। ফোন ছেড়ে দিয়ে চিন্তা করল সে তো আজ আসবে, ঘড়ি দেখল, এখনো সাড়ে তিন ঘন্টা বাকি।
হঠাৎ তার মনে হল সবাইকে মিষ্টি খাওয়ান দরকার। হাসেমকে দিয়ে মিষ্টি আনিয়ে খবরটা সবাইকে জানিয়ে মিষ্টি মুখ করাল। তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে দিলকুশায় গিয়ে করিম সাহেবকে কদমবুসি করে রেজাল্টের খবর শোনাল।
করিম সাহেব দো'য়া করে বললেন, বাসায় গিয়ে তোমার চাচি আম্মাকে জানাও। দেশের বাড়িতে জানিয়েছ?
জি, ফোনে জানিয়েছি।
মনিরুল কিছু মিষ্টি নিয়ে বাসায় গিয়ে চাচি আম্মাকে খবরটা বলে কদমবুসি করল।

আনোয়ারা বেগম দো'য়া করে বললেন, বেলা হয়েছে একেবারে খেয়ে যাও।

মনিরুল বলল, আজ এক জায়গায় দাওয়াত আছে। সে যখন অফিসে ফিরে এল তখন একটা বেজে গেছে।

সানোয়ারের কলেজে আজ মারামারি হওয়ায় ছুটি হয়ে গেছে। কলেজ থেকে অফিসে এসে মনিরুলের রেজাল্টের কথা জেনেছে। তাকে ঢুকতে দেখে উঠে এসে কদমবুসি করে বলল, তুমি দো'য়া কর ভাইয়া, আল্লাহ যেন আমাকে তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করার তওফিক দেন।

মনিরুল জড়িয়ে ধরে তার মাথায় চুমো খেয়ে বলল, আল্লাহ তোর মনস্ককমনা পূরণ করুন। তারপর জিজ্ঞেস করল, মিষ্টি খেয়েছিস?

সানোয়ার বলল, বাসায় গিয়ে খাব। এখন এই ফাইলটা বুঝিয়ে দাও তো, ঠিক বুঝতে পারছি না।

মনিরুল বলল, ঠিক আছে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ঐদিন মনিকা দুটো ক্লাস থাকা সত্ত্বেও মনিরুলের অফিসে আসার জন্য যখন সে গাড়ির দিকে যাচ্ছিল তখন রাজু পথ আগলে বলল, কোথায় যাবে? বেশ কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি, তুমি আমাকে এড়িয়ে চলছ।

মনিকা বলল, এড়িয়ে চলার কারণটা তো জান? এখন পথ ছাড়। আমি যেখানেই যাই না কেন, তুমি কৈফিয়ত চাইবার কে?

বন্ধু হিসাবেও চাইতে পারি।

তা হলে শোন, তোমার থেকে ভালো আর একজন বন্ধুর কাছে যাচ্ছি। যে আমাকে নিজের থেকে বেশি ভালবাসে।

রাজু বিদ্রূপে কণ্ঠে বলল, তাই নাকি? সেই বন্ধুটির পরিচয় জানতে পারি?

সময় হলে জানতে পারবে বলে মনিকা পাশ কাটিয়ে চলে যেতে উদ্যত হল।

রাজু ব্যঙ্গভরা হাসি ফুটিয়ে বলল, ওয়ার্কশপের সেই মেকানিক্স নিশ্চয়?

মনিকা কঠিন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ সেই। তারপর গাড়িতে উঠে মনিরুলের অফিসে এসে তার রুমে ঢুকে দেখল, সে একটা ছেলেকে কি যেন বোঝাচ্ছে।

কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে সালাম দিল।

সালাম শুনে তার দিকে তাকিয়ে মনিরুল সালামের উত্তর দিয়ে বসতে বলে বলল, প্লিজ এক মিনিট। তারপর কাজ শেষ করে সানোয়ারকে জিজ্ঞেস করল, ওকে চিনিস?

সানোয়ার মনিকার দিকে তাকিয়ে বলল, এই প্রথম দেখছি, চিনব কি করে?

মনিরুল এবার মনিকাকে বলল, তোমাকে এর কথা জিজ্ঞেস করলে তুমিও একই কথা বলবে, তাই না?

মনিকা লজ্জা মিশ্রিতস্বরে বলল, দুষ্টুমির একটা সীমা থাকা উচিত।

ঠিক বলেছ। আমারই ভুল হয়েছে। তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই, এ হল সানোয়ার আমার চাচাত ভাই এবং বসের বড় ছেলে। বি. এ. পড়ছে। আমি চলে যাব তাই একে সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছি। এবার তোমার পরিচয় তুমি নিজেই দাও।

আবার দুষ্টুমি হচ্ছে, তারপর সানোয়ারকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুমিই বল তো ভাই, কে কার পরিচয় করিয়ে দেবে?

সানোয়ার খুব চালাক ও ঠোঁটকাটা। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, পরিচয় আর কাউকে করিয়ে দিতে হবে না, আপনি নিশ্চয় ভাবি? তারপর মনিরুলের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাইয়া তুমি বিয়ে করেছ, কই আমরা তো জানি না?

কথাটা শুনে মনিকার ফর্সা মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে গেল। কোনো কথা বলতে পারল না।

মনিরুল বলল, তোর অনুমানটা হয়েও হল না। তবে কাছাকাছি গেছে। কিছু দিনের মধ্যে তোর কথা সত্য হবে। ওর নাম মনিকা। বাসা মধুবাগে। ভার্সিটির ছাত্রী।

মনিকা আরো বেশি লজ্জা পেয়ে বলল, বসিয়ে রেখে আরো দুষ্টুমি করবে, না বেরোবে?

মনিরুল সানোয়ারকে বলল, আমি আজ বাসায় খেতে যাব না। ওর সঙ্গে গাড়ি চড়ে হাওয়া খেতে যাব। তুই খেতে যা।

সানোয়ার হাসতে হাসতে বলল, ভাইয়া, তুমি হবু ভাবিকে খুব লজ্জা দিচ্ছ।

মনিকা বলল, দেখ না ভাই, তোমার ভাইয়ার কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিছু নেই। ছোট ভাইয়ের সামনে কি রকম দুষ্টুমি করছে।

মনিরুল বলল, ভাই কি এখন ছোট আছে? জেনে রেখ, ছেলে বা ভাই বড় হয়ে গেলে তাদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করতে হয়। সানোয়ার খুব ভালো ছেলে, ভাইয়ার দোষ ধরবে না। তারপর দাঁড়িয়ে বলল, চলি, দেখছিস না, ভদ্রমহিলা রেগে যাচ্ছেন।

তারা দু'জন চলে যাওয়ার পর সানোয়ার চিন্তা করল, এর আগে ভাইয়া কোনো দিন আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করে নি। তা হলে কি আজ প্রেমিকাকে দেখে এরকম করল? সবাই কি প্রেমে পড়লে এরকম করে? চিন্তা বাদ দিয়ে ফাইলটা গুছিয়ে রেখে বাসায় রওয়ানা দিল।

অফিসের বাইরে এসে মনিকা বলল, তুমি গাড়ি চালাও।

মনিরুল মালিবাগের একটা চাইনিজ হোটেলের সামনে গাড়ি পার্ক করে মনিকাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। তারা একটা কেবিলে মুখোমুখি বসল। তারপর মেনু দেখে খাবারের অর্ডার দিল। বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে যেতে মনিকা বলল, তোমাকে আজ খুব খুশী খুশী লাগছে, কি ব্যাপার বলবে?

মনিরুল বলল, আল্লাহপাক আমাকে খুশী করিয়েছেন। সেই জন্য তাঁর দরবারে শতকোটি শুকরিয়া জানিয়েছি।

আমাকে সেই খুশী থেকে বঞ্চিত রেখেছ কেন? তাড়াতাড়ি বল।

শুনে কি উপহার দিবে?

সেটা আমার ব্যাপার। আগে শুনি, তারপর খুশীর ওজন বুঝে উপহার।

আজ রেজাল্ট বেরিয়েছে, ফার্স্টক্লাস পেয়েছি।

কথাটা শুনে মনিকা আনন্দে কয়েক সেকেণ্ড কি বলবে না বলবে ঠিক করতে পারল না। তারপর উঠে মনিরুলের কাছে এসে দু'হাতে তার মাথা ধরে ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে চুমো খেয়ে মাথাটা বুকে চেপে ধরে ভিজে গলায় বলল, এখন যে আমার কাছে কিছু নেই, ইনশাআল্লাহ পরে দেব। আল্লাহ এই পাপী বান্দির দো'য়া কবুল করেছেন জেনে, তাঁর দরবারে লাখোকোটি শুকরিয়া জানাচ্ছি।

মনিকা যে এ রকম করবে মনিরুল ভাবতেই পারে নি। প্রথমে সে থতমত খেয়ে গিয়েছিল। পরে সামলে নিয়ে নিজেকে মুক্ত করে মনিকার হাত ধরে বসিয়ে বলল, তুমি একি করলে? বিয়ের আগে এরকম করা সরাসরি হারাম।

তা আমিও জানি। কিন্তু খবরটা শুনে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। তওবা করছি। এরকম ভুল আর করব না।

আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুক। এখন শোন, কাল বাড়ি যাচ্ছি। এবার তোমার ও আমার আব্বা আমাদের বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগবেন। আমি রাজি হব না। কারণ আমি তাদের আভিজাত্যের অহঙ্কার ভেঙ্গে দিতে চাই।

তোমার বাবার কথা জানি না, তুমি বিয়ে করতে এলে তোমাকে দেখেই তো আমার বাবার আভিজাত্যের অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যাবে।

তবুও আমি সমাজকে কিছু শিক্ষা দেব। ভেবে ঠিক করেছি, আম্মা যখন বিয়ের কথা বলে মতামত জানতে চাইবে তখন তোমাকে বিয়ে করতে অমত প্রকাশ করব। কারণ জিজ্ঞেস করলে বলব, শহরের বড় লোকের ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগ চরিত্রহীন। এবারে ঢাকায় গিয়ে এক বন্ধুর কাছে শুনলাম, আসিফ সাহেবের মেয়ে একটা মোটর মেকানিক্সের প্রেমে পাগল। ঐ মেয়ের বার্থডে পার্টিতে গিয়ে সেই ছেলেটা যা ব্যবাহার করেছে, তা দেখে সবাই ছিঃ ছিঃ করেছে। বন্ধুটা নিজের চোখে দেখেছে। মেয়েটা ভার্সিটিতে যাওয়ার নাম করে ঐ মোটর মেকানিক্স ছেলেটার সাথে ক্লাস কামাই করে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়। সেজন্যে তার বাবা মেয়েকে খুব রাগারাগি করেন। তবু মেয়েটা ঐছেলেটার সাথে ঘুরে বেড়ায়, চাইনিজ খায়, সিনেমা দেখে।

মনিকা হাসতে হাসতে বলল, সব কথা ঠিক হলেও শেষেরটা তো ঠিক নয়। কই একদিনও তো সিনেমা দেখালে না।

আমি দেখলে নিশ্চয় তোমাকেও দেখাতাম।

সিনেমা কোনো দিন দেখনি?

খুব কম দেখেছি। সিনেমায় কি দেখায় তা জানার জন্য কলেজে পড়ার সময় মাত্র তিন চার বার দেখে আর দেখি নি।

কেন?

সিনেমা একটা ভালো শিক্ষার মাধ্যম। কিন্তু সেখানে শিক্ষার চেয়ে কুশিক্ষার ছড়াছড়ি। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা সে সব দেখে শিক্ষা পাওয়া তো দূরের কথা, কু শিক্ষা তাদেরকে বিপথগামী করছে। সিনেমায় যতসব আজগুবি ও নিম্নমানের কাহিনীর ছবি দেখায়।

সিনেমার কথা বাদ দাও। আমাদের ব্যাপারে যা বললে তা বলতে পারবে?

কেন পারব না?

কিন্তু আমি তোমাকে বেশি দিন না দেখে থাকতে পারব না।

আমিও কি পারব? সেই জন্য সেদিন তো বললাম, মাঝে মাঝে চাচার বাসায় এসে তোমার সঙ্গে দেখা করব।

কতদিন আমাকে এভাবে ভোগাবে?

এর উত্তরও সেদিন বলেছি, তোমার পরীক্ষা পর্যন্ত।

মনিকা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ তখন তাই। ততক্ষণে ওদের খাওয়া শেষ হয়েছে। দু'জনে বেসিনে হাত ধুয়ে এসে বসার পর মনিরুল জিজ্ঞেস করল, মনে কষ্ট পেলে?

না।

তা হলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে কেন?

মনিকা অশ্রুভরা চোখে বলল, তুমি ঢাকায় থাকবে না মনে হলে ভীষণ ভয় পাই।

কেন ভয় পাবে কেন?

কি জানি। মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে, ওকে ঢাকা ছেড়ে যেতে দিও না। দিলে পস্তাতে হবে।

তার চোখে পানি দেখে মনিরুল মনিকার দু'গাল দু'হাতে ধরে বলল, অবুঝের মত কাঁদছ কেন? কোনো প্রেমিকাই তার প্রেমিকাকে দূরে যেতে দেয় না। দূরে গেলে অমঙ্গল হবে চিন্তা করে। তাই তোমার ঐ রকম মনে হচ্ছে। একটা কথা ভুলে যাচ্ছ কেন, প্রেম মানেই কান্না। সেটা কাছে থাকলেই কি আর দূরে থাকলেই কি!

কাছে থাকলে কান্না আসবে কেন?

সেটা সময় হলে বুঝবে। যেমন এখন আমি তোমার কাছে রয়েছি, তবু তুমি কাঁদছ।

এ কান্না তো তুমি চলে যাবে বলে!

তা ঠিক। তবে তখন আবার অন্য কারণ থাকবে।

সেগুলো বল না শুনি।

সে সব অনেক কথা বলা যাবে না।

তুমি জানলে কি করে?

আমার এক বন্ধু প্রেম করে বিয়ে করেছে। তারা দু'জনেই মাঝে মাঝে কাঁদে।

হ্যাঁ, তোমাকে বলেছে। আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য গুল মারছ।

মনিরুল হেসে উঠে বলল, গুল মারা আবার কি? আমার আম্মা তো দিন-রাতে পাঁচ ছ'বার গুল দিয়ে দাঁত মাজে।

দেখ, দিন দিন তোমার দুষ্টুমি বেড়ে যাচ্ছে।

তাতে তোমার কি?

দুষ্টুমি করা বুঝি ভালো?

বৌয়ের সঙ্গে দুষ্টুমি করতে খুব মজা লাগে।

বৌ তো এখনও করলে না।

হবু বৌয়ের সঙ্গে করতেও মজা লাগে।

সত্যি দিন দিন তুমি ভীষণ দুষ্টু হয়ে যাচ্ছ। আগে বৌ হয়ে নিই, তারপর আমিও এত দুষ্টুমি করব তখন মজা বুঝবে।

উঁহু, তুমি তা পারবে না।

কেন?

বৌয়েরা দুষ্টুমি করতে পারে না।

আমি পারব।

তা হলে এখনও পারতে।

মনিকা তার গাল ধরা হাত দু'টোতে চিমটি কেটে বলল, এই প্রথম শুরু করলাম।

এটাকে দুষ্টুমি বলে না। তারপর সে হাত সরিয়ে নিল।

দুষ্টুমিরও প্রকার ভেদ আছে, এটা প্রথম স্টেপ, তাই সহজ মনে হচ্ছে।

পরেরগুলি খুব কঠিন হবে বুঝি?

এত কঠিন যা সহ্য করতে তোমার খুব কষ্ট হবে।

মেয়েরা কঠিন কিছু করতে পারে না। কারণ তাদের জান নরম।

নরম না শক্ত বিয়ের পর দেখাব।

তাই দেখিও, এখন চল চাচি আম্মার সঙ্গে পরিচয় করে আসবে।

না যাব না।

কেন?

ওনার সামনে যা তা বলে দুষ্টুমি করবে।

প্রতিজ্ঞা করছি করব না। পরিচয় না থাকলে যখন আমি ঢাকায় এসে তাদের বাড়িতে নিয়ে যাব তখন তো আবার বলবে, আমার লজ্জা করছে, কি পরিচয় দেবে?

গাড়িতে উঠে মনিকা বলল, আচ্ছা, অত বুদ্ধি নিয়ে রাত্রে ঘুমাও কি করে?

সবাই যেমন করে ঘুমায়।

সবাইয়ের তো তোমার মত বুদ্ধি নেই।

বুদ্ধি সবাইয়ের আছে। তবে কম আর বেশি। যার বুদ্ধি কম, সে কম ঘুমায়। যার বুদ্ধি বেশি, সে বেশি ঘুমায়।

তুমি কিন্তু ত্র্যাবনরম্যালের মতো কথা বলছ!

তাই মনে হচ্ছে বুঝি?

হ্যাঁ।

তা হলে তাই।

না, তা হলে চলবে না।

কি হতে হবে?

নরম্যাল হতে হবে।

তাই না হয় হলাম।

আর দুষ্টুমি করবে না বল।

না করব না।

মনে থাকবে?

থাকবে।

একটা বাড়ির গেটে গাড়ি থামাতে দেখে মনিকা বলল, এটাই তা হলে তোমার বস চাচার বাড়ি?

মনিরুল হেসে উঠে বলল, বস চাচিরও বাড়ি।

তার কথা শুনে মনিকাও হেসে উঠে বলল, আবার দুষ্টুমি করছ?

তুমি তো আগে করলে। তুমি বস চাচা বললে, তাতে দুষ্টুমি হল না। আমি বস চাচি বলতে হয়ে গেল? এই জন্যে লোকে বলে কেউ নিজের দোষ নিজে দেখতে পায় না।

কে দেখতে পায় তা হলে?

শত্রু।

মানে?

মানে বুঝলে না? বন্ধুকে কেউ যদি বলে আমার কি কি দোষ আছে বল? তখন সে বন্ধুর মন রাখার জন্য তার শুধু গুণগুলো বলবে, দোষগুলো বলবে না। আর যদি তার শত্রুর কাছে ঐ কথা জিজ্ঞেস করে, তা হলে শত্রুটা তার একটাও গুণের কথা না বলে শুধু দোষগুলো বলে দেবে। এবার বুঝেছ খুকুমণি? পাঠ্যপুস্তক ছাড়া অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে ধর্মীয় পুস্তকও পড়বে। তা হলে তোমার কথিত বুদ্ধিমানের মতো বুদ্ধি তোমারও হবে। এবার ভিতরে যাই চল।

ওরা যখন এল তখন সানোয়ার খেয়ে অফিসে চলে গেছে। তার অন্য ভাই-বোনেরা স্কুলে। করিম সাহেব বিশ্রাম নিচ্ছেন। আনোয়ারা বেগম জোহরের নামায পড়ছেন। মনিরুল মনিকাকে নিজের রুমে বসিয়ে চাচা-চাচির রুম থেকে ঘুরে এসে বলল, চাচি আম্মা নামায পড়ছেন, তুমি বাথরুম থেকে অযু করে এখানে নামায পড়। আমি মসজিদ থেকে আসছি।

তুমিও এখানে পড় না, আমার ভয় করছে যে!

ঘরে আবার ভয় কিসের? যা বললাম কর। আমি নামায পড়ে তাড়াতাড়ি ফিরব।

মসজিদ থেকে নামায পড়ে এসে মনিরুল চাচি আম্মার রুমের কাছে যেতে চাচার গলা শুনতে পেয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ল। উনি তখন স্ত্রীকে বলছেন, মনিরুল খেতে এল না কেন?

আনোয়ারা বেগম বললেন, সানোয়ারকে জিজ্ঞেস করতে বলল, কে একটা মেয়ে অফিসে এসেছিল, তার সঙ্গে হোটেলে খেতে গেছে।

করিম সাহেব হেসে উঠে বললেন, তাই নাকি? মেয়েটাকে আমি চিনি। মনিরুল যে দিন তার আব্বার অসুখের খবর পেয়ে দেশে গেল সেদিন মেয়েটা অফিসে মনিরুলের কাছে এসেছিল। আমি আলাপ করে তার পরিচয় জেনে নিই। খুব বড় ব্যবসায়ী আসিফ সাহেবের একমাত্র মেয়ে। নাম মনিকা। অনেকদিন আগে ঐ মেয়েটা একরাতে এখানে মনিরুলকে ফোন করেছিল, তোমার মুখেই শুনেছিলাম। মেয়েটা দেখতে-শুনতে খুব ভালো। মনে হয় ওদের দু'জনের মধ্যে কিছু একটা সম্পর্ক আছে।

আনোয়ারা বেগম বললেন, আবার কোনো দিন এলে আমাদের বাসায় নিয়ে এস। আমার দেখতে খুব ইচ্ছা করছে।

করিম সাহেব বললেন, তাই আনব।

ওনারা চুপ করে যেতে মনিরুল চাচি আম্মা বলে ডাকল।

আনোয়ারা বেগম বললেন, কে মনিরুল? এস ভিতরে এস।

মনিরুল বলল, আপনি একবার বাইরে আসুন।

আনোয়ারা বেগম বাইরে এসে বললেন, কিছু বলবে?

জি, আপনি একটু আমার রুমে চলুন।

তিনি কিছু বুঝতে না পেরে তার সঙ্গে এলেন। রুমে ঢুকে একটা অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে দেখে অবাক হয়ে মনিরুলের দিকে তাকালেন।

মনিরুল মাথা নিচু করে বলল, মনিকা আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

একটু আগে যাকে নিয়ে আসার জন্য স্বামীকে বললেন, তাকে দেখে আনোয়ারা বেগম খুব খুশী হয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন।

মনিরুল মনিকাকে ইশারা করে কদমবুসি করতে বলে বলল, চাচি আম্মা।

মনিকা প্রথমে মুখে সালাম জানাল তারপর কদমবুসি করল।

আনোয়ারা বেগম থাক মা থাক, বেঁচে থাক, সুখী হও বলে তার মাথায় চুমো খেয়ে বললেন, বস মা বস। তোমার কথা একটু আগে মনিরুলের চাচা আমাকে বলছিল। আল্লাহর শান বোঝা মানুষের অসাধ্য। তারপর মনিরুলকে বলল, কই, তুমি তো এর কথা আমাকে কোনো দিন বলনি।

মনিরুল বলল, একেবারে এনে পরিচয় করিয়ে দেব বলে বলিনি।

আনোয়ারা বেগম বললেন, তোমরা বসে গল্প কর, আমি তোমাদের নাস্তা পাঠিয়ে দিচ্ছি। তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন।

পরের দিন অফিসের ও ওয়ার্কশপের সমস্ত কর্মচারীদের এবং করিম সাহেবের বাসার সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মনিরুল খুলনায় ফিরে এল। আসার সময় সবাই চোখের পানি ফেলে বিদায় দিয়েছে। মনিরুল তাদেরকে মাঝে মাঝে আসবে বলে প্রবোধ দিয়ে এসেছে। বাড়িতে এসে সে টাউনের ব্যবসা হাতে নিল। গ্যারেজ ও ওয়ার্কশপটা আরো বড় করল। তারপর ওয়ার্কশপের সামনে একটা শোরুম ও অফিস করার জন্য চারটে পাকা রুম তৈরী করল। বিদেশ থেকে গাড়ি ইম্পোর্ট করার সব কিছু লাইন সে করিম সাহেবের কাছ থেকে শিখেছে। সে-ও গাড়ি ইম্পোর্ট করার জন্য নানা রকম চেষ্টা করতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে তাকে এ ব্যাপারে জাপান যেতে হবে। এর মধ্যে সেখান থেকে ওয়ার্কশপের যন্ত্রাংশ তৈরির মেসিন আমদানি করে লেবারের সঙ্গে নিজেও কঠোর পরিশ্রম করছে।

ছেলের কাজ-কর্ম দেখে কালাম সাহেব খুব খুশী। ব্যবসার জন্য যত টাকা ছেলে চাইছে, তা দিতে কার্পন্য করছেন না। ছোট ছেলে রসিদুল এবছর আই.কম পাশ করে বি. কম পড়ছে। মনিরুলের মতো রসিদুলও টাউনের বাসায় থেকে পড়াশোনা করছে। রসিদুল অবসর সময়ে মাঝেমাঝে অফিসে এসে ভাইয়াকে সাহায্য করতে চায়। মনিরুল তাকে বলে, এসবে এখন মাথা গলিও না। মন দিয়ে লেখাপড়া কর, শরীর ও মন ঠিক রাখার জন্য খেলাধুলা কর। ভালো ভালো বই পড়। সেই সঙ্গে কুরআন-হাসিদের ব্যাখ্যা এবং ইসলামের মহা মহা মনীষীদের জীবনী ও অন্যান্য বইও পড়বে। আর ধর্মীয় জ্ঞান যতটুকু অর্জন করবে তা নিজে মেনে চলার যতদূর সম্ভব চেষ্টা করবে এবং অন্যকেও সেদিকে চালাবার চেষ্টা করবে।

কালাম সাহেব স্ত্রীর নামে টাউনে পাঁচতলা বাড়ি করে দোতলা বাদে পুরো বাড়ি ভাড়া দিয়েছে। বাগের হাটে গ্রামের বাড়িতে এবং টাউনের সালেহা ভিলাতে কালাম সাহেব সুবিধে মতো দু'বাড়িতেই থাকেন।

মনিরুল ফিরে এসে খুলনা টাউনের বাসায় বেশির ভাগ থাকে। এ বাসায় ফোন নেই। বাগেরহাটের বাড়িতে যে ক'দিন ছিল, প্রায় প্রতি রাতে মনিকাকে ফোন করেছে। টাউনে চলে আসার পর তা আর করতে পারে না। মাঝে মাঝে বাগের হাটে গিয়ে করে। টাউনের বাসায় যে ফোন নেই, সেকথা প্রথম দিন মনিকাকে জানিয়েছে। তাই এখন কয়েকদিন ফোন করতে দেরি হলেও তেমন কিছু মনিকা বলতে পারে না। তবে অফিসে ও বাসায় জন্য দু'টো ফোন নেওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করছে। সে কথাও মনিকাকে জানিয়েছে। বেশ কিছুদিন কাজের চাপে মনিরুল মনিকাকে ফোন করতে পারে নি। কারণ বাগেরহাটের ফোনটা খারাপ হয়ে গেছে। অন্য জায়গা থেকে করবে ভাবলেও কাজের ব্যস্ততায় তা সম্ভব হয় নি। ঢাকাতে যাবে যাবে করেও যেতে পারছে না।

মনিরুলের ফোন না পেয়ে মনিকা তাদের বাসায় অনেকবার ফোন করেছে কিন্তু ফোন ডেড থাকায় বিফল হয়েছে।

কালাম সাহেব একদিন স্ত্রীকে বন্ধুর ফোনে আলাপের কথা বলে মনিরুলের মতামত জানতে বললেন। ওনারা সবাই এখন টাউনের বাসায় আছেন।

সালেহা বেগম ছেলেকে কথাটা বলার জন্য সুযোগ পাচ্ছেন না। কারণ মনিরুল সারাদিন ব্যবসার কাজে বাইরে থাকে। রাত্রে ফিরতেও অনেক দেরি করে। একদিন রাত দশটার দিকে মনিরুলকে ফিরতে দেখে ভাবলেন খাওয়া-দাওয়ার পর আজ বলবেন। কিছু দিনের মধ্যে সে জাপান যাবে। সব ঠিক করে আজ একটু সকাল সকাল বাসায় ফিরেছে খাওয়া-দাওয়ার পর ছেলের রুমের কাছে গিয়ে তার নাম ধরে ডেকে বললেন, তুই কি ঘুমিয়ে পড়েছিস?

মনিরুল বলল, না মা, তুমি ভিতরে এস।

সালেহা বেগম ভিতরে এসে খাটে তার পাশে বসে বললেন, তুই তো তোর আব্বাকে সাহায্য করছিস, আমাকে সাহায্য করার কথা মনে হয় না বুঝি?

মনিরুল মায়ের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মৃদু হেসে বলল, তোমাকে সাহায্য করার জন্য দু'জন কাজের মেয়ে রেখেছ, দরকার হলে আরো রাখ।

সালেহা বেগম বললেন, কাজের মেয়েদেরকে দিয়ে কি আর সব কাজ হয়! তুই একটা বৌ এনে দে। তার হাতে সব দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সংসারের বোঝা থেকে বাঁচতে চাই।

মনিরুল বলল, সে ব্যবস্থা তোমরা করতে পার। আমি আর আপত্তি করব না।

আলহামদুলিল্লাহ বলে সালেহা বেগম আবর বললেন, সেবারে হালিমা তোকে যে ফটোটা দিয়েছিল, সেটা তোর আব্বার বন্ধুর মেয়ে। খুব সুন্দর দেখতে । আমাদের সবার পছন্দ। তোর পছন্দ হলে বল, সেখানে আমরা ব্যবস্থা করি।

আব্বার ঢাকার বন্ধু আসিফ সাহেবের মেয়ের কথা বলছ তো। তাকে চিনি। দেখতে-শুনতে ভালো হলে কি হবে, স্বভাব-চরিত্র ভালো নয়। তারপর মনিকার সঙ্গে যা আলাপ করেছিল। সেই সব বলে বলল, ঐ মেয়ের সম্বন্ধ বাদ দিয়ে তোমরা অন্য মেয়ে দেখতে থাক, আমি কিছুদিনের মধ্যে জাপান যাচ্ছি, সেখান থেকে ফিরে আসার পর যা করার করো।

সালেহা বেগম ছেলের কথা শুনে আর কিছু বলতে পারলেন না। চলে আসার সময় বললেন, তোর আব্বাকে সব কথা বলে দেখি উনি কি বলেন। স্বামীর কাছে এসে ছেলের সব কথা বলে বললেন, এরকম মেয়েকে তো আর বৌ করা যায় না। তাছাড়া মনিরুল নিজেই যখন অন্য মেয়ে দেখতে বলল তখন তো একেবারেই অসম্ভব।

কালাম সাহেব শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, সব কিছু বুঝলাম কিন্তু বন্ধু যখন ফোন করবে তখন কি জবাব দেব? আমি তাকে আগে দু'বার প্রস্তাব দিয়েছি। তারপর না সে এগিয়েছে।

সালেহা বেগম বললেন, তাতে কি হয়েছে? তখন তো তুমি এসব জানতে না। আমার কি মনে হয় জান? মনিরুল যা বলল তা সত্য। তাই তিনি শিগগির মেয়ের বিয়ে দেয়ার জন্য বারবার ফোন করছেন। বন্ধুর মন রাখার জন্য তার চরিত্রহীন মেয়েকে বৌ করতে হবে, এ কেমন কথা? তা ছাড়া মনিরুল কিছুতেই রাজি হবে না।

কালাম সাহেব বললেন, তোমার কথা শুনে আমারও কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। দেখা যাক, আসিফ ফোন করলে যা হোক কিছু বলে কাটিয়ে দেয়া যাবে। মুখে এই কথা বললেন বটে, কিন্তু মনে মনে আফসোসও হল, বন্ধুর মেয়েকে বৌ করতে পারলে রাজকন্যার সাথে রাজত্বটাও পাওয়া যেত।

তিন চার দিন পর আসিফ সাহেব ফোন করে বললেন, এতদিন হয়ে গেল তোমার কাছ থেকে কোনো খবর না পেয়ে আমিই আবার ফোন করলাম। মনিরুল কি এখনও ঢাকা থেকে ফিরে নি?

কালাম সাহেব বললেন, হ্যাঁ, ফিরেছে।

কবে আসছ তা হলে?

এত তাড়াহুড়ো করছ কেন? এসব কাজ ধীরেসুস্থে করতে হয়।

বন্ধুর কাছ থেকে আসিফ সাহেব এ রকম কথা আশা করেন নি। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললেন, তুমি এভাবে কথা বলছ কেন?

কালাম সাহেব বললেন, মনিরুল টাউনের ব্যবসাটা আরো ডেভেলপ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। ইম্পোর্টে গাড়ি আনার জন্য সে জাপান যাওয়ার চেষ্টা করছে। জাপান যাওয়ার আগে বিয়ের কথা বলেছিলাম শুনে বলল, আগে ব্যবসাটা বড় করি তারপর বিয়ে কথা চিন্তা করব।

আসিফ সাহেব বললেন, এটাই কি আসল কারণ? না অন্য কোনো ব্যাপার আছে? বন্ধু যে বেশ লোভী তা তিনি জানেন। তাই ভাবলেন, হয়তো লেন-দেনের কথাটা সরাসরি বলতে না পেরে এই কথা বলছে। অথবা অন্য কোথাও মোটা অংকের অফার পেয়েছে। বললেন, তুমি তো জানো, মনিকা আমাদের একমাত্র সন্তান। সব কিছু তো একদিন ঐ পাবে।

কালাম সাহেব বললেন, তুমি যা ভাবছ তা নয়। আসল কথা মনিরুল কিছুতেই রাজি হচ্ছে না।

কারণ বলেছে?

বলেছে।

সেটা এতক্ষণ বলছ না কেন?

কথাটা শুনে তুমি মনে কষ্ট পাবে, তাই বলতে চাচ্ছিলাম না। আমাদের যখন ভুল বুঝেছ তখন বলছি শোন, সে এবার ঢাকায় গিয়ে তোমার মেয়ের সম্বন্ধে অনেক কিছু খারাপ কথা শুনে এসেছে।

আসিফ সাহেব চমকে উঠে বললেন, কি শুনেছে?

তোমার মেয়ে নাকি একটা ওয়ার্কশপের মেকানিক্সকে ভালবাসে। তাকে বিয়ে করতে চায়।

একদম বাজে কথা, মনিরুল ওসব জানল কি করে?

তার বন্ধুর কাছ থেকে। বন্ধুটা তোমার মেয়ের সঙ্গে পড়ে।

আসিফ সাহেব শুনে লজ্জায় ও অপমানে ফোন ছেড়ে দিলেন।

রাহেলা বেগম বিকেলে স্বামীকে মুখ ভার করে ফিরতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন তোমার কী শরীর খারাপ?

আসিফ সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, শরীর খারাপ নয়। আজ আমি একজনের কাছে খুব অপমানিত হয়েছি।

কার কাছে কি জন্যে অপমানিত হলে?

আসিফ সাহেব রাগে ফেটে পড়লেন, খুলনার সেই বন্ধুর কাছে। তোমার গুণধর মেয়ের কীর্তি তারা সবাই জেনে গেছে। জেনে-শুনে কেউ কি আর এমন মেয়েকে বৌ করতে চায়!

রাহেলা বেগম শুনে স্বামীর বন্ধুর উপর রেগে গেলেন। বললেন, না করলে তো বয়ে গেছে। যৌবনকালে সবারই কিছু না কিছু হয়েই থাকে। লোকটা বড় মীনমাইণ্ডেড। রাজি না হয়ে ভালই হয়েছে। যারা মিনমাইন্ডেড তাদের ঘরে আমার মেয়ে সুখী হতে পারত না। টাকা থাকলে ছেলের অভাব! এতে তুমি মন খারাপ করছ কেন? তোমার মামাতো ভাইয়ের

ছেলেটা কয়েকদিন আগে জাপান থেকে ফরেন এ্যাফেয়ারসের উপরে ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছে, সেদিন তুমি বললে না? সেখানে যোগাযোগ করে দেখ।

আসিফ সাহেব বললেন, ঠিক কথা বলেছ, তাই দেখব। দু'দিন পর আসিফ সাহেব মামাতো ভাই খলিললেক ফোন করে সবাইকে নিয়ে বেড়িয়ে যেতে বললেন।

খলিল সাহেব রাজশাহীতে থাকেন। সেখানে বাড়ি করেছেন। তিনি একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি ওনার একছেলে দু'মেয়ে। ছেলে বড় । নাম মঞ্জুর আলম। ডাকনাম মঞ্জু। সেই-ই জাপান থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। বড় মেয়ে শিল্পী বি. এ পড়ছে। ছোট লিপি ক্লাস সেভেনে পড়ে। কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে খলিল সাহেব, মঞ্জু, লিপি ও স্ত্রীকে সঙ্গে করে ঢাকায় আসিফ সাহেবের বাসায় বেড়াতে এলেন। শিল্পী কলেজ হোস্টেলে থাকে। তার সামনে পরীক্ষা বলে আসতে পারে নি। রওয়ানা হওয়ার আগের দিন ফোন করে আসিফ সাহেবকে জানিয়েছেন।

আসিফ সাহেব তাদের থাকার জন্য দুটো রুম রেডি করে রেখেছেন। মামাতো ভাই ও ভাবিকে আসিফ সাহেব ও রাহেলা বেগম সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। মঞ্জু ও লিপি চাচা-চাচিকে সালাম করলে ওনারা মাথায় হাত ঠেকিয়ে চুমো খেয়ে বললেন, বেঁচে থাক, আল্লাহ তোমাদের সুখী করুন।

আসিফ সাহেব মেয়েকে ডেকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মনিকা চাচা-চাচিকে সালাম জানিয়ে কদমবুসি করল।

কলিল সাহেব তাকে বসতে বলে জিজ্ঞেস করলেন, কিসে পড়ছ?

মনিকা বলল, এম. এ. শেষ বর্ষে।

খলিল সাহেব বললেন, জান মা, তোমাকে দশ-বারো বছর পরে দেখছি। তখন তুমি ফ্রক পরতে। তারপর আর ঢাকায় আসিনি। তোমার বাবাও আমাদের ওখানে যায় নি। আমাদের কথা তোমার মনে পড়ে!

মনিকা বলল, অল্প অল্প পড়ে।

খলিল সাহেব মঞ্জুকে দেখিয়ে বললেন, তোমার মঞ্জু ভাই। ওর কথাও নিশ্চয় মনে আছে! কি একটা জিনিস কাড়াকাড়ি করার সময় তোমার হাত মুচড়ে দিয়েছিল।

মনিকা মঞ্জুর দিকে দু'বার চেয়ে দেখেছে, সে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। দু'বারই চোখে চোখ পড়েছে। সে জন্যে আর তার দিকে তাকায়নি এখন চাচার কথা শুনে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, হ্যাঁ মনে আছে।

খলিল সাহেব হেসে উঠে বললেন, মনে থাকারই কথা। আমি সে সময় না এসে পড়লে তোমার হাতটাই ভেঙ্গে যেত। তবু ডাক্তার এনে ব্যান্ডেজ করতে হয়েছিল। তারপর আসিফ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা তো শুনেছ মঞ্জু জাপান থেকে ফরেন এ্যাফেয়ারসের উপর ডিগ্রি নিয়ে এসেছে। ঢাকাতে এক বিদেশী এ্যাম্বাসিতে ওর চাকরি হয়ে যাওয়ার চান্স আছে। যদি একান্ত না হয়, ও আবার জাপান চলে যাবে। সেখানে একটা কোম্পানি ওকে ভালো অফার দিয়েছে।

আসিফ সাহেব বললেন, জাপানে যদি অফার পেয়ে থাকে, তা হলে সেখানেই চলে যাওয়া ভালো। এদেশে আর কত বেতন পাবে? তা ছাড়া দেশের যা অবস্থা, কখন কি হয় বলা যায় না। তারপর মঞ্জুকে বললেন, তুমি কি বল বাবাজী?

মঞ্জু বলল, আপনি ঠিক কথা বলেছেন। আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম। মা-বাবা যেতে দিচ্ছে না। বলছে, ঢাকায় যদি কিছু একটা হয়ে যায়, তা হলে বিদেশে যাওয়ার দরকার কি?

আসিফ সাহেব বললেন, তোমার কথা শুনে খুশী হলাম। আজকালের ছেলেমেয়েরা উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে মা-বাবার কথা মানতেই চায় না। তোমার মা-বাবার অমতের আসল কারণ, তুমি তাদের এক ছেলে। তোমাকে ছেড়ে তারা থাকবে কি করে?

ঐদিন বিকেলে চা-নাস্তা খাওয়ার পর আসিফ সাহেব মেয়েকে বললেন, তোর মঞ্জু ভাইকে নিয়ে বেড়িয়ে আয়।

সেখানে লিপি ছিল। বেড়াতে যাওয়ার কথা শুনে সে বলে উঠল, আমিও যাব। আসিফ সাহেব বললেন, নিশ্চয় যাবে। তারপর মনিকাকে বললেন, যাও তুমি তৈরি হয়ে এস।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মনিকা তৈরি হয়ে এসে লিপিকে নিয়ে মঞ্জুর সাথে বেড়াতে বেরোল। পথে লিপি বলল, তোমরা যেখানেই যাও, আমাকে শিশুপার্ক দেখাতে হবে।

মঞ্জু ড্রাইভ করছিল। মনিকা তাকে জিজ্ঞেস করল, শিশুপার্ক চেনেন?

মঞ্জু মৃদু হেসে বলল, চিনি।

শঞ্জু শিশু পার্কের গেটে গাড়ি রাখার জায়গায় পার্ক করল। তারপর সবাই মিলে টিকেট কেটে ভিতরে ঢুকল। লিপি জিদ ধরল ট্রেনে, চরকায় ও অন্যান্য সব কিছুতে চাপবে। সবখানেই প্রচণ্ড ভিড়, লম্বা কিউ। ভিড় দেখে মনিকা লাইনে দাঁড়াতে চাইল না। লিপি খুব জেদাজেদী করতে লাগল। এমন সময় একজন যুবক তাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ব্যাপার বুঝতে পেরে বলল, টিকেট দিয়ে ঐসব চাপতে গেলে অনেক্ষণ লাইনে থাকতে হবে। তার চেয়ে এক কাজ করুন, টিকিটের রেট অনুয়ায়ী টাকা পরিচালকদের হাতে দিয়ে দেন, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে চান্স পেয়ে যাবেন।

যুবকটা চলে যাওয়ার পর মনিকা বলল, ওসব করার দরকার নেই। এটা করা অন্যায়। নিজেদের সুবিধের জন্য এভাবে ঘুষ দিলে ওরাও দুর্নীতিবাজ হয়ে পড়বে, এবং অনেকে টিকেট না কেটে ঐভাবে কাজ হাসিল করবে। ফলে সরকার দর্শকদের কাছ থেকে যা আয় করত, তা থেকে বঞ্চিত হবে। আর এটা করা ইসলামের দৃষ্টিতে সরাসরি নিষেধ।

যুবকটার কথা শুনে মঞ্জু তাই করার মনস্থ করেছিল। কিন্তু মনিকার কথা শুনে তা না করে লাইনে দাঁড়িয়ে ট্রেনে, চরকায় ও চেয়ার বক্সে সবাইকে নিয়ে চাপল। আর মনিকা রাজি না হতে লিপি একা দোলনাতে দুলল। এই কটাতে চাপাতেই সন্ধ্যে হয়ে এল।

মনিকা বলল, আজ ফেরা যাক। অন্যদিন আবার আসা যাবে।

পরের দিন লিপির জিদে ওরা বেলা তিনটের দিকে চিড়িয়াখানা দেখতে এল। মঞ্জু ও মনিকার দেখার অত আগ্রহ নেই। অনেকবার দেখেছে। লিপির আনন্দ ধরে নি। সে ছুটে ছুটে আগে গিয়ে সব কিছু দেখছে। আর ওরা দু'জন তার পিছনে পিছনে যেতে যেতে গল্প করছে।

মঞ্জুকে বারবার তার দিকে তাকাতে দেখে মনিকা একসময় জিজ্ঞেস করল, আপনি বারবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছেন?

মঞ্জু বলল, তোমাকে।

কেন?

কেন আবার, দেখলে দোষ হয় না কি?

দু'একবার দেখলে হয় না। বারবার দেখলে হয়

সুন্দর জিনিসকে সবাই বারবার দেখে। বরং কেউ যদি তা না দেখে, তা হলে বোঝা যায়, তার সৌন্দর্যবোধ নেই। রিয়েলি ইউ আর ভেরি ভেরি বিউটিফুল।

আপনি তো জাপানে ছিলেন, সেখানকার মেয়েদের চেয়ে?

অফকোর্স। আমার কি মনে হয় জানো, প্রথিবীর সব দেশের চেয়ে আমাদের দেশের মেয়েরা বেশি সুন্দরী।

আর পুরুষরা?

মঞ্জু কি বলবে ঠিক করতে না পেরে চুপ করে রইল।

এমন সময় আসরের আজান শুনতে পেয়ে মনিকা বলল, ওসব কথা বাদ দিন। মসজিদের দিকে চলুন নামায পড়ব।

মনিকার নামায পড়ার কথা শুনে মঞ্জু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি নামায পড়?

হ্যাঁ পড়ি। মনে হচ্ছে খুব অবাক হয়েছেন?

না মানে, হ্যাঁ, সত্যি আমার বিশ্বাস করতে খুব অবাক লাগছে।

কেন? নামায পড়া কি অন্যায়? আমি তো জানি প্রত্যেক মুসলমানের নিয়মিত নামায পড়া অবশ্য কর্তব্য।

না, অন্যায় নয়, তবে আজকাল অশিক্ষিত ও গরিবরা ছাড়া কেউ নামায পড়ে না।

আপনার কথা মানতে পারলাম না। দেশ-বিদেশের অনেক উচ্চ শিক্ষিত ও ধনীলোকেরা নামাযও যেমন পড়েন, তেমনি ধর্মের অন্যান্য আইনও মেনে চলেন। ধনী লোকেরা যদি তা না করত, তা হলে প্রতি বছর সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক হজ্ব করার জন্য মক্কা-মদিনায় যেত না। আর হজ্ব করার খরচ নিশ্চয় গরিবদের নেই। তা ছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় মনীষীরা কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা পড়ে ইসলামকে জেনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছেন এবং তারাও ইসলামের আইন মেনে চলছেন।

মঞ্জু চিন্তা করল, এ ব্যাপারে মনিকার সঙ্গে আলাপ করলে পারা যাবে না। বলল, দেখ, আমি ওসব ব্যাপার নিয়ে কখনো মাথা ঘামাই নি। তুমি বোধ হয় ধর্মীয় বই পড়াশোনা কর।

আপনি ঠিক বলেছেন। মনিরুল কি বলে জানেন? 'আজকালের ছেলেমেয়েরা দেশ-বিদেশে উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছে ঠিক, কিন্তু তার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা না নিয়ে এবং সেইমতো অনুশীলন না করে বিধর্মীদের দিকে ঝুকে পড়ছে। সব কিছু শিক্ষার সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ না করলে কেউ পূর্ণ শিক্ষিত হতে পারে না,

তাকে থামিয়ে দিয়ে মঞ্জু জিজ্ঞেস করল, মনিরুল কে?

মনিকা বলল, সে একটা ওয়ার্কশপে কাজ করে?

কি বললে? ওয়ার্কশপে কাজ করে?

হ্যাঁ করে। ওরকম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করছেন কেন? সেখানে যারা কাজ করে, তারা মানুষ না বুঝি?

মানুষ, তবে আমি জানি সেখানে যত ছোটলোকেরা কাজ করে।

আপনার এই জানাটাও ঠিক নয়। আমি জানি বিদেশে বহু শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা শুধু ওয়ার্কশপে নয়, যে কোনো কাজ করে উপার্জন করে। তবু বেকার থাকে না। এমন কি অনেকে জুতো পালিশও করে। তারা জানে বেকার থাকলে মানুষ শয়তানে পরিণত হয়। আমাদের দেশের ছেলেরা মান-সম্মানের দিকে চেয়ে লক্ষ লক্ষ বেকার শয়তানে পরিণত হয়েছে এবং হচ্ছে। এখন চলুন, আমাকে নামায পড়তে হবে।

মঞ্জু লিপিকে নিয়ে মসজিদের অল্প দূরে দাঁড়াল।

মনিকা নামায পড়ে এসে বলল, এবার কিছু খাওয়া যাক।

চিড়িয়াখানার ভেতরে বেশ কয়েকটা রেস্টুরেন্ট আছে। সেগুলোর সামনে ফাঁকা জায়গায় অনেক টেবিল-চেয়ার পাতা। ওরা একটা রেস্টুরেন্টের কাছে এসে সামনে পাতা একটা টেবিল দখল করে তিনটে চেয়ারে বসল। বয় এলে মঞ্জু মনিকাকে জিজ্ঞেস করল, কি খাবে?

মনিকা বলল, কিছু লাইট ফুড ও কোকের অর্ডার দিন।

খেতে খেতে লিপি মনিকাকে বলল, একদিনে এতকিছু দেখা সম্ভব নয়। আর একদিন আসতে হবে।

মনিকা বলল, তাই হবে।

মঞ্জু বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, কিছু মনে করো না। মনিরুলের সঙ্গে তোমার পরিচয় হল কি করে? তার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক আছে?

মনিকা তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে মৃদু হেসে বলল, ওয়ার্কশপে একদিন আমার গাড়ি সারাতে গিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় হয়। আর সম্পর্কের কথা কি বলব, সে আমার তনু-মনের সঙ্গে রক্তের মতো চব্বিশ ঘন্টা প্রবাহিত হচ্ছে।

মঞ্জু খুব অবাক হয়ে বলল, কথাটা বলতে তোমার মুখে বাধল না?

যা সত্য তাই বললাম। মিথ্যাকে আমি ঘৃণা করি। তা ছাড়া কোনো প্রকৃত মুসলমান কোনো কারণেই মিথ্যা বলে না।

তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু মানুষের রুচিবোধ বলে একটা কথা আছে। তোমার সম্বন্ধে আমার খুব উচ্চ ধারণা ছিল।

এখন সেই ধারনা নিশ্চয় খুব নিচে নেমে গেছে?

সে কথা নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করে দেখ।

মনিকা বলল, উচ্চ আভিজাত্যের মধ্যে লেখাপড়া করে বছর দুই আগেও আমার আপনার মতো সব কিছু ছিল। নিজেদের সমগোষ্ঠী ছাড়া মানুষকে মানুষ বলে মনে করতাম না। প্রথম দিকে মনিরুলকেও তাই মনে করতাম। আল্লাহর অপার করুণায় তিনি আমাকে মনিরুলের মাধ্যমে কুরআন-হাদিসের জ্ঞান দান করে নিজেকে চিনবার ক্ষমতা দিয়ে ধন্য করেছেন। আমার সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য সেটা যিনি লিখেছেন তিনিই জনেন। তবে আমি মনিরুলের কাছ থেকে আসল জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছি। একটা কথা মনে রাখবেন, মানুষের খোলসটা যেমন তার আসল পরিচয় নয়, তেমনি জ্ঞান অর্জন করে তার অনুশীলন যে করে না, সে প্রকৃত জ্ঞানী নয়। জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ হল তার অনুশীলন।

মঞ্জু বলল, দেড় হাজার বছর আগের জ্ঞানকে তুমি প্রকৃত জ্ঞান বলছ? যে জ্ঞান মানুষকে প্রগতির পথে বাধা দেয়, নারীকে পিঞ্জরার পাখির মতো বন্দি করে রাখে, যে জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ, আজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও প্রগতির যুগে তোমার কথিত সেই জ্ঞান একেবারে অচল। তাই তো মুসলমানরা তা বুঝতে পেরে বিজ্ঞান ও প্রগতির দিকে ঝাঁকে পড়ছে।

মনিকা বলল, একজন মুসলমানের কাছ থেকে এরকম কথা আশা করি নি। আপনাকেই আর দোষ দেব কি? আমিও আপনার মতো তাই ভাবতাম। সেই আল্লাহপাকের কাছে শুকরিয়া জানাই, যিনি আমাকে এইসব বেদাতি চিন্তা থেকে সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন। আপনি যে কথাগুলো কললেন, তার কোনোটাই ঠিক নয়। সেগুলো প্রমাণ করতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে। আপনি শুনতে চাইলে বাসায় গিয়ে বলব। মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে আসছে। বাসায় গিয়ে পড়ব । বড় দুঃখ হয়। দেশের মধ্যে সব থেকে বড় এই চিড়িয়াখানা। প্রতিদিন হাজার হাজার নারী-পুরুষ এখানে আসছে। পুরুষদের জন্য নামাযের ব্যবস্থা থাকলেও মেয়েদের জন্য নেই। এদিকে সরকারের দৃষ্টি দেয়া একান্ত কর্তব্য। এখন

হাতে কিছুক্ষণ সময় আছে অল্প কিছু বলছি শুনুন। কুরআন শুধু বিজ্ঞান নয়, মহাবিজ্ঞান। পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞানীরা কুরআন রিসার্চ করতে গিয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। তারা বলেছেন, আজ বিজ্ঞান নতুন নতুন যন্ত্রপাতি দিয়ে পৃথিবী ও মহাশূন্য সৃষ্টির রহস্য উদঘান করতে খুব সামন্যতম সফল হয়েছে। আর দেড় হাজার বছর পূর্বে কোনো কিছুর সাহায্য ছাড়াই নিরক্ষর হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-এর মুখ দিয়ে কুরআনে যা বর্ণনা হয়েছে তা নির্ভুল। কুরআনে ভুল ধরতে গিয়ে অনেক মণীষী ও বৈজ্ঞানিক নিজেদের ভুল ধরে ফেলে কুরআনকে আল্লাহর বাণী স্বীকার করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন। আসল ঘটনা কি জানেন, বিধর্মীরা কোরআনকে আল্লাহর বাণী জেনেও হিংসার বশবর্তী হয়ে এবং নিজেদের স্বার্থের খাতিরে কুরআনকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। আর মুসলমান, কুরআনের ব্যাখা না পড়ে বা না বুঝে শুধু সম্মান দেখাবার উঁচু জায়গায় রেখে দিয়েছে বিধর্মীদের সব কিছু ভালো মনে করে সেদিকে ঝুঁকে পড়েছে। আর সময় নেই, চলুন ওঠা যাক।

ফেরার পথে গাড়িতে মঞ্জু মনিকাকে জিজ্ঞেস করল, মনিরুলের ব্যাপারটা চাচা-চাচি জানেন?

হ্যাঁ জানে। জানার পর তারা দু'বার তাকে অপমান করে বাসা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

তবু তুমি তাকে ভালবাস?

শুধু ভালবাসি নয়, সে আমার প্রাণ। তাকে না পেলে আমি বাঁচব না।

রাত্রে ঘুমাবার সময় মঞ্জু মনিকার কথাগুলো চিন্তা করতে লাগল। তার কথাগুলো অপ্রিয় হলেও ভেবে দেখা দরকার। সত্যি কি কুরআনে এই সব আছে। তবে খবরের কগজে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেশ-বিদেশের অনেক বড় বড় মণীষীদের ইসলাম গ্রহণ করার কথা মনিকা যা বলল, তা সত্য। কিন্তু একটা ব্যাপার খুব খারাপ লাগছে? মনিকা কি করে একটা ওয়ার্কশপের ছেলের প্রেমে পড়ল? এখানে এসে মনিকাকে তার খুব পছন্দ হয়েছে। আজ সে মনিরুলের ব্যাপারে যা বলল, তারপর আর সে কথা চিন্তাই করা যায় না।

মনিকাদের বাসায় আসার সময় মঞ্জুর মা তাকে বলেছিলেন, তোর আসিফ চাচার খুব ইচ্ছা তোকে জামাই করার। মনিকাকে পছন্দ হলে বলবি, আমরা ব্যবস্থা করব। তোর বাবার ও আমার ইচ্ছা তাই।

শুয়ে শুয়ে মঞ্জু চিন্তা করতে লাগল, মনিকার নিজের মুখ থেকে এইসব শোনার পর আর পছন্দ-অপছন্দের কথা ভাবা যায় না। ভেবে ঠিক করল, মাকে এক সময় সেকথা জানিয়ে দিলেই হবে।

তিন-চার দিন পর একদিন বিকেলে আসরের নামায পড়ে মনিকা মঞ্জুর অনুরোধ বেড়াতে বের হল। আজ লিপির জ্বর হয়েছে বলে এল না। বড় রাস্তায় উঠে মনিকা বলল, গুলশানে চলুন ওখানে আভিজাতপুর্ণ বিরাট মার্কেট হয়েছে।

গুলশানে এসে মঞ্জু অবাক হয়ে গেল। মনিকার কথাই সত্য। ঘুরে ঘুরে দু'জনে টুকটাক দু'একটা জিনিস কিনল। একসময় মঞ্জু বলল, চল রেস্টুরেন্টে কিছুক্ষণ বসা যাক।

ওরা একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে কেবিনে চান্স না পেয়ে এক কোণের দিকে বসল।

নাস্তার পর কফি খেতে খেতে মঞ্জু বলল, আমি তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

মনিকা বলল, বেশ তো বলুন না, দ্বিধা করছেন কেন?

জাপান থেকে আসার পর মা বিয়ে দেয়ার জন্য আমার মতামত জানতে চাইলে আমি বলেছি, কিছু একটা না করে বেকার অবস্থায় বিয়ে করব না। শুনে মা বলল, তা না হয় করবি। কিন্তু মেয়ে দেখে রাখতে দোষ কি? এখানে চাকরি না হলে আমি আবার জাপান চলে যাব বলতে বলল, বিয়ে করে একেবারে বৌ নিয়ে যাবি। এখানে আসার সময় মা

তোমার কথা বলে পছন্দ-অপছন্দের কথা জানাতে বলেছিল। গতকাল সে কথা জিজ্ঞেস করতে বলেছি দু'একদিন পরে জানাব। এব্যাপারে তুমি কিছু বলবে?

মনিকা বেশ কিছুক্ষণ নিচের দিকে তাকিয়ে থেকে মাথা তুলে বলল, সেদিন চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়ে আপনাকে তো বলেছি, আমি মনিরুলকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না। একমাত্র মালেকুল মউত হজরত আজরাইল (আঃ) এর বাধা ছাড়া পৃথিবীর কোনো শক্তিই আমাকে আমার সংকল্প থেকে বিচ্যুৎ করতে পারবে না। আমার কোনো ভাই বোন নেই। আপনাকে আমি বড় ভাইয়ের মতো মনে স্থান দিয়েছি। ছোট বোন হয়ে আবেদন করছি, এ ব্যাপারে আমাকে আপনি সাহায্য করবেন। কথা শেষে সে রুমালে চোখ মুছল।

মঞ্জু তার চোখে পানি দেখে খুব বিব্রত বোধ করল। একটু সময় নিয়ে চিন্তা করে বলল, তোর আবেদন আমি গ্রহণ করলাম। এবার থেকে বড় ভাইকে নিশ্চয় আপনি করে বলবি না?

মঞ্জুর কথা শুনে মনিকা দাঁড়িয়ে তার দুটো হাত ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর সামলে নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে বলল, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থেক, আজ আমরা ভাইবোন সম্পর্কে আবদ্ধ হলাম। তুমি আমাদের এই বন্ধনকে কবুল কর।

নে হাত ছাড়, বস। চোখ-মুখ মুছে ফেল। আরো কিছু প্রশ্ন করব। মনিকা চোখ মুখ মুছে বসার পর বলল, মনিরুলের সঙ্গে আমার দেখা করিয়ে দে। যাকে আমার বোন পছন্দ করেছে, তাকে দেখা এবং তার সঙ্গে কথা বলা বড় ভাই হিসেবে কর্তব্য।

সে তো ঢাকায় নেই।

সেদিন বললি, এখানে একটা ওয়ার্কশপে কাজ করে।

করত ঠিক। মাস দুই হল ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে গেছে।

দেশ কোথায়?

খুলনায়।

সেখানে কি করছে?

বাবার ব্যবসা চালাচ্ছে।

কি ব্যবসা করে জানিস?

না।

কতদূর লেখাপড়া করেছে।

এবছর সি. এ. তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে।

কি বললি?

হ্যাঁ ভাইয়া, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

কি করে হবে? তুই তো বললি সে ওয়ার্কশপে কাজ করে।

ওয়ার্কশপে কাজ করতে করতে ভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছে।

তার বাবার অবস্থা বুঝি খারাপ?

না। খুলনার শ্রেষ্ঠ ধনীদের অন্যতম।

মঞ্জু খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, তা হলে সে ওয়ার্কশপে কাজ করত কেন?

মনিকা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, খুব অবাক হয়েছ না? তার এরকম করার কারণ ছিল। তারপর সে মনিরুলের ঘটনাটা বলল।

শুনে মঞ্জুও হেসে উঠে বলল, তাই বল। তাই তো আমার মাথায় তোর প্রেমের ব্যাপারটা ঢুকছিল না। তুই চাচা-চাচিকে তার আসল পরিচয় জানালে এত কাণ্ড হত না।

আমি সে কথা মনিরুলকে বলতে বলল, সে তার ও আমার বাবাকে একটু শিক্ষা দেবে। কথাটা চেপে রাখার ফলে সেও যেমন অপমানিত হচ্ছে, তেমনি আমাকেও অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হচ্ছে। তবু বলতে দিচ্ছে না।

তোরা গোপনে কোর্ট ম্যারেজ করে ফেলতে পারতিস। পরে তোদের গার্জেনরা জেনে বোকা বনে যেত।

আমার ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেলে সে এর মীমাংসা করবে বলেছে।

তার সঙ্গে তোর যোগাযোগ আছে?

আছে। তবে কিছুদিন হল ওদের ফোনটা ডেড। তাই যোগাযোগ বন্ধ।

তাকে আসতে বলে একটা টেলি করে দে, দেখতে খুব ইচ্ছে করছে।

দেব

এসে কোথায় উঠবে, তা জানবি কি করে?

ওয়ার্কশপের ম্যানেজারের বাসায় থাকত। ওনারা ওকে ছেলের মতো দেখেন। তাদেরকে ও চাচা-চাচি বলে। ওনাদের বাসায় উঠে ফোনে জানাবে বলেছে।

ওর চাচা-চাচি তোর ব্যাপারটা জানে?

খুলনায় চলে যাওয়ার আগে একদিন আমাকে তাদের বাসায় নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

তা হলে তো কোনো অসুবিধে নেই। ওর চাচার বাসায় যাওয়ার সময় আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবি। দেখব কেমন ছেলে, যে নাকি আমার আধুনিকা বোনকে ধার্মিক বানাল। আবার তার সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করতে চাচ্ছে। এখন চল ফেরার পথে টি এণ্ড টি থেকে ওকে টেলি করে দিই। বেশি বেলা নেই, তুই তো আবার বাসায় গিয়ে নামায পড়বি।

মনিকা উঠে মঞ্জুর পায়ে হাত ছুঁয়ে কদমবুসি করে বলল, আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান করুক।

মঞ্জু তার মাথায় তাহ ঠেকিয়ে চুমো খেয়ে বলল, নে এবার চল।

সেদিন রাত দশটার দিকে খেয়ে-দেয়ে নিজের রুমে মনিকা মঞ্জুর সঙ্গে কুরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করছিল। টেলিফোন বেজে উঠতে মনিকা থেমে গিয়ে মঞ্জুর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল, নিশ্চয় মনিরুল করেছে।

মঞ্জু বলল, কি হল রে, ফোন ধরবি তো?

মনিকা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে রিসিভার তুলে মনিরুলের গলা বুঝতে পেরে সালাম জানাল।

অপর প্রান্তে মনিরুল সালামের উত্তর দিয়ে বলল, রাগ অভিমান ত্যাগ করে আগে বল কেমন আছ?

বলব না।

প্লিজ, বল না।

মঞ্জুকে তার দিকে সরে বসতে দেখে মনিকা ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে একটু সরে বসে বলল, আগে তুমি বল।

আল্লাহপাকের রহমতে ভালো। তুমি?

আমিও তাই।

কোথা থেকে ফোন করছি বলতে পার?

কি করে বলব? তুমি বল।

মঞ্জু বলে উঠল, দুর বোকা অত জোরে যখন কথা শোনা যাচ্ছে তখন বুঝতে পারছিস না, ঢাকা থেকে।

কথাগুলো মঞ্জু আস্তে আস্তে বললেও মনিরুল বুঝতে পারল, কেউ মনিকার পাশে আছে। বলল, তোমার পাশে কেউ আছে মনে হচ্ছে?

আছে। কে হতে পারে বলতে পার?

কি করে বলব? তুমি বল।

মঞ্জু ইশারা করে বলতে নিষেধ করল।

মৃদু হেসে মনিকা বলল, বলা যাবে না।

দুষ্টুমী হচ্ছে?

আগে বল, তুমি কোথা থেকে ফোন করছ?

চাচার বাসা থেকে। রাত আটটায় এসেছি।

তুমি এতদিন যোগাযোগ করনি বলে আজ বিকেলে তোমাকে টেলিগ্রাম করেছি।

তাই?

হ্যাঁ তাই।

কাল কখন আসছ?

মঞ্জু মাউথপিসে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, আমি যে তোর সঙ্গে যাব, সে কথা এখন বলবি না, ওকে একটু মজা দেখাব। তারপর হাত সরিয়ে নিল।

মনিকাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল, কি হল? কথা বলছ না কেন?

তুমি যখন বলবে।

দুপুরে কোন হোটেলে, একসঙ্গে দুই কাজ হবে।

ঠিক আছে তাই। হোটেলের নাম ও টাইমটা বল।

তুমি বল।

না তুমি বল।

ধানমন্ডির তাই পিং চাইনিজ হোটেলের সামনে দুটোর সময়। কি রাজি?

রাজি।

তোমার পাশে কে আছে বলবে না?

এখন বলব না, কালকে বলব।

কেন এখন বললে কি হয়?

বলব না বললাম, তবু জিজ্ঞেস করছ কেন?

যদি বলি বলতেই হবে?

বল, আমিও বলব, বলব না।

এবার তুমি কিন্তু দুষ্টুমি করছ।

তুমি করলে দোষ নেই, আমি করলেই দোষ?

দুষ্টুমির মজা একদিন টের পাবে।

তুমি তার আগেই পাবে।

বুঝলাম না।

বুঝার দরকার নাই।

আছে।

তা হলে শোন, বাবা-মা আমার বিয়ে ঠিক করতে যাচ্ছে।

কোথায় কার সঙ্গে?

রাজশাহীতে বাবার মামাত ভাইয়ের ছেলের সঙ্গে।

তা কতদূর কি হয়েছে?

একেবারে দ্বার প্রান্তে।

আচ্ছা, তুমি আমাকে কি ভাব?

একজন বুদ্ধিমান ও বোকা।

একসঙ্গে দুটোই কেউ হয়?

কেউ না হলেও তুমি তাই।

আর একজনকে আমি জানি।

কে সে?

তুমি ।

কি করে জানলে?

তোমার কথা শুনে।

আমি তো সে রকম কিছু বলি নি।

বলেছ, নিজের ভুল নিজে কেউ ধরতে পারে না।

তা হলে তুমি ধরিয়ে দাও।

যদি ঘটনা সত্য হত, তা হলে কথাগুলো কেঁদে কেঁদে বলতে।

সত্যি তোমাকে কথায় কোনো দিন হারাতে পারলাম না।

দুষ্টুমি রেখে আসল কথা বল।

যা বললাম তার সবটাই সত্য শুধু দ্বার প্রান্তে ছাড়া।

ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে দ্বার প্রান্ত বাদ যাবে কেন?

কারণ পাত্রকে তোমার-আমার সম্পর্কের কথা জানিয়ে দিয়েছি।

শোনার পর পাত্র বুঝি পিছু হঠে গেল?

সে কথা কালকে বলব।

আজকেই বল না।

আবার জিদ করছ।

তুমি বলবে নাইবা কেন?

বললাম তো কালকে বলব।

দুষ্টুমির মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

বটে?

মনে রেখ, তোমার প্রতিটি দুষ্টুমি ডাইরিতে লিখে রাখছি। সময় হলে প্রত্যেকটার কজ্য শাস্তি দেব।

আমিও তোমার জিদের কথা মনের পাতায় লিখে রাখছি সময় হলে তার শোধ তুলব।

দেখা যাবে।

তাই দেখ।

এবার রাখছি, বড় ক্লান্তি লাগছে।

ঠিক আছে রাখ বলে মনিকা সালাম দিয়ে আল্লাহ হাফেজ বলল।

মনিরুল সালামের উত্তর দিয়ে আল্লাহ হাফেজ বলে রিসিভার রাখতে যাবে এমন সময় দু'জনেই শুনতে পেল, আরে ছাড়ুন মশায়, ঘন্টার পর ঘন্টা প্রেমালাপ করছেন । এদিকে আপনাদের জন্য আমি লাইন পাচ্ছি না।

মনিরুল বলল, ছাড়ছি মশায় ছাড়ছি, অত রাগ করছেন কেন। মনে হয় কোনো দিন প্রেমে পড়েন নি। নিরস লোক কোথাকার।

ভদ্রলোকটি বললেন, আরে মশায় আপনাদের মতো অত সস্তা প্রেম আমরা করি নি। রাত দুপুরে লাইন জ্যাম করে প্রেমালাপ যারা করে তারা কি ধরনের ছেলেমেয়ে আমার জানা আছে।

আপনি তো প্রেমে পড়েন নি, পড়লে বুঝতেন, প্রেমিকার সঙ্গে কথাবার্তার সময় কোনো হুঁশ-জ্ঞান থাকে না। বুঝেছেন অপ্রেমিক মশায়?

আচ্ছ লোক তো আপনি! অন্যায় করছেন আবার গালাগালিও করছেন। এমন লোক তো আর দেখি নি। ধুর আজ আর ফোনই করব না-বলার পর রিসিভার রাখার শব্দ ওরা শুনতে পেল।

মনিকা হাসতে হাসতে বলল। লোকটা হয় তো আমাদের মতো তার প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল।

মনিরুলও হাসতে হাসতে বলল, কি জানি তোমার কথা হয়তো ঠিক, এবার রাখছি।

রাখ বলে মনিকা একটু অপেক্ষা করল। ওপারে রিসিভার রাখার শব্দ শুনে সেও রেখে দিল।

মঞ্জু বলল, কিরে, এতক্ষণ ধরে ফোনে কেউ কথা বলে?

মনিকা বলল, ও কোনো কোনো সময় এর থেকে বেশি সময় নেয়।

মঞ্জু বলল, আজ আর কুরআন -হাদিসের ব্যাখ্যা থাক, কাল আবার দেখা যাবে। এখন শুয়ে পড়।

মনিকা তার দিকে তাকিয়ে মুখটা করুন দেখল। বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাইয়া?

বল না কি বলবি?

সুত্য কথা বলবে?

মিথ্যা সচরাচর বলি না। কখনো কখনো প্রয়োজনে বলে থাকলেও তোর কাছে বলব না।

তুমি কি কোনো মেয়েকে ভালবাস?

কি করে বুঝলি?

দুটো কারণে মনে হয়েছে। প্রথম কারণ হল, তোমার চেহারা মাঝে মাঝে পাল্টে যায়। যা দেখে অনুমান করেছি। দ্বিতীয়টা হল, প্রেমিক-প্রেমিকারাই প্রেমের মর্যাদা বোঝে।

মঞ্জু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোর কথাই ঠিক। একটা জাপানি মেয়েকে ভালবেসেছিলাম।

সে বুঝি তোমাকে বিট্রে করেছে?

না তা করে নি। সে বিয়ে করে সেখানেই থাকতে বলেছিল। বাবা-মার জেদাজেদিতে চলে আসতে হল। আসার সময় এয়ারপোর্টে চোখের পানি ফেলতে ফেলতে ফিরে যাওয়ার জন্য অনেক করে বলে বিদায় দিয়েছে। এমনকি সে আজীবন অপেক্ষা করবে বলে কথাও দিয়েছে। সেই জন্যে বুঝি আল্লাহ তোর সঙ্গে আমাকে ভাই-বোন সম্পর্কে আবদ্ধ করে দিলেন।

মনিকা তার মুখের করুণ অবস্থা দেখে বলল, বেয়াদবি হলে মাফ করে দিও। ছোট বোন হিসাবে বলছি, সেখানকার চাকরিটা নিয়ে চলে যাও। তারপর সেই মেয়েটাকে বিয়ে কর। কারো মনে কষ্ট দিয়ে কেউ কোনো দিন সুখী হয় না।

মঞ্জু বলল, তুই ঠিক কথা বলেছিস। বাবা-মাকে বুঝিয়ে চলেই যাব। এখন যাই ঘুম পাচ্ছে বলে বেরিয়ে এল।

পরের দিন ঠিক দুটোর সময় তাইপিং হোটেলের সামনে মনিকা মঞ্জুকে সঙ্গে করে এসে মনিরুলকে দেখতে না পেয়ে রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগল্।

মনিরুলের আসতে পাঁচ মিনিট লেট হল। স্কুটারের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নেমে দেখল, মনিকা একটা সুদর্শন যুবকের সাথে কথা বলছে। ভাবল, ছেলেটা কে হতে পারে? যার কথা গত রাত্রে বলল, সে নয়তো? চিন্তাটা দূর করে দিয়ে সালাম দিয়ে বলল, আসতে একটু লেট করে ফেললাম।

মনিকা সালামের উত্তর দিয়ে বলল, ছেলেরা সব সময় লেট লতিফ।

মনিরুল মৃদু হেসে বলল, লতিফ ছেলে বলে ছেলেরা লেট লতিফ। সে যদি মেয়ে হত, তা হলে মেয়েরাও তাই হত।

মনিরুর মৃদু হেসে বলল, মনে হয় দুনিয়াশুদ্ধ লোক তোমার সাথে কথায় পারবে না। হার স্বীকার করে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই, মঞ্জুর একটা হাত ধরে বলল, আমার বাবার মামাত ভাইয়ের ছেলে অর্থাৎ আমার চাচাতো ভাই, নাম মঞ্জুর। সম্প্রতি জাপান থেকে ফরেন এ্যাফেয়ার্সের উপর ডিগ্রি নিয়ে ফিরেছে।

তারপর মঞ্জুর ধরা হাতটা মনিরুলের দিকে বাড়িয়ে বলল, ইনিই মিঃ মনিরুল চৌধুরী।

মনিরুল সালাম জানিয়ে মোসাফা করার জন্য হাত বাড়ালে মঞ্জু মনিকার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হ্যান্ডসেক করল।

মনিরুল মোসাফাহা বরার জন্য দুটো হাত দিয়ে তার হাত ধরেছিল। না ছেড়ে বলল, একটা কথা বলব মনে কিছু নেবেন না। হ্যান্ডসেক করা বিধর্মীদের রীতি। এটা পরিত্যাগ করা মুসলমানদের কর্তব্য, মুসলমানরা হাত মোসাফাহা করবে।

দুটোর মধ্যে তফাত আছে নাকি?

নিশ্চয় । হ্যান্ডসেক করা খুশী হয়ে অতিনন্দন বিনিময়। আর হাত মোসাফাহা করাও তাই। তবে সেই সঙ্গে দু'জন দুইজনের দু'হাত মহব্বতের সঙ্গে ধরবে এবং চোখের দিকে তাকিয়ে বলবে, 'ইয়াগ ফেরুল্লাহ লানা ওয়ালাকুম।' অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। তারপর বলল, চলুন ভেতরে যাওয়া যাক।

মঞ্জু এতক্ষণ কথা শুনতে শুনতে তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করছিল, খুব সুন্দর হ্যান্ডস্যাম চেহারা সব সময় মুখে হাসি লেগে আছে। মনিকার সঙ্গে মানাবে ভালো তার কথা শুনে বলল, হ্যাঁ চলুন। হোটেলের ভিতরে এসে এক সাইডের একটা টেবিল দখল করে তিনজন বসার পর মনিরুল মেনুর বইটা মনিকার হাতে দিয়ে বলল, অর্ডার দাও।

মনিকা সেটা মঞ্জুর দিকে বাড়িয়ে বলল, ভাইয়া, তুমি অর্ডার দাও।

মঞ্জু সেটা দেখে অর্ডার দিতে বেয়ারা চলে যাওয়ার পর মনিরুলকে বলল, খাবার তৈরি হয়ে আসতে দেরি হবে, সেই ফাঁকে আপনার সাথে কিছু আলাপ করে নিই।

বেশ তো করুন।

মা-বাবা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে পাত্রী পছন্দ করার জন্য। পাত্রী আমার পছন্দ হয়েছে। পাত্রী কে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন? আমি মনিকাকে বিয়ে করে জাপান নিয়ে চলে যেতে চাই। এতে আপনার কিছু বলার আছে?

এ কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? যাকে বিয়ে করবেন তাকেই করুন।

করেছিলাম, দু'দিন সময় চেয়েছিল।

দু'দিন অপেক্ষা করুন।

দু'দিন পার হয়ে গেছে।

কি বলল?

বলল, আপনি ওকে খুব ভালবাসেন। আপনার অনুমতি পেলে ওর কোনো আপত্তি নাই।

সেও আমাকে ভালবাসে কিনা জিজ্ঞেস করেন নি?

করেছি। উত্তরে তাই বলল।

অনুমতি দিলাম।

সত্যি বলছেন, না রসিকতা করছেন?

আপনি যদি সত্যি বলে থাকেন, তা হলে সত্যি। আর যদি রসিকতা করার জন্য বলে থাকেন, তা হলে তাই।

মঞ্জু হেসে উঠে বলল, মনিকার কথাই ঠিক। আপনার সঙ্গে কথাতে কেউ পারবে না। এখন বলুন কবে মনিকাকে বিয়ে করছেন?

আল্লাহ যখন রাজি হবেন।

নিজেকেও তো চেষ্টা করতে হবে।

তা তো করতেই হবে। সবকিছু করে আমরা ফাইন্যালে পৌছে গেছি। সে কথাটাও মনে হয় মনিকা আপনাকে জানিয়েছে।

মঞ্জু মনে মনে তার বুদ্ধির তারিফ না করে পারল না। বলল, বলেছে। আমি জানতে চাচ্ছি আপনি জিদ করে যে প্রবলেম সৃষ্টি করেছেন তার সলভ্ করবেন কি ভাবে?

প্রবলেম যখন আমি করেছি, তার সলভ করার চিন্তাও করে রেখেছি।

সেটাই জানতে চাই।

এমন সয় বেয়ারা খাবার নিয়ে এলে মনিরুল বলল, আগে ডান হাতের কাজ সেরে নেই আসুন। ক্ষিধের পেট চোঁ চোঁ করছে। তারপর মনিকাকে বলল দয়া করে পরিনবেশনটা তুমি কর। মেয়েরা পরিবেশন করলে ছেলেরা খেয়ে তৃপ্তি পায়। কথা শেষ করে মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি কি বলেন?

মঞ্জু বলল, কথাটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ।

মনিকা হাসতে হাসতে ওদেরকে পরিবেশন করে নিজেও নিল।

খাওয়ার পর মঞ্জু সিগারেট ম্যাচ বের করে মনিরুলের দিকে বাড়িয়ে বলল, চলবে নাকি?

মনিরুর বলল, নো থ্যাংকস।

মঞ্জুর একটা ধরিয়ে বলল, এবার আপনার সলভের কথা বলুন।

বলছি, তার আগে একটা কথা বলব, রাগ করতে পারবেন না।

না করব না, বলুন।

যে ধূমপানকে দেশ-বিদেশের সরকাররা বন্ধ করার জন্য এত হৈ-চৈ করছে ধূমপানের বিষাক্ত ফলাফল প্রচার করছে, সেটা যদি আপনাদের মতো শিক্ষিত ছেলেরা ত্যাগ করতে না পারেন, তা হলে অশিক্ষিতরা কি করে করবে? তা ছাড়া এটা ইসলামিক দৃষ্টিতেও নিষেধ।

আপনার কথা সত্য। এটা একটা বদ অভ্যাস। ছেড়ে দেয়ার চেষ্টা করব। এবার আসল কথা বলুন।

আপনি তা জানার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করছেন কেন? আমাদের ব্যাপার আমরা বুঝব।

বড় ভাইয়ের নিশ্চয় কর্তব্য, ছোট বোনকে সৎ পাত্রে দান করা এবং তাতে যদি কোনো প্রবলেম দেখা দেয়, তার সমাধান করা।

মনিরুল তার দিকে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনার কথা শুনে খুব খুশী হলাম। তবে আমার প্ল্যান-প্রোগ্রামের কথা বলতে পারব না। যদি প্রয়োজন হয় তখন আপনার সাহায্য নেব। আশা করি, আমাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।

ততদিন হয় তো আমি জাপান চলে যাবে। তার আগেই মনিকাকে আপনার হাতে তুলি দিতে পারলে নিশ্চিত হতে পারতাম।

আপনার দো'য়াটাই আমাদের কাম্য। বিয়ে সময় যদি আপনি না থাকেন, তা হলে বিয়ের পর ইনশাল্লাহ আমরা জাপানে আপনার কাছে বেড়াতে যাব।

আল্লাহ তোমাদের মনস্কামনা পূরণ করুক। এই ক'দিনে সে মনিকার কাছে কুরআন-হাসিদের ব্যাখ্যা আলোচনা করতে করতে তার মন ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সেই মনভাবের ফলে কথাটা তার মুখ দিয়ে আপনা থেকে বেরিয়ে এল।

বেয়ারা বিল নিয়ে এল মঞ্জুকে টাকা বের করতে দেখে মনিরুল বলল, আপনি দেবেন না, আমি দিচ্ছি বলে সে বেয়ারাকে ডেকে বিল পরিশোদ করল। তারপর বলল, চলুন ওঠা যাক।

হোটেলের বাইরে এসে মঞ্জু বলল, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে চাচার বাসায় গিয়ে তাদের ভুল ভাঙ্গিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আপনাকে যে রকম জেদি ছেলে মনে হচ্ছে তা সম্ভব নয়। কি আর করব একটা স্কুটার নিয়ে চলে যাই। মনিকাকে নিয়ে কোথাও যাবে নিশ্চয়?

মনিরুল বলল, আমরা আপনাকে গেটের কাছে নামিয়ে দেব। মঞ্জুরকে গেটের সামনে নামিয়ে দিয়ে মনিরুল মনিকাকে বলল, দুপুরে খাওয়ার পর একটু রেস্ট নেয়া দরকার, চাচাদের বাসায় যাই চল। রেস্টও হবে আর গল্পও করা যাবে।

ওরা যখন চাচার বাসায় পৌছাল তখন ওনার ছেলেমেয়েরা সব স্কুল ও কলেজে। চাচা খেয়ে অফিসে চলে গেছেন। আনোয়ারা বেগম স্বামী চলে যাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছেন। মনিরুল মনিকাকে তার রুমে এনে বসাল।

মনিকা বলল, ইচ্ছে করছে লেখাপড়া বাদ দিয়ে তোমার সঙ্গে খুলনা চলে যেতে।

ইচ্ছে করলে চল কয়েকদিন বেড়িয়ে আসবে।

তা হলে দু'জনের বাসায় কি ঘটবে তা ভেবেছ?

ভাববার কি আছে, যা ঘটবার তাই ঘটবে।

তুমি তো নিজের বাসা সামলাতে পারবে। কিন্তু আমি ফিরে এসে কি বলব? আর কি করেই বা সামলাব?

তুমি যদি বল তা হলে তোমার সঙ্গে এসে তোমাদের বাসাও সামাল দেব।

সব সময় দুষ্টুমি।

তুমিও সব সময় ঐ কথা বলবে না। শুনতে শুনতে কোন সময় সত্যি সত্যি দুষ্টুমি করে ফেলব। তখন আমার দোষ দিতে পারবে না।

তুমি তা কখনো করতে পার না।

কি করে বুঝলে?

যারা ধর্মের জ্ঞান রাখে এবং সেইমতো অনুশীলন করে, তারা কোনো দিন অন্যায় করতে পারে না।

সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছ বুঝি?

তা ঠিক না, তবে দুষ্টুমি করে বেশ আনন্দ পাই।

তা হলে আমি একটু করলে রেগে যাও কেন?

সেটাতেও যে আনন্দ পাই?

তা হলে আমি একটু বেশি করব।

না তা করবে না।

কেন, তুমি এক্ষনি বললে আনন্দ পাও।

তা বলেছি। হাদিসে আছে, সব জিনিসের মধ্যম ভালো কোনোটাই বেশি ভালো নয়।

খুব ভালো কথা বলেছ, আমি একটা হাদিস বলছি শোন, আল্লা যাদেরকে ভালোবাসেন, তাদেরকে ধর্মীয় জ্ঞান দান করেন এবং গোনাহর হাত থেকে বাঁচার জন্য তাঁর ও তাঁর রাসূলের (দঃ) বাণী স্মরণ করিয়ে অন্যায় কাজ থেকে লক্ষা করেন। প্রত্যেক বান্দার উচিত অন্যায় কাজ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহপাকের কাছে সাহায্য চাওয়া।

এমন সময় করিম সাহেবের ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে ফিরে ভাইয়ার কথা শুনতে পেয়ে তার রুমে এসে মনিকাকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

মনিরুল মনিকাকে তাদের দেখিয়ে বলল, চাচার ছেলে মেয়ে। দেলোয়ারকে বলল, চাচি আম্মাকে গিয়ে বল, মনিকা এসেছে।

আনোয়ারা বেগম খবর শুনে সেখানে এলেন।

মনিকা সালাম জানিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন চাচি আম্মা?

আনোয়ারা বেগম সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, আল্লাহর রহমতে ভালো আছি, তুমি ভালো আছ তো মা?

জি, ভালো আছি।

তোমরা গল্প কর আমি আসছি।

আসরের নামায পড়ে চা-নাস্তা খেয়ে মনিরল মনিকাকে তাদের বাসার কাছে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এল।

রাত্রে মনিকা মনিরুলকে ফোন করল। মনিরুল ফোন ধরে সালাম বিনিময় করে বলল, খুব কাজের চাপ, অনেক কষ্টে শুধু তোমার জন্য এসেছিলাম। আমাদের ফোন ভালো হয়েছে, তুমি ফোন করো। আমিও করবো। তোমার পরীক্ষা তো মাত্র আর দু'মাস বাকি। মন দিয়ে লেখাপড়া করে পরীক্ষাটা দিয়ে নাও। তারপর যা করার আমি তাড়াতাড়ি করব।

মনিকা করুণ সুরে বলল, এর মধ্যে আর আসবে না?

চেষ্টা করব। যদি না আসতে পারি মন খারাপ করবে না।

কিন্তু?

কোনো কিন্তু নয়, যা বললাম তাই করবে।

কথা দাও রোজ যোগাযোগ করবে।

দিলাম।

মঞ্জু ভাইয়ের কাছে না হয় তোমার প্ল্যান না বললে , আমার কাছে তো বলতে বাধা নাই।

আছে।

তার মানে তুমি এখনো আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছ না!

মনিকার যে অভিমান হয়েছে তা বুঝতে পেরে মনিরুল বলল, তুমি এমন কথা বলতে পারলে? আসলে ঐ ব্যাপারে এখানো কোনো প্ল্যান ঠিক করি নি। তোমার পরীক্ষার পরে এসে দু'জনে ঠিক করব।

আমার ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দাও।

করলাম আবার যেন না হয়।

চেষ্টা করব। তবে মানুষ মাত্র ভুল করে।

তা ঠিক বলেছ, তবে ইচ্ছাকৃত হলে পাবে না।

আমি ঝুঝি ইচ্ছা করে ভুল করি।

তা তো বলি নি। তবে মাঝে মাঝে দুষ্টুমির করার জন্য কর।

সেটা তুমিও কর।

সেইম সাইড, হলো তো? আর কিছু বলার নাই। ভালবাসা ও সালাম জানিয়ে রাখছি।

আমিও তাই জানিয়ে রাখছি বলে মনিকা মনিরুলের রিসিভার রাখার শব্দ শুনে সেও রেখে দিল।

এই ক'দিন মনিকা ও মঞ্জুর মেলামেশা দেখে সবাই ভেবেছে, তারা দু'জন দু'জনকে পছন্দ করেছে। একদিন রাহেলা বেগম মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, মঞ্জুকে তোর কেমন মনে হয়?

মনিকা বলল, ভালো।

তোর বাবা ও আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

মনিকা হাসি চেপে রেখে বলল, যাই কর আমার পরীক্ষার পর কর।

রাহেলা বেগম বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে।

এদিকে মঞ্জুর মা আমেনা বেগম একদিন ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে মনিকাকে তোর পছন্দ হয়?

মঞ্জু বলল, হয়, তবে তাকে বিয়ে করতে পারব না।

আমেনা বেগম অবাক হয়ে বললেন, কেন?

তাকে আমি নিজের বোনের মতো দেখি। নিজের বোনকে কেউ বিয়ে করে?

তা কেউ করে না। কিন্তু সে তো তা নয়। নিজের মায়ের পেটের বোন ছাড়া সব বোনকেই বিয়ে করা যায়। এ তুই কি বলছিস? আমরা তোদের দু'জনের মিল দেখে কত আনন্দিত হয়েছি। অমন সুন্দর স্বভাবের মেয়ে পাওয়া খুবই দুস্কর । তুই অমত করিস না বাবা।

দেখ মা, আমি যাকে নিয়ে সারা জীবন চলব, তাকে যদি স্ত্রী বলে ভাবতে না পারি, তা হলে কি শান্তি পাব? আমাদের সংসার কি সুখের হবে? আর একটা কথা হল মনিকাও আমাকে আপন বড় ভাই বলে জানে। সেও কি আমাকে স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারবে? তুমি বাবাকে বুঝিয়ে বলো, আমি মনিকাকে কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।

তাকে না হয় তাই বলব, কিন্তু তোর চাচা-চাচিকে কি বলব?

বাবাকে আমার মতামত জানিয়ে ম্যানেজ করতে বলো।

খলিল সাহেব স্ত্রীর কাছে ছেলের মতামতের কথা শুনে বললেন, তা হলে তো খুব চিন্তার কথা, আসিফ কত আশা করে আছে, তাকে এখণ কি বলব?

আমেনা বেগম বললেন, অত চিন্তার কি আছে! মঞ্জু বেকার অবস্থায় বিয়ে করতে চাচ্ছে না। এই কথা বলে দাও।

খলিল সাহেবের ছুটি শেষ। আগামীকাল চলে যাবেন। আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আসিফ সাহেব রাহেলা বেগম, খলিল সাহেব ও আমেনা বেগম নানা রকম কথাবার্তা বলছেন। এক সময় আসিফ সাহেব খলিল সাহেবকে বললেন, দাদা মনিকা ও মঞ্জুর ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিলেন?

খলিল সাহেব বললেন, মনিকাকে আমাদের খুব পছন্দ। তোমার ভাবি মঞ্জুরকে তার মতামত জানাতে বলেছিল। তারপর স্ত্রীর শিখিয়ে দেয়া কথা গুলো বললেন।

আসিফ সাহেব বললেন, মঞ্জুর তো খুব ভালো কথা বলেছে। তবে আমি বলছিলাম কি আমার এই বিরাট ব্যবসাপত্র যদি মঞ্জু দেখাশোনা করত তা হলে তার চাকরির কি প্রয়োজন? মনিকা তো আমাদের একমাত্র সন্তান। আফটার অল ভবিষ্যতে ওরাই তো মালিক হবে। মঞ্জুর ব্যবসা দেখাশোনা করলে আমি একটু বিশ্রামের সুযোগ পেতাম। তুমি যেন এটাকে কোনো দুরভিসন্ধি মনে করো না।

খলিল সাহেব বললেন, তা মনে করব কেন? তুমি তো ভালো কথা বলেছ। তবে মঞ্জুর তো আমার ছেলে, আমি তাকে চিনি। সে এই কথা শুনলে খুব মাইন্ড করবে। এসব কথা তাকে বলা যাবে না। বিয়ের পর তাদের ভালো-মন্দ তারাই বুঝবে।

পরের দিন সকালে খলিল সাহেব সবাইকে নিয়ে রাজশাহী ফিরে গেলেন।

তিন-চার মাস পরের ঘটনা মঞ্জুর ঢাকায় চাকরির আশায় দু'মাস অপেক্ষা করে জাপান চলে গেছে। সেখানে থেকে সে মনিকাকে চিঠি দিয়েছে, মনিকা আজ তার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়ে পড়তে শুরু করল।

মনিকা আমার স্নেহাশীষ নিস। চাচা-চাচিকে সালাম বলিস। তোর সঙ্গে কুরআন-হাদিসের আলোচনা করে এবং মনিরুলের সঙ্গে কথা বলে ও তার আদর্শ চরিত্র দেখে আমার মন ধর্মের সব কিছু জানার জন্য প্রেরণা অনুভব করে। রাজশাহীতে ফিরে আমি ধর্মীয় বই পড়ে ইসলামের আসল স্বরূপ বুঝতে পেরে আমার জ্ঞানের দুয়ার খুলে যায়। তারপর থেকে আমি ধর্মের অনুশীলন শুরু করি। তুই শুনে খুব খুশী হবি, আজ পনের দিন হল আমি সেই জাপানি মেয়েকে বিয়ে করেছি। তোদের দু'জনের সঙ্গে মিশে আমি ধার্মিক হয়েছি শুনে ও দারুন খুশী। সেও আমার কাছ থেকে ইসলাম ধর্মের তত্ত্বকথা শুনে বিয়ের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখন তার নাম জোবেদা। বিয়ের পর আমার কাছে নামায শিখে নামায পড়ছে। তোদের দু'জনকে দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছে। তোরা আসবি শুনে খুব খুশী। আমরা দু'জনে একই কোম্পানিতে চাকরি করছি। জোবেদা বাইরে যাওয়ার সময় মুসলমানি পোশাক পরে। বিয়ের পরে একদিন বাসাতে ওর বন্ধু-বান্ধবীদের দাওয়াত করেছিল। তারা এসে ওর ড্রেস দেখে হেসে অস্থির। তখন কি সুন্দরভাবে তাদেরকে এর প্রয়োজন ও উপকারিতার কথা বুঝিয়ে ম্যানেজ করল। তোকে তোর ভাবি চিঠি দিতে বলেছে। আর তার ভেতর তোদের দু'জনের যুগল ফটো দিবি। এতক্ষণ সেলফিসের মতো নিজের কথা বললাম, তোরা কেমন আছিস জানাবি। তোদের বিয়ে হয়ে গেছে কিনা এবং কিভাবে হল তাও জানাবি। আমাকে মনিরুলের ঠিকানা দিবি। আমি তার সঙ্গে যোগাযোগ করব। বড় ভাই হিসাবে বলছি, যদি কোনো কারণে মনিরুলের সঙ্গে তোর মনোমালিন্য হয়, তা হলে ক্ষমা চেয়ে মিটমাট করে নিবি। একদিন কিছুক্ষণের জন্য তার সঙ্গে আলাপ করে মনে হয়েছে, এ যুগে ঐ রকম ছেলে আর হয় না। আশা করি আমার কথা মনে রাখবি। আল্লাহপাকের রহমতে আমরা ভালো আছি। তোর চিঠি পাওয়ার পর তোকে তোর ভাবি চিঠি দেবে বলেছে। আমাকে চিঠি দেয়ার সময় তার সঙ্গে তোর ভাবিকে আলাদা করে ইংরেজিতে একটা চিঠি দিবি। তোরা কবে আসছিস জানাবি, আমরা তোদের পথ চেয়ে রইলাম। আল্লাহপাকের দরবারে তোদের সকলের সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ।

ইতি

তোর ভাইয়া মঞ্জুর আলম।

চিঠি পড়ে মনিকা খুব আনন্দিত হল। পরক্ষণে মনিরুলের কথা মনে পড়তে তার চোখ দুটো পানিতে ভরে উঠল। চিন্তা করতে লাগল, কতদিন হয়ে গেল তার খোঁজ নেই। এদিকে খলিল চাচার পত্রে মঞ্জুর ভাইয়ের কথা জেনে বাবা তার অন্যত্র বিয়ে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। পরীক্ষা মাস দুই হতে চলল হয়ে গেছে। সময় যেন কাটতে চায় না। নানারকম ধর্মীয় ও গল্পের বই পড়ে সময় কাটাচ্ছে। এমন সময় একটা কাজের মেয়ে এসে বলল, আপা পিয়ন এসেছে। আপনাকে ডাকছে। মনিকা নিচে এসে বারান্দায় এলে পিয়ন বলল, আপনার পেলিগ্রাফ।

মনিকা সই করে টেলিগ্রাফ নিয়ে পিয়ন চলে যেতে খুলে পড়ল, মনিরুল করেছে- 'আমি -- তারিখে বেলা দশটায় ঢাকা এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নেমে যেন তোমাকে দেখতে পাই।' রিস্ট ওয়াচের দিকে তাকিয়ে তারিখ দেখে বুঝল কাল আসছে। ঠিকানা পড়ে জানতে পারল, হংকং থেকে করেছে।

মনিরুল ব্যবসার মেশিনপত্র ও গাড়ি ইম্পোর্ট করার ব্যাপারে তিন মাস হল জাপান সিঙ্গাপুর ও হংকং টুর করে ফিরছে। জাপানে সে দু'মাস থেকে সুজুকি কোম্পানির কারখানায় গাড়ি তৈরী করার টেনিং দিয়েছে। মনিকার কথা সে ভুলে নি। অনেকবার ভেবেছে তাকে চিঠি দেয়া উচিত তা না হলে সে খুব অভিমান করবে। কেয়ালের বশে তাকে ভোগাবার জন্য চিঠি না দিয়ে ভেবেছে, ফিরে গিয়ে তাকে বিয়ে করে অভিমান ভাঙ্গাবে। সেই জন্য বিয়ের মার্কেটিংও করেছে।

মনিরুল এতদিন যোগাযোগ করেনি বলে মনিকার মনে যে প্রচণ্ড অভিমান হয়েছিল টেলিগ্রাফ পেয়ে তা কর্পূরের মতো উবে গেল। তবু ভেবে রাখল, সময় সুযোগ পেলে এর প্রতিশোধ তুরে ছাড়বে। পরের দিন সময়ের আধঘণ্টা আগে সে জিয়া আন্ত-র্জাতিক বিমান বন্দরে এসে অপেক্ষা করতে লাগল। সময় যেন কাটতে চায় না। স্টলে ঘুরে টুকিটাকি কেনাকাটা করে সময় কাটাতে লাগল। যথা সময়ে প্লেন ল্যান্ড করার পর যাত্রীদের সঙ্গে মনিরুলকে নামতে দেখে মনিকার তনু-মনুতে আনন্দের শিহরণ বইতে শুরু করল। তাকে দেখে তার কৃপ্তি মিটছে না। এই ক'মাসে সে যেন আরো সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান হয়েছে।

মনিরুলও তাকে দেখতে পেয়েছে। এতদিন পর প্রিয়তমাকে দেখে তার প্রাণ জুড়িয়ে গেল। কাছে এসে সালাম দিয়ে বলল, কেমন আছো? বাসার সব খবর ভালো?

মনিরুলের কথা শুনে হঠাৎ তার মনে আবার অভিমানের পাহাড় এসে জমা হল। সে কোনো কথা বলতে পারল না। চোখের পানি আড়াল করার জন্য মাথা নিচু করে নিল।

মনিরুর বলল, রাগ বা অভিমানের জায়গা এটা নয়। কথা বলবে না তো এলে কেন? অন্যায় আমি করেছি সত্য, শাস্তি যা দেবার পরে দিও। এখন সালামের জবাবটা অন্তত দাও, নচেৎ গোনাহগার হবে।

মনিকা রুমারে চোখ মুছতে মুছতে মাথা নিচু করেই সালামের জবাব দিয়ে বলল, তোমার মালপত্র নিয়ে এস, আমি গাড়ির কাছে অপেক্ষা করছি।

মনিরুল কুলির মাথায় দুটো লাগেজ নিয়ে এসে মনিকার গাড়িতে সেগুলো উঠিয়ে তাকে উঠতে বলল।

মনিকা ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল, কোথায় উঠবে?

মনিরুল বলল, সোনারগাঁও হোটেলে। আজ আর চাচাদের বাসায় উঠব না। হোটেলে পৌঁছে রুম বুক করল। তারপর মনিকাকে নিয়ে রুমে এসে বসতে বলে নিজেও বসল।

মনিকা মেঝের দিকে চেয়ে চুপ করে মুখ ভার করে বসে রইল। হোটেল বয় লাগেজ রেখে চলে যাওয়ার পর মনিরুল কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, অন্যায় স্বীকার

করে ক্ষমা চেয়েছি। যদি ক্ষমা করতে না পার, তবে যা মনে চায় শাস্তি দাও। তবু অমন মুখ গোমড়া করে থেক না। এতদিন পর অতদূর থেকে এসে তোমার হাসি মুখ দেখার জন্য আমার মনে কি হচ্ছে, তা কি তুমি জান না? এরপরও যখন মনিকা কিছু বলল না তখন মনিরুল তার চিবুক ধরে তুলে বলল, অন্যায় করে ক্ষমা চাইলে আল্লাহপাক তার বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। আর তাঁর যে বান্দা ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা করে, তাকে তিনি ভালবাসেন। এটা হাদিসের কথা।

মনিরুল চিবুক ধরে তুলতে মনিকা চোখ বন্ধ করে নিয়েছিল। মনিরুলের কথা শুনে চোখ খুলে তার দিকে তাকিয়ে ফুপিয়ে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকল।

মনিরুল চিন্তা করল শান্ত হওয়ার জন্য তার কিছুক্ষন সময়ের দরকার। চিবুক থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ফোনে নাস্তার অর্ডার দিল। তারপর মনিকার একটা হাত ধরে রাথরুমের কাছে নিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে ফ্রেস হয়ে নাও। এক্ষনি হোটেল বয় নাস্তা নিয়ে এসে পড়বে। আমি ততক্ষণ ড্রেসটা পাল্টে নিই।

মনিকা বাথরুম থেকে ফিরে এলে তাকে বসতে বলে সেও বাথরুমে ঢুকল।

এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠতে মনিকা তাকে আসতে বলল।

বয় পর্দা ঠেলেভিতরে এসে টেবিলের উপর সব কিছু রেখে চলে গেল।

মনিরুল বাথরুম থেকে এসে নাস্তা দেখে বলল, এস এগুলোর আগে সদ্ব্যবহার করে নিই। না, আমার কিছু খাবে না?

মনিকা এতক্ষণে সামলে নিয়েছে। মনিরুলের কথা শুনে তার রাগ অভিমান দূর হয়ে গেছে। উঠে এসে মনিরুলের দুটো হাত ধরে বলল, তোমার চেয়ে বেশি আমি অন্যায় করে ফেলেছি। আগে বল, মাফ করে দিয়েছ।

অন্যায় তো আমি করেছি, সে জন্যে কথা না বলে এতক্ষণ আমাকে শাস্তি দিচ্ছিলে।

নাউজুবিল্লাহ। কথা না বলে আমি তোমাকে শাস্তি দেব, এ কথা মোটেই ঠিক নয়। আল্লাহ আমার মনের কথা জানেন। কান্নায় তার গলা বন্ধ হয়ে এল। অল্পক্ষণের মধ্যে সামলে নিয়ে আবার বলল, প্রথম দিকে তোমার উপর প্রচণ্ড রাগ ও অভিমান হয়েছিল। তারপর তোমার কথা শুনে নিজেকে অপরাধী ভেবে কথা বলতে পারি নি। বল মাফ করেছ?

দোষ দু'জনেই করেছি, সেজন্যে দু'জনে শাস্তিও ভোগ করলাম। ভবিষ্যতে যেন এরকম আর না করি সেদিকে দু'জনকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। এস নাস্তা খেয়ে নিই।

নাস্তা খাওয়ার পর মনিরুল বলল, আমার সঙ্গে দুপুরে খেয়ে বাসায় যাবে। রাত্রে একটা চিঠি লিখে তোমার বাবা-মাকে জানাবে, তুমি কয়েক দিনের জন্যে ঢাকার বাইরে বেড়াতে যাচ্ছ। তারা যেন কোনো দুশ্চিন্তা না করেন। বলে গেলে যেতে দেবে না। তাই না বলে যাচ্ছ। মনিরুলের কথা শুনে মনিকা তার দিকে অপলক নয়নে তাকিয়ে রইল।

কি হল অমন করে তাকিয়ে রয়েছ কেন?

কোথায় এবং কেন যাব বুঝতে পারছি না যে!

মনিরুল মৃদু হেসে বলল, তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব।

তারপর?

তারপর আব্বা-আম্মাকে সব কথা জানিয়ে বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলব।

তারপর?

তারপর আব্বা ছেলে বৌ নিয়ে বেয়াই-বেয়ানদের বাসায় বেড়াতে যাবেন।

তুমি না একটা ডাকাত ছেলে।

সেই জন্য তো কোটিপতির একমাত্র মেয়েকে ডাকাতি করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করব এবং মেয়েটার যৌবনও লুট করব।

মনিকা লজ্জা পেয়ে কয়েক সেকেণ্ড কথা বলতে পারল না, একটু পরে বলল, তুমি শুধু ডাকাত নও, অসভ্যও।

বিয়ের পর বৌয়ের যৌবন লুট করলে যদি অসভ্য হয়, তা হলে বিয়ের আগে যারা করে তারেকে কি বলবে?

তারা চরিত্রহীন, লম্পট ও বদমাশ। তারা সমাজে নরকের কীটের মতো ঘৃণ্য। ইহকালে তারা তো শাস্তি ভোগ করবেই পরকালেও কঠোর শাস্তি পাবে।

তুলনামূলকভাবে তা হলে আমি কম অসভ্য।

বেশি অসভ্যতা করলে ভালো হবে না বলছি।

কি করবে?

চলে যাব।

যাও না, কে ধরে রেখেছে!

মনিকা চলে যাওয়ার ভান করে উঠে দাঁড়াল।

মনিরুল খপ করে তার একটা হাত ধরে টেনে বসিয়ে বলল, তোমার চালাকি ধরে ফেলেছি।

মানে?

মানে আর কি? আমাকে দুষ্টুমি করে ভয় দেখাচ্ছ।

কি করে বুঝলে?

তোমার এ্যাপিয়ারেন্স দেখে।

মাঝে মাঝে আমি খুব আশ্চর্য হয়ে ভাবি, তুমি সব কিছু বুঝতে পার কি করে?

সেটা আল্লাহপাকের অপার দান। ওসব কথা বাদ দিয়ে বল, যা বললাম তা করবে কিনা?

করব না।

আবার দুষ্টুমি?

তোমার কথামতো করব, করব, করব, তিন সত্যি, হল তো?

আমি তিন সত্য করতে বলি নি। তোমার বলা উচিত ছিল ইনশাআল্লাহ করব।

আল্লাহ মাফ করুন। দুষ্টুমি করতে গিয়ে ভুল করে বলে ফেলেছি। ইনশাআল্লাহ আর ভুল করব না।

আমরা কাল এগারোটার ফ্লাইটে যাব। খুলনায় এয়ারপোর্ট নেই, তাই যশোর হয়ে আসতে হবে। দাঁড়াও ফোন করে দুটো যশোরের টিকিট বুক করি।

তারপর মনিকাকে বলল, কি ভাবছ?

ভাবছি না, ভয় করছে।

ভয় করছে কেন? আমাকে কি বিশ্বাস করতে পারছ না?

ঐ রকম কথা আর বলবে না কোনো দিন।

তা হলে ভয় করছে কেন? যৌবন ডাকাতি হয়ে যাবে বলে?

আবার অসভ্যতা করছ?

তুমি দুষ্টুমি করে যেমন মজা পাও তেমনি আমি অসভ্যতা করে মজা পাই।

না আর করবে না। আমর লজ্জা পায় না বুঝি?

লজ্জা প্রত্যেকের থাকা উচিত। তাই তোমারও আছে।

তা হলে তোমারও তো লজ্জা আছে, তবু অসভ্যতা করছ কেন?

স্ত্রীর সঙ্গে অসভ্যতা করতে কোনো বাধা-নিষেধ নেই। তুমি তো এখনো আমার হওনি। তাই অসভ্যতা করে অন্যায় করেছি। আল্লাহ মাফ করুন, বিয়ের আগে আর করব না।

বসে বসে শুধু এই সব কররে, গোসল করে খেতে হবে না?
তুমি বোধ হয় গোসল করে বেরিয়েছ?
হ্যাঁ ।
তা হলে বস, আমি ভাতের অর্ডার দিয়ে গোসলটা সেরে নিই।
খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম নেয়ার সময় মনিরুল ব্রিফকেস খুলে মনিকার জন্য যে সমস্ত অর্নামেন্ট হংকং থেকে এনেছে, সেগুলো দেখিয়ে বলল, দেখ তো তোমার পছন্দ হয় কিনা? যদি কোনোটা অপছন্দ হয় বল? সেটা ভাঙ্গিয়ে তোমার পছন্দ মতো বানিয়ে দেব।
মনিকা কয়েক সেকেণ্ড সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে চোখভরা পানি নিয়ে মনিরুলের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার সব কিছু আমার পছন্দ। আমি তো এসবের প্রত্যাশী নই। আমি শুধু তোমাকে ও তোমার ভালবাসা পেতে চাই।
তুমি যা চাও আমিও তাই-ই চাই। আর তাই এগুলো আমার প্রিয়তমাকে উপহার দেব বলে এনেছি। এখন তো দেব না, বিয়ের সময় সাজবার জন্য দেব। হাদিসে আছে আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেন, 'তোমরা বাইরে থেকে বাড়িতে এলে সাধ্যমত স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের জন্য কিছু উপহার আনবে।' আসা অবদি শুদু তোমার কান্না মুখ দেখছি। এবার হাসি মুখ দেখতে চাই।
এতদিন পরে তোমাকে পেয়ে আনন্দ অশ্রু ধরে রাখতে পারছি না।
আনন্দ পেলে কেউ কাঁদে না, বরং হাসে।
কি জানি হয়তো তোমার কথা ঠিক। কিন্তু আমার যে কেন কান্না পাচ্ছে, তা বুঝতে পারছি না। কেন আমার এমন হচ্ছে বলতে পার?
পারি। সাধারণত আনন্দ পেলে সবাই হাসে। কিন্তু বিরহের পরে মিলন হলে যার সহ্য ক্ষমতা কম , তার হাসিটা কান্নায় পরিণত হয়। তুমি এই দলে, তাই এ রকম হচ্ছে। কথা শেষ করে সে মনিকার হাতে একটু জোরে চিমটি কেটে বলল, ঠিক বলি নি?
মনিকা উহ করে হেসে উঠে বলল, লাগে নি বুঝি?
লাগবার জন্য চিমটি কাটলাম, তা না হলে হাসতে না যে। তারপর ব্রিফকেস বন্ধ করে বলল, চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। পথে জিজ্ঞেস করল কাল তুমি হোটেলে আসবে, না একেবারে এয়ারপোর্টে যাব।
তুমি যা বলবে তাই করব।
হোটেলে এস, একসঙ্গে যাব।
বাসায় ফিরে মনিকা মনের মধ্যে কেমন যেন আতঙ্ক অনুভব করতে লাগল। আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে রাত্রে ঘুমোবার আগে মনিরুলের কথামত চিঠি লিখে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে নাস্তা খেয়ে নিজের রুমে এসে চিঠিটা টেবিলের উপর রেখে হালকা গোলাপি কালারের শাড়ি ও ব্লাউজ পরে মাথায় রুমাল বেঁধে গায়ে ওড়না দিয়ে মায়ের কাছে এসে বলল, আমি এক জায়গায় যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে।
রাহেলা বেগম জানেন মেয়ে এরকম বলে আগেও অনেকবার গেছে। তবু জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছিস বলবি না?
এসে বলব বলে মনিকা বেরিয়ে এসে একটা স্কুটার নিয়ে সে যখন হোটেলে পৌছাল তখন পৌনে ন'টা।
তাকে দেখে মনিরুল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সালাম বিনিময় করে বলল, তোমার দেরি দেখে যা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। ভাবছিলাম, কোনো বিপদ-টিপদ হল কিনা। আমি তৈরি হয়ে

কখন থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি এলে একসঙ্গে নাস্তা খাব মনে করেছিলাম তা আর হল না। নাস্তা খেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।
বাবা অফিসে চলে যাওয়ার পর বেরিয়েছি। তাকে তো আর যা তা বলা যেত না আমার জন্যে তোমার নাস্তা খাওয়া হল না জেনে মনটা খারাপ লাগছে।
এতে মন খারাপের কি আছে? এয়ারপোর্টে যা হোক কিছু খেয়ে নেব। তা ছাড়া প্লেনে তো মাত্র পনের মিনিট সময় লাগবে।

মনিকাকে নিয়ে যখন মনিরুল তাদের টাউনের বাসায় পৌঁছাল তখন সাড়ে বারটা।
মনিরুল জাপান যাওয়ার পর থেকে কালাম সাহেব সবাইকে নিয়ে টাউনের বাসায় আছেন। তিনি এখনো বাসায় ফেরেন নি।
মনিরুল বাসায় ঢুকে মনিকাকে সঙ্গে করে নিয়ে আম্মার রুমের দরজার কাছে এসে বলল তুমি এখানে দাঁড়াও আমি আগে আম্মার সঙ্গে দেখা করি। তারপর সে আম্মা বলে ডাকল।
সালেহা বেগম প্রতিদিন সাড়ে বারটা থেকে জোহরের আজান না হওয়া পর্যন্ত কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করেন। আযানের পর নামায পড়ে স্বামীর অপেক্ষায় থাকেন। আজও তেলাওয়াত করছিলেন । মনিরুলের গলা শুনতে পেয়ে কুরআন শরীফ বন্ধ করতে করতে বললেন, কে মনিরুল না? আয় ভিতরে আয়।
মনিরুল জি আম্মা বলে রুমে ঢুকে সালাম দিয়ে বসে কদমবুসি করে বলল, কেমন আছ?
সালেহা বেগম কুরআন শরীফ যুযদানে ভরে রেহেল রেখে সালামের জবাব দিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে মাথায় ও দু'গালে চুমো খেয়ে বললেন, আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। তুই কেমন আছিস।
আল্লাহর ফজলে ও তোমাদের নেক দো'য়ার বরকতে ভালো আছি। আব্বা বুঝি এখনো ফেরে নি?
না, জোহরের নামায পড়ে আসবে। তারপর কুরআন শরীফ তাকের উপর রেখে বললেন, তোর রুমে গিয়ে বিশ্রাম নিয়ে গোসল করে নামায পড়ে নে।
মনিরুল দরজার বাইরে এসে মনিকার হাত ধরে ঘরে নিয়ে এসে মাকে বলল, কাকে নিয়ে এসেছি দেখ, চিনতে পার কিনা।
মনিকা দরজার কাছ থেকে মা ছেলের সব কথা শুনেছে। তাই ঘরে ঢুকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সালাম দিয়ে সালেহা বেগমকে কদমবুসি করল।
সালেহা বেগম মনিকার তিন-চার বছর আগের ফটো দেখেছেন। তাই মনিকাকে ঠিক চিনতে পারলেন না। এত সুন্দর ও মিষ্টি চেহারার মেয়ে তিনি খুব কম দেখেছেন। সালামের জবাব দিয়ে মাথা ধরে কপালে চুমো খেয়ে বললেন, আল্লাহ পাক তোমাকে শতায়ু দান করুক, সুখী করুক। তারপর মনিরুলকে বললেন, পরিচয় দিবি তো, আমি যে চিনতে পারছি না!
মনিরুল বলল, আব্বার ঢাকার বন্ধু আসিফ সাহেবের মেয়ে। যাকে তোমরা বৌ করবে বলে অনেকদিন থেকে চেষ্টা করে আসছ। তোমরা তো পারলে না। তাই আমি নিয়ে এলাম। জাপান যাওয়ার আগে একদিন বলেছিলে না, সংসারের ভার আর বইতে পারছ না। একটা বৌ এনে দে, তার উপর সব কিছু চাপিয়ে দিয়ে একটু বিশ্রাম নেব। তাই ফেরার পথে একে নিয়ে এলাম, চেস্টা করে দেখ সব কিছুর ভার বইতে পারবে কিনা। টেস্ট টিকে গেলে আজকালের মধ্যে বৌ করার ব্যবস্থা করতে আব্বাকে বলো। আমি গোসল করে নামায পড়তে যাচ্ছি তুমি এরও সেই ব্যবস্থা করে দিয়ে খাবার রেডি কর। তারপর বেরিয়ে গেল।

ওমা তাই নাকি বলে সালেহা বেগম মনিকাকে জড়িয়ে ধরে আবার মাথায় চুমো খেয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলে বললেন, আল্লাহপাকের কুদরত বোঝা মানুষের অসাধ্য। তারপর কাজের মেয়েকে ডেকে তার গোসলের ব্যবস্থা করলেন।

কালাম সাহেব জোহরের নামায পড়ে অফিস থেকে ফিরে স্ত্রীর মুখে ছেলের কাণ্ড শুনে যেমন অবাক হলেন তেমনি রেগেও গেলেন। বললেন, মনিরুল কি ভেবেছে? যা ইচ্ছা তাই করবে, এত বড় সাহস তার।

সালেহা বেগম বললেন, যা বলার আস্তে বল, মেয়েটা পাশের রুমে রয়েছে। কালাম সাহেব গলার স্বর নামিয়ে বললেন, আশ্চর্য হচ্ছি, যখন প্রথমে ঐ মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা বললাম তখন পালিয়ে গেল। পরে যখন আবার বললাম তখন তার চরিত্রহীনতার কথা বলে রাজি হল না। আর এখন কিনা সেই মেয়েকে বিয়ে করবে বলে নিয়ে এসেছে? পেয়েছেটা কি? কোথায় সে?

সালেহা বেগম বললেন, সে তার ঘরে আছে। এখন তাকে কিছু বলো না, খাওয়া-দাওয়ার পর যা বলার বলো।

বাসার সকলের খাওয়া শেষ হওয়ার পর কালাম সাহেব স্ত্রীকে মনিরুলকে ডেকে আনতে বললেন।

সালেহা বেগম ছেলের রুমে এসে বললেন, তোর আব্বা ডাকছে।

আব্বা এখন রেগে আছে। তা ছাড়া তাকে সব কথা আমি বলতেও পারব না। তুমি বস তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলছি। তারপর সে মাকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছু বলে বলল, এখন বুঝতে পারছ, কেন আমি মনিকার নামে দুর্নাম দিয়েছিলাম এবং কেন তার বাবা-মার অগোচরে নিয়ে এসেছি?

সালেহা বেগম অবাক হয়ে বললেন, আমি না হয় বুঝলাম কিন্তু তোর আব্বা কি বুঝবে?

বুঝবে না কেন? শুনে হয়তো প্রথমে আরো রেগে যাবে। তুমি বুঝিয়ে বলার পর নিশ্চয় বুঝবে। তারপর মাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আব্বাকে ম্যানেজ করার চেষ্টা কর।

হয়েছে হয়েছে। এবার ছেড়ে দে। দেখি, কতটা কি করতে পারি।

মনিরুল মাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, বিয়ের কাজটা দু'একদিনের মধ্যে করার কথাও বলো।

সালেহা বেগম ফিরে এসে স্বামীকে ছেলের সব কথা বললেন। কালাম সাহেব শুনে গুম হয়ে বসে রইলেন।

সালেহা বেগম স্বামীকে চেনেন। উনি যখন রেগে যান তখন এ রকম গুম হয়ে বসে থেকে রাগকে সামলান। তাই তিনি কিছু না বলে পান সেজে স্বামীকে একটা দিয়ে নিজেও একটা গালে দিলেন।

কালাম সাহেব পান মুখে দিয়ে আরো কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর নরম স্বরে বললেন, ওকে ডেকে নিয়ে এস, কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।

সালেহা বেগম বুঝতে পারলেন, এবার স্বামীর রাগ পড়েছে। মনিরুলের কাছে গিয়ে বললেন, তোর আব্বার রাগ পড়েছে। তোকে ডাকছে, আয় আমার সঙ্গে।

মনিরুল মায়ের সঙ্গে এসে সালাম দিয়ে কদমবুসি করে জিজ্ঞেস করল, কেমন আছ আব্বা?

কালাম সাহেব গম্ভীর সুরে সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ভালো । তারপর তাকে বসতে বলে বললেন, একটা মেয়ের নামে মিথ্যে তোহমত দেয়া এবং বাপ-মার কাছে মিথ্যা বলা কত বড় অন্যায়, তা তুমি নিশ্চয় জান? তোমার মতো ছেলের কাছ থেকে এটা আশা করি নি।

মনিরুল দাঁড়িয়েই ছিল, এগিয়ে এসে আব্বার পায়ে হাত দিয়ে বলল, আমি অন্যায় করেছি মাফ করে দিন।

কালাম সাহেব বললেন, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। উঠে বস। এখন কি করতে চাও বল? তোমার আম্মাকে যে বলেছ বিয়ের পর তোমাদেরকে নিয়ে ঢাকায় মেয়ের বাপের বাসায় যেতে, তা কি করে হয়? তাতে করে আমরা যেমন অপমান বোধ করব। আমাদেরকে দেখে তারাও তেমনি অপমান বোধ করবে। তোমার ছেলেমানুষির জন্যে আমরা তা করতে পারি না। মেয়ের নাম যেন কি?

ডাক নাম মনিকা। ভাল নাম ফাহমিদা সুলতানা।

ও হ্যাঁ, মনিকাকে তুমি কিভাবে নিয়ে এলে? ওর বাবা-মা জানে?

মনিরুল ভয়ে ও লজ্জায় কিছু বলতে পারল না।

কি হল, কিছু বলছ না কেন?

মনিরুল ঢোক গিলে বলল, না।

আশ্চর্য ব্যাপার? তা হলে তারা তো এতক্ষণ পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছে। আর মেয়েটাই বা কি রকম? বাপ-মাকে না জানিয়ে চলে এল। তোমরা উচ্চ ডিগ্রি নিয়েও এমন কাজ করতে পারলে? তা হলে তো এক্ষনি তাদেরকে খবরটা জানান দরকার। তারপর তিনি ঢাকায় ফোন করতে উদ্যত হলেন।

আব্বা, আপনি থামুন, ফোন করবেন না। আমি আপনারই ছেলে। ভুল করে অন্যায় করলেও তেমন বড় কিছু করি নি। তারপর মনিকার চিঠির কথা বলে বলল, ওনারা চিন্তা করলেও বেশি হৈ-চৈ করে খোঁজা খুঁজি করবেন না। সন্দেহ করে তোমাকে ফোন করতে পারে। সেই জন্য তার আগে আমি বিয়ের কাজটা সেরে ফেলতে আম্মাকে বলেছি। তোমার বন্ধু আমাকে একজন মোটর মেকানিক্স বলে জানতেন। তাই দু'দিন তিনি আমাকে অপমান করে বাসা থেকে তাড়িয়ে দেন এবং মেয়ের উপর খুব রাগারাগি করেন। আর আমি উচ্চ শিক্ষা নিতে চাইলে আপনি বাধা দিয়ে আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিলে, সেইজন্যে আমি অভিমান করে পড়াশোনা করার জন্য আপনাকে না বলে ঘর ছেড়ে চলে যাই। ওনার আভিজাত্যের অহংকার ভেঙ্গে দেব বলে এবং আপনার প্রতি আমার প্রচন্ড অভিমান হওয়ায় ওনাকে যেমন আমি পরিচয় দিই নি তেমনি আপনার কাছেও মিথ্যে করে বলেছি। এটা করা যে অন্যায় হয়েছে, তা আমি বুঝতে পেরেছি। এখন আপনি যা বলবেন মেনে নেব। তবে একটা কথা রাখতেই হবে, আমাদের বিয়ের আগে মনিকাকে তার বাপের কাছে পাঠাবেন না এবং বিয়ের ব্যাপারে কিছু জানাবেন না।

কালাম সাহেব ছেলের জিদের কথা জনেন। ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করে নি। কিছুক্ষণ চিন্তা করে মনিকাকে ডেকে আনার জন্য স্ত্রীকে বললেন।

মনিরুলকে তার মায়ের সঙ্গে যেতে দেখে মনিকা বেরিয়ে এসে বারান্দা থেকে এতক্ষণ বাপ-ছেলের কথা শুনছিল। তাকে ডাকার কথা শুনে ত্রস্তপদে যে রুমে ছিল সেই রুমে ঢুকে গেল।

সালেহা বেগম এসে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে কালাম সাহেব বসতে বললেন।

মনিকার খুব ভয় ও লজ্জা করছিল। কোনো রকমে সালাম দিয়ে জড়সড় হয়ে সালেহা বেগমের পাশে মাথা নিচু করে বসল।

মনিকা বসার পর কালাম সাহেব বললেন, তোমরা দু'জনেই ছেলেমানুষি করে ফেলেছে। মনিরুলের পরিচয় তুমি যখন জেনেছিলে তখন তোমার আব্বাকে সে কথা জানান উচিত ছিল। তা হলে ঘটানা এতদূর এগোত না। যাই হো তোমরা যখন ভুল করেই ফেলেছ তখন আর কি করা যাবে। আমি চিন্তা করে ঠিক করেছি, তোমার আব্বা আম্মাকে তাড়াতাড়ি আসার জন্য ফোন করে দিই। তারা আসার পর যা করার করা যাবে।

মনিরুল বলল, বেয়াদবি মাফ করবেন আব্বা, আমি তো একটু আগে বললাম, ওনারা জানার আগে বিয়ের কাজ সেরে সবাই মিলে ওনাদের কাছে যাব।

কালাম সাহেব রাগের সঙ্গে বললেন, তুমি চুপ করে থাক। তোমার জিদের জন্য এরকম জটিল পরিস্থিতিতে পড়লাম।

মনিকা উঠে কালাম সাহেব ও সালেহা বেগমকে কদমবুসি করে বলল, আমিও বেয়াদবি করেছি, মাফ করবেন। আপনাদের ছেলে যা বলল, সেটা করলে সবদিক বজায় থাকবে।

কালাম সাহেব একটু চিন্তা করে বললেন, তোমরা দু'জনেই যখন বলছ তখন তাই হবে। তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কি বল?

সালেহা বেগম বললেন, মনে হয় ওদের কথাটাই ভালো।

কালাম সাহেব হেসে উঠে বললেন, আমারটা তা হলে খারাপ? তারপর বললেন, সব কিছু আল্লাহপাকের হুকুম। ঠিক আছে, তোমরা এবার যাও। এত তাড়াতাড়ি এত বড় কাজ কি করে ম্যানেজ করব ভাবছি।

ঐ দিন তিনি লোক পাঠিয়ে মেয়ে-জামাইকে আনার ব্যবস্থা করলেন। ওদের সামনে ঐ রকম বললেও ওনার মন তা মেনে নিতে পারল না। তাই রাতে অনেক চিন্তা করে খুব ভোরে আসিফ সাহেবকে ফোন করলেন।

এদিকে সন্ধ্যার পরও যখন মনিকা বাসায় ফিরল না তখন রাহেলা বেগম বেশ চিন্তিত হলেন। ন'টার দিকে স্বামী বাসায় এলে তাকে সে কথা জানালেন।

আসিফ সাহেবও শুনে চিন্তিত হলেন। বললেন, মনিকা তো এরকম কখনও করে নি। যদি কোনো দিন কোনো বান্ধবীর বাসায় গিয়ে দেরি হয়, তা হলে ফোন করে জানিয়ে দেয়। গাড়ি নিয়ে যায় নি জেনে আরো বেশি চিন্তিত হলেন। এত রাতে বন্ধু বান্ধবীদের বাসায় ফোন করা উচিত নয় মনে করলেন।

রাহেলা বেগম মেয়ের রুমে গিয়ে দেখলেন, সব ঠিক আছে। মাথার কাছে টেবিলের উপর টেলিফোনের পাশে পেপার ওয়েট চাপা দেয়া একটা কগজ দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি সেটা নিয়ে পড়তে লাগলেন। পড়া শেষ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কোথায় যেতে পারে চিন্তা করতে করতে স্বামীর কাছে এসে হাতে কাগজটা দিলেন।

আসিফ সাহেব পড়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, যাওয়ার সময় মনিকা তোমাকে কিছু বলে যায় নি?

শুধু বলল, এক জায়গায় যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে।

কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস কর নি?

করেছি। বলল, ফিরে এসে বলবে।

আসিফ সাহেব হুঁ বলে চুপ করে চিন্তা করতে লাগলেন, কোথায় যেতে পারে।

পরের দিন ভোরে একটানা ফোনের শব্দে রাহেলা বেগমের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিরক্ত হয়ে রিসিভার তুলে বললেন, কত নাম্বার চান?

কালাম সাহেব ফোন নাম্বার বললেন।

আপনি কে বলছেন?

আমি খুলনা থেকে কালাম চৌধুরী বলছি। আপনি ভাবি না?

রাহেলা বেগম আরো বিরক্ত হয়ে বিদ্রূপ কণ্ঠে বললেন, এত ভোরে হঠাৎ কি মনে করে?

কালাম সাহেব ওনার বিরক্ত ও বিদ্রূপ কণ্ঠ শুনে মনে মনে একটু হাসলেন। তারপর বললেন, আসিফ ভাইকে একটু দিন, কথা আছে।

ধরুন দিচ্ছি, তারপর স্বামীকে জাগিয়ে ফোন ধরতে বললেন।

আসিফ সাহেব ফোন ধরে বললেন, হ্যালো, আমি আসিফ বলছি।

কালাম সাহেব সালাম দিয়ে বললেন, আমি খুলনা থেকে বলছি কেমন আছ?

আসিফ সাহেব একটু গম্ভীর স্বরে সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, এতদিন পরে এত ভোরে? কি ব্যাপার?

ব্যাপার কিছু আছে বৈ কি। তোমাদের মেয়েকে বৌ করি নি বলে তোমরা আমার ওপর খুব রেগে আছ মনে হচ্ছে। তা না হলে কেমন আছ জিজ্ঞেস করলাম বললে না।

আমার জায়গায় তুমি হলে কি করতে?

তাই-ই করতাম। তবে ঘটনাটা তলিয়ে দেখতে ছাড়তাম না।

ঠিক বুঝতে পারলাম না। ঘটনা আবার কি থাকতে পারে?

যাক, ওসব পুরনো কথা বাদ দাও। এখন যা বলছি শোন, আমার ছেলে তার ভুল বুঝতে পেরে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে বলেছে, ঢাকাতে সে বিয়ে করতে যাবে না। এখানে করবে। তোমরা আজই রওয়ানা দাও।

তুমি কিন্তু আবার অপমান করছ। একবার করে বুঝি সাধ মিটেনি?

বাজে কথা বলবে না। মনে করে দেখ, ছেলের বিয়ের ব্যাপারে যা ঘটেছে, সেটা ছাড়া ছোট বেলা থেকে আজ পর্যন্ত কিছু করেছি?

না, তা অবশ্য কর নি।

তা হলে বল, সকালেই রওয়ানা দিচ্ছ কিনা?

আজ সম্ভব নয়, কয়েকদিন পরে আসছি।

না আজ সকালেই রওয়ানা দাও।

এত তাড়া দিচ্ছ কেন?

ছেলের হুকুম।

কিন্তু মনিকা তো বাসায় নেই। কয়েকদিন পরে ফিরবে।

সেজন্যে চিন্তার কারণ নেই। তুমি ও ভাবি চলে এস।

কিন্তু মনিকা বাসায় ফিরে আমাদেরকে না পেয়ে হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে। তা ছাড়া মনিকাকে না নিয়ে গিয়ে তো কোনো কাজ হচ্ছে না।

হবে।

কি হবে?

মনিকা একজনের সঙ্গে খুলনায় এসেছিল, এখন সে আমাদের বাসায় আছে।

কি বললে? কথাটা আবার বল।

কেন বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? না এটাকেও অপমান করছি মনে হচ্ছে? যদি বিশ্বাস না হয়, এসে নিজের চোখে দেখ।

প্রথমে বিশ্বাস না হলেও এখন বিশ্বাস করে দুঃচিন্তামুক্ত হলাম।

রাহেলা বেগম এতক্ষণ স্বামীর ফোনের আলাপ চুপ করে শুনছিলেন। আর থাকতে পারলেন না, জিজ্ঞেস করলেন, মনিকা খুলনায় তোমার বন্ধুর বাসায়?

আসিফ সাহেব হাতের ইশারায় স্ত্রীকে চুপ করে থাকতে বলে কালাম সাহেবকে বললেন, ঠিক আছে, আমরা রওয়ানা দিচ্ছি। তারপর সালাম বিনিময় করে ফোন ছেড়ে দিয়ে স্ত্রীকে সব কথা খুলে বলে জিজ্ঞেস করলেন, কি করবে, সকালে রওয়ানা দিবে?

রাহেলা বেগম মেয়ের খোঁজ পেয়ে স্বস্তিবোধ করলেন। একটু চিন্তা করে বললেন, আমার কি মনে হয় জান? ঐ মোটর মেকানিক্স মনিরুলই তোমার খুলনার বন্ধুর ছেলে।

আসিফ সাহেব কপাল কুঁচকে বললেন, হঠাৎ তোমার এরকম মনে হল কেন?

যখন তোমার বন্ধু তার ছেলের ফটোটা দিয়ে গিয়েছিল তখন সেটা আমি দেখেছিলাম, তারপর মনিরুলকে দেখে আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল।

তখন তুমি আমাকে বললে না কেন?

মনে করেছিলাম অনেকের মতো অনেকে তো দেখতে হয়। তা ছাড়া ফটোটা মাত্র একবার দেখেছিলাম, আমারও ভুল হতে পারে?

শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। এখন ওসব কথা বাদ দাও, খুলনা যাওয়া উচিত হবে কিনা বল?

আজ গিয়ে কাজ নেই। ভেবেচিন্তে কাল যাওয়া যাবে।

অনেক ভেবেচিন্তে পরের দিন আসিফ সাহেব স্ত্রীকে নিয়ে খুলনায় রওয়ানা হলেন।

এদিকে কালাম সাহেব দু'দিন পর ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে হলেও বিরাট আয়োজন করলেন। এত বড় ধনী লোকের বড় ছেলের বিয়ে বলে কথা। আত্মীয়স্বজনরা সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন। শহরের ও গ্রামের বাড়ির বহু আত্মীয়-অনাত্মীয়দের দাওয়াত দিলেন। বিয়ের দিন নিমন্ত্রিতরা ছাড়াও অন্যান্য লোকজন এবং মিসকীনরা এসে খেয়ে যাচ্ছে। এশার নামাযের পর বিয়ে পড়ান হবে।

আসিফ সাহেব স্ত্রীকে নিয়ে যখন এসে পৌঁছলেন, তখন রাত নটা। আসার সময় ফেরি খারাপ হয়ে গিয়েছিল বলে আসতে দেরি হয়েছে।

কালাম সাহেব তখন খুব ব্যস্ত। বিয়ের মজলিস তৈরি। সবাই কাজী সাহেবের অপেক্ষা করছে। এমন সময় বন্ধু ও বন্ধু পত্নীর আগমনের খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে অভ্যর্থনা করে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, আল্লাহপাকের দরবারে শত শত শুকরিয়া জানাই, তিনি আপনাদেরকে সময়মতো পৌঁছে দিয়েছেন। গতকাল থেকে আপনাদের অপেক্ষায় রয়েছি। এখন কাজী এলেই ওদের বিয়ের কাজ শুরু হবে।

আসিফ সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কার বিয়ে?

কালাম সাহেব হেসে উঠে বললেন, আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের। কেন তোমাকে তো ফোন করে কালকেই আসতে বলেছিলাম। তোমরা আসতে দেরি করলে কেন? যাক, ওসব কথা থাক, চল বিয়ের মজলিসে যাই। ওনাদের আসার কথা মনিরুল ও মনিকা জানতে পারল না।

বিয়ে পড়ানোর পর মনিরুল যখন দাঁড়িয়ে মুখের মোহরা সরিয়ে সবাইকে সালাম জানাল, তখন আব্বার সঙ্গে শ্বশুরকে দেখে অবাক হল। চিন্তা করল, উনি এখানে এলেন কি করে, তা হলে আব্বা কি খবর দিয়ে জানিয়েছেন?

মজলিসের কাজ শেষ হওয়ার পর মনিরুলকে তার দুলাভাই আমজাদ মেয়েদের লৌকিকতার জন্য ঘরে নিয়ে এল। লৌকিকতার পর মনিরুলের বোন হালিমা ভাই ভাবীর হাত ধরে মুরুব্বি ও মুরুব্বিয়ানদের কদমবুসি করাতে লাগল।

আসিফ সাহেব বিয়ের মজলিসে মনিরুলকে চিনতে পেরে যেমন খুব অবাক হয়েছেন তেমনি লজ্জাও পেয়েছেন। মেয়ে জামাই কদমবুসি করতে ওনারা তাদেরকে দো'য়া করলেন।

আসিফ সাহেব মেয়ে-জামাইকে বললেন, তোমরা আমাদের উপর এভাবে প্রতিশোধ নেবে তা ভাবতেও পারি নি। জামাইকে বললেন, তোমকে চিনতে না পেরে একাধিকবার

অপমান করেছি। কেন আমাদেরকে পরিচয় দাও নি? দিলে এরকম হত না। আমিও ভুল করেছি। এখন বুঝতে পারলাম, কেন তুমি সেদিন বলেছিলে মানুষের বাইরের দিক দেখে ভালো-মন্দ বিচার করলে ভবিষ্যতে অনুশোচনা করতে হয়?

মনিরুল বলল, আমাকে আর লজ্জা দিবেন না। আমি পরিচয় না দিয়ে অন্যায় করেছি, সেজন্য ক্ষমা চাচ্ছি।

মনিকাও বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আমাকেও মাফ করে দাও।

আসিফ সাহেব তাদের মাথায় চুমু খেয়ে ছল ছল নয়নে বললেন, সন্তানের দোষ মা-বাবা সব সময় ক্ষমার চোখে দেখে।

ছালেহা বেগম বললেন, এমন শুভদিনে চোখের পানি ফেলতে নেই যা ভাগ্যে ছিল তাই হয়েছে।

রাত সাড়ে এগারটার সময় হালিমা মনিরুলকে বাসর ঘরে দিয়ে গেল্ হালিমা চলে যাওয়ার পর মনিরুল ঘরের চারদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। সারা ঘরটা রঙ বেরঙের কাগজ দিয়ে সাজানো হয়েছে। চার পাশের দেয়ালে চুমকি দিয়ে অনেক কথা লেখা রয়েছে। মনিরুল সেগুলো পড়তে লাগল, (১) বাসর ঘরে বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করার আগে দরজা জানালা লাগিয়ে নিন। (২) কোনো কারণেই বৌয়ের সাথে রুঢ় কথা বলবেন না। (৩) বৌ পছন্দ না হলে এটাই তক্বদির মনে করে সবর করবেন। দেখতে খারাপ হলেও তার অনেক গুণ থাকতে পারে।(৪) বৌ মনের মতো হোক বা না হোক, প্রথম আলাপ যেন মধুর হয়। আপনার কোনো কথাতেই যেন মনে কষ্ট না পায়। (৫) আজকের রাত মানুষের জীবনে মাত্র একবারই আসে। তাকে হেলায় নষ্ট করবেন না। (৬) আপনাদের আজকের রাত শুভ হোক, আনন্দের হোক, সেই কামনা করে আল্লাহপাকের দরবারে দো'য়া করছি। সেগুলো পড়া শেষ করে মনিরুল খাটের দিকে তাকাল। গোটা খাটটা নানারকম সুগন্ধ ফুল দিয়ে সাজানো। তিন চার রকমের গোলাপ ফুলের দুটো মালা দুটো বালিশের উপর বিছানো আছে। খাটের চার পাশের বাটাম থেকে ফুলের মালা ঝুলছে। তার ফাঁক দিয়ে দেখল, মনিকা আত্তাহিয়াতু পড়ার সুরতে খাটের মাঝখানে বসে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনিরুল দরজা জানালা লাগিয়ে পর্দা টেনে দিয়ে মাথার বিয়ের তাজ খুলে রাখল। তারপর ধীরে ধীরে খাটের কাছে এগিয়ে এল। এমনিতে সারা ঘর ফুলের গন্ধে ভরপুর। তার উপর হালিমা গোটা বিছানায় ও ভাবির পোশাকে সুগন্ধী আতরের ফোয়ারা দিয়েছে। ফুলের ও আতরের গন্ধে এই শুভক্ষণে মনিকাকে একান্ত করে পেয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে মনিরুল মধুর কণ্ঠে মনিকা বলে ডাকল।

মনিকারও ঐ একই অবস্থা। সে এতক্ষণ স্বামীকে গভীরভাবে লক্ষ্য করছিল। স্বামী যখন যে দিকে মুখ ঘুরিয়ে লেখাগুলো পড়ছিল। সেও তখন তাই করছিল। এখন প্রিয়তম স্বামীর মধুর ডাকে সে আনন্দে অধীর হয়ে কেঁপে উঠল। জবাব দিতে গেল, কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বের হল না। মাথা নিচু করে চোখের পানি বোধ করার চেষ্টা করল।

তার কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে মনিরুল আবার ডাকল, মনিকা এদিকে তাকাও।

মনিকা শত চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারছে না এবং তার দিকে তাকাতেও পারছে না। তার মনে হল সে হয়ত জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে।

মনিরুল তার অবস্থা অনুমান করে ফ্যানের স্পিড বাড়িয়ে দিয়ে ফিরে এসে খাটে উঠতে উদ্যত হওয়ার সময় দেখল, মনিকা তার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে। কাছে এলে তাকে ধরে জিজ্ঞেস করল, খুব অসুস্থ বোধ করছ মনে হয়?

মনিকা কথা না বলে খাট থেকে নেমে কদমবুসি করল।

মনিরুল তাকে দু'হাত দিয়ে ধরে তুলে প্রথমে কপালে তারপর ঠোঁটে চুমো খেয়ে জড়িয়ে ধরে দো'য়া করল, "আল্লাহপাক, তুমি আমাদের মনের বাসনা পূর্ণ করে ধন্য করেছ, সেজন্য তোমার পাক দরবারে জানাই কোটি কোটি শুকরিয়া। আমাদের দাম্পত্য জীবনে তোমর করুণার ধারা আজীবন বর্ষণ কর। আমাদেরকে তোমার ও তোমার রাসূল (দঃ) এর প্রদর্শিত পথে চলার তওফিক এনায়েত কর। আমাদের এই পবিত্র প্রেমকে চিরকাল বহ্নিশিখার মতো প্রজ্বলিত রেখ। কোনো কারণেই নিভিয়ে দিও না। রাসূল (দঃ)-এর উপর আমরা হাজার হাজার দরুদ ও সালাম জানাচ্ছি। তাঁর অসিলায় এই নগণ্য বান্দা-বান্দীর দো'য়া কবুল কর।

মনিকা এতক্ষণ প্রিয়তম স্বামীর প্রথম আলিঙ্গনে ভীত কপোতীর ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে মনে মনে আমিন আমিন বলছিল। স্বামীকে মোনাজাত শেষ করতে শুনে শব্দ করে আমিন বলে উঠল।

মনিরুল এতক্ষণ মোনাজাতে মশগুল ছিল বলে তার কম্পন অনুভব করে নি। মোনাজাত শেষ হতে তা বুঝতে পেরে তাকে আলিঙ্গন মুক্ত করে দু'হাত দিয়ে তার মুখটা ধরে সারা মুখে প্রেমের পরশ বুলিয়ে দিল। তারপর অযু আছে জেনে একসঙ্গে দু'জনে দু'রাকায়াত শোকরানার নামায পড়ল। নামাযের পর মনিরুল মনিকাকে পাঁজাকোলা করে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আদরে সোহাগে অস্থির করে তুলল।

মনিকার এই সম্বন্ধে থিওরিটিক্যাল জ্ঞান থাকলেও লজ্জায় চুপ করে স্বামীর আদর সোহাগে বিভোর হয়ে বেশ কিছুক্ষণ আনন্দ উপভোগ করতে করতে হঠাৎ মনে হল, তারও স্বামীকে আদর-সোহাগ করা উচিত। সেও তখন প্রতিদানে মেতে উঠল।

এক সময় মনিরুল মনিকার বুকে বুক ঠেকিয়ে, নাকে নাক ঠেকিয়ে, ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বলল, এখন আমাকে দুষ্টু ও অসভ্য বলছ না কেন?

মনিকা হাসিমুখে বলল, বিয়ের আগে যেগুলো দুষ্টুমি ও অসভ্যতা, বিয়ের পরে সেগুলোকে তা আর বলে না। বরং সেটাই স্বাভাবিক। আর সেগুলো কোন অন্যায় ও নয়।

মনিরুর বলল, তা হলে এখন তোমার যৌবন লুট করলেও কোন দুষ্টুমি বা অসভ্যতা হবে না, কি বল?

মনিকা লজ্জা পেয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, বলতে পারব না, যাও অসভ্য কোথাকার!

মনিরুল বলল, তুমি তো এক্ষনি বললে এসব করা অন্যায় নয়।

মনিকা বলল, তুমি এত বুদ্ধিমান, কিন্তু একথা বুঝছ না কেন, এ ব্যাপারে মুখে প্রকাশ না করে, মনের ভিতর চেপে রেখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হয়।

মনিরুল বলল, তুমি ঠিক কথা বলেছ। তারপর খাট থেকে নেমে বড় লাইট অফ করে ডিম লাইট জ্বেলে ফিরে এসে মনিকাকে জড়িয়ে ধরে বলল, তবে তাই করি।

* * *